সম্মানীয় সকল গ্রাহক ও দিনহাটাবাসীর
শুভেচ্ছায় শতবর্ষ পেরিয়ে আজ আমরা ১০৩-এ
ন্যায্য মূল্য
গিরিধারীমল
একদর
ভৌরীলাল
প্রাচীনতম বিশ্বস্ত বস্ত্র প্রতিষ্ঠান
নবীনের প্রবীণের সকলের চিরদিনের
মেইন রোড, চৌপথী, দিনহাটা, ফোন: ২৫৫০১৯
সবারে করি আহ্বান

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৮ আশ্বিন ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 5 October 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 139 MLD

তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস্
হাই পাওয়ার
স্ক্যাবিগন®
SCABIGON
স্ক্যাবিগন
দাদ, হাজা, চুলকানি,
গোড়ালি ফাটার মলম
Wanted Dealers & Distributors
For Trade Enquiry: 9438045440
সব ঔষধের
দোকানে
পাওয়া যায়

নতুন জামার আশা ছেড়ে ভাতভিক্ষা

সদ্য পাটভাঙা নতুন জামাকাপড় পরে প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখা ওদের কাছে স্বপ্ন। এমন অনেক অসহায় মানুষ রয়েছেন আমাদের চারপাশে। এরকমই সব খোয়ানো চার ভাইয়ের রোজকার বেঁচে থাকার লড়াইয়ের বড় নির্মম সত্যি উঠে এল এই প্রতিবেদনে। হঠাৎ বাবা-মাকে হারানোর প্রবল অভিঘাত বদলে দিয়েছে যে চারজন শিশু-কিশোরের জীবনকাহিনী। সহায়হীন ওই চারটি ছেলে কি বাঁচার সম্বল পাবে? উত্তর খুঁজবে সময়।

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ৪ অক্টোবর : পরিবারের রোজগেরে ছিলেন সুনীরাম মুর্মু এবং তাঁর স্ত্রী মাইকু সরেন। বছর তিনেক আগে দু'জনেরই মৃত্যু হয়। বাবা-মায়ের মৃত্যুতে অথই জলে পড়ে চার ভাই রবীন্দ্র মুর্মু, বিষ্টু মুর্মু, কার্তিক মুর্মু এবং রাজু মুর্মু । এদের মধ্যে বড় রবীন্দ্র, বয়স ১৩ বছর। তিন ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ওই বয়সেই সে রাজমিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করে। এখন ওর বয়স ১৬। প্রতিদিন কাজ জোটে না। তাই, পুজোয় যখন অনেকেই নতুন জামাকাপড় পরে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে বেড়াবে, ঠাকুর দেখবে তখন এই চার ভাই লোকের দুয়ারে গিয়ে এক মুঠো ভাতের জন্য জোড় হাত করবে।

রায়গঞ্জ ব্লকের রামপুর গ্রামের সহায়সম্বলহীন চার ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাতে বেশ কষ্ট হয়

অসহায় দুই ভাই। শুক্রবার রামপুরের গ্রামে। - সংবাদচিত্র

রামপুরের রবিন মার্ডির। গলায় কিছুটা হলেও বিরক্তি। রবিন মার্ডি বলেন, 'পয়সাওয়ালা বড় লোকদের জন্যই পুজো। আমরা দিন আনা, দিন খাওয়া মানুষদের জন্য এই পুজো নয়। এই চারটি বাচ্চাকে দেখার কেউ নেই। কেউ স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলে চার অনাথদের না খেয়ে থাকতে হত না।'

রবীন্দ্র মুর্মু, বিষ্টু মুর্মুদের মাসি মামনি সরেন বলেন, 'হঠাৎই কোনও এক অসুখে প্রথমে জামাইবাবু, পরে দিদির মৃত্যু হয়। তারপর থেকে ওরা আমার কাছে রয়েছে। বড় ছেলের রোজগারে ওদের ভাত জোটে। এদিকে আবার কারও আধার কার্ড নেই। তাই স্কুলে ভর্তি করা যাচ্ছে না। সরকারি সহযোগিতা ভীষণভাবে দরকার। নইলে দিদি-জামাইবাবুর আত্মা শান্তি পাবে না।

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যাম কিস্কু বলেন, ওদের র‍্যাশন কার্ড, আধার কার্ড নেই। বহুবার স্থানীয় মেম্বারকে বলেও কোনও কাজ হচ্ছে না। গ্রামে দুর্গাপুজো হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু ওদের জন্য কেউ নেই।' রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা মলয় সরকার বলেন, 'গত পুজোয় ওদেরকে জামাকাপড় দেওয়া হয়। ঘর বলতে কিছুই ছিল না। সম্প্রতি এক সহৃদয় ব্যক্তি একটা টিনের ঘর বানিয়ে দিয়েছেন। আমরা ওদের আধার ও র‍্যাশন কার্ডের জন্য তদারকি করছি।' মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

জুলি, কণিকাদের পুজো কাটবে ত্রাণশিবিরে

মালদার ঘুম কাড়ল মহানন্দা

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ৪ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর চারদিন কে কোন পোশাক পরবে, কোথায় ঘুরতে যাবে এসব নিয়ে শহরবাসী ব্যস্ত। তবে বিপরীত ছবি ধরা পড়েছে পুরাতন মালদার ৮, ৯ এবং ২০ নম্বর ওয়ার্ডে। মহানন্দার জল ঘরে ঢুকে পড়ায় কেউ ভাড়াবাড়িতে, আবার অনেকেই ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিচ্ছেন। নতুন পোশাক বা জুতো নয়, চৌকি, সিলিন্ডার কাঁধে ফ্লাড শেলটারের পথে ছুটছেন বাচামারি নীচু কলোনি, মির্জাপুর, স্কুলপাড়ার বাসিন্দারা।

বাচামারি প্রাথমিক স্কুলে নতুন ঘরের সন্ধান। শুক্রবার পুরাতন মালদায়।

শহরের আট নম্বর ওয়ার্ড বাচামারি প্রাথমিক স্কুল ভবনের একাংশ দুর্গতদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওই স্কুলে প্রায় ১৫টি পরিবার ঠাঁই নিয়েছেন। ওসমানিয়া হাই মাদ্রাসায় প্রায় ৪৫টি পরিবার রয়েছে। আরও অন্য স্কুলে উঁচু জায়গায় বেশ কিছু পরিবারকে সরানো গিয়েছে। বাচামারির প্রাথমিক স্কুলে আশ্রয় নেওয়া এক দুর্গত জুলি সরকার জানান, 'মহালয়ার দিন থেকে বাড়িছাড়া। আমরা ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছি। পুজো নিয়ে ভাবার অবস্থা নেই। শুকনো খাবার খেয়ে দিন কাটাচ্ছি। জল না কমলে বাড়ি ফিরতে পারব না।'

২০ নম্বর ওয়ার্ডের কণিকা সরকার জানালেন, 'পুজো নিয়ে কত পরিকল্পনা ছিল। এখন আশ্রয়টাই বড় চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। পরিবার নিয়ে সমস্যায় আছি। কবে জল নামবে জানি না।'

যেভাবে জল বাড়ছে, তাতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় এলাকা আরও প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই পুজোর মুখে উদ্বেগ কমছে না ওই তিনটি ওয়ার্ডের নদী তীরবর্তী এলাকায়।

তবে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে এগিয়ে এসেছে পুরসভা। পুরসভার তরফে দুর্গতদের জন্য ত্রাণ বিলি করা হচ্ছে। যাঁদের ঘরে জল, তাঁদের ত্রাণশিবিরে যেতে বলা হচ্ছে। পুরাতন মালদার উপপুরপ্রধান শফিকুল ইসলাম জানান, 'শহরের তিনটি ওয়ার্ড মিলিয়ে প্রায় শতাধিক পরিবার প্লাবিত হয়েছে। অনেকে জলবন্দি। যাঁরা বেশি সমস্যায় পড়েছে, তাঁদের ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছে। দুর্গতদের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রীর ব্যবস্থা করছি।'

DESUN HOSPITAL
অন্য রাজ্যে
GNM নার্সিং
পড়ে বাংলায় চাকরি পাবো?
GNM নার্সিং-এ
ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

সেজে উঠেছে দশভুজা। শুক্রবার মালদার উত্তর বালুচরের নাটমন্দিরে। - কল্লোল মজুমদার

পিছিয়েই থাকা নাকি উন্নয়ন?
কোন পথে হবে উত্তরের উত্তরণ
বলবেন আপনারাই
লিখব আমরা
আপনাদের মনের কথা
উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

আপনি কি সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত?
আজই পরামর্শ করুন আমাদের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে
নিউলাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার
IVF IUI•ICSI
সেবক রোড, শিলিগুড়ি
740 740 0333

সাদা চোখে সাদা কথায়

নজরদারির বাঁধনে চাপা পড়ে যায় শিউলিবেলা

গৌতম সরকার

শরতের আকাশ। অথচ মাঝে মাঝে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মনের আকাশেও যে হাজার ক্ষতচিহ্ন। লক্ষ কথা, কোটি কোটি অভিযোগ বাতাসে ভাসে। নিরাপত্তার হাহাকার চৌদিকে। সুরক্ষার ঘাটতিতে স্কুলে ভয়, কলেজে ভয়! হাসপাতালে আতঙ্ক! পথেঘাটে দাঁড়িয়ে বিপদ। জীবনজুড়ে ভয়ের আবহ। অপহরণের ভয়, দুষ্কৃতী হামলার ভয়, ধর্ষণ-শ্লীলতাহানির আশঙ্কা, খুন হয়ে যাওয়ার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা। এত ভয় বলেই না নিরাপত্তার জন্য এত কাকুতিমিনতি, এত দাবি, এত ভাষণ, এত স্লোগান।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চারদিক ঘেরা থাকা চাই। না হলে অভিভাবকরা সন্ত্রস্ত। এই বুঝি সন্তানের বিপদ হয়। সিসিটিভি না থাকলে কর্তৃপক্ষকে দোষারোপ। স্কুলে, খেলার মাঠ, পার্ক, রাস্তা, হাসপাতাল, অফিস... সর্বত্র ক্যামেরা চাই। স্কুল, কলেজে নিরাপত্তারক্ষী না থাকলে চলে না। গেট আগলে নিরাপত্তাকর্মী থাকলে যেন অপার শান্তি। তরুণ সহকর্মীদের মুখে আশঙ্কা শুনি, অমুক স্কুল বা তমুক কলেজে সীমানা প্রাচীর নেই। নজরদারির পরিকাঠামো নেই। কোন সময়ে না অঘটন ঘটে যায়।

সংবাদপত্রেও লেখা হয়, ঘোর বিপদ। তমুক স্কুলে এমন কাণ্ড ঘটল। তবুও স্কুল পরিচালন কমিটি বা প্রশাসনের হুঁশ নেই। আষ্টেপৃষ্ঠে নিরাপত্তার দাবি এখন সর্বজনীন। শরতের আলোয় চরাচর ভেসে গেলে *এরপর দশের পাতায়*

দাবি না মানা হলে আমরণ অনশন

কর্মবিরতি তুলেও নয়া হুমকি

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : কর্মবিরতি তুলে নিয়ে সরকারকে ২৪ ঘণ্টা সময় দিলেন আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তাররা। ওই সময়ের মধ্যে দাবি মানা না হলে আমরণ অনশনের হুমকি দেওয়া হল। শুধু তাই নয়, ধর্মতলায় নতুন ধর্নামঞ্চ থেকে আন্দোলন শুরু করা হল। তাঁদের আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কী, তা ধর্মতলা থেকেই ঘোষণা করলেন তাঁরা।

আন্দোলনকারীদের কথায়, এই আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁরা সিবিআইকেও চাপে রাখতে চান। এক আন্দোলনকারীর কথায়, 'কাল যিনি (আশিস পাণ্ডে) গ্রেপ্তার হয়েছেন, তা আমাদের চাপে পরেই হয়েছে। আমরা রাজপথ ছেড়ে গেলে তা-ও হবে না। প্রয়োজনে আমরা দিল্লি যাব। আমরা যত দিন পর্যন্ত ন্যায় বিচার পাচ্ছি, তত দিন আন্দোলন চলবে।' অনিকেত মাহাত বলেন, 'সিবিআইকে বলতে চাই ন্যায়বিচার নিয়ে আলোচনা করুন। কর্মবিরতি যদি অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা হলে কর্মবিরতি তুলে নিলাম। তবে কর্মবিরতি তুলছি মানে এই নয়, আন্দোলন শেষ হচ্ছে।'

অন্যদিকে এদিন ধর্মতলায় মিছিলটি পৌঁছালে ডাক্তারদের সঙ্গে পুলিশের দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। প্রতিবাদে জুনিয়ার ডাক্তাররা ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁদের বক্তব্য, পুলিশের এই অমানবিক আচরণের বিচার না পাওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চলবে। জুনিয়ার ডাক্তারদের অভিযোগ, মেডিকেল কলেজ থেকে একটি ম্যাটাডরে করে কয়েকটি চৌকি নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। ধর্মতলায় এই চৌকিকে অস্থায়ী মঞ্চ বানিয়েই তাঁদের বক্তব্য রাখার কথা ছিল। কিন্তু পুলিশ এসে ওই ম্যাটাডর সরিয়ে নিতে বলে। প্রতিবাদ করায় দুই জুনিয়ার ডাক্তারকে রাস্তায় ফেলে নিগ্রহ করা হয় বলে অভিযোগ। এর প্রতিবাদেই জুনিয়ার ডাক্তাররা রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। কলকাতা পুলিশকে উদ্দেশ করে স্লোগান শুরু করেন। কাজের দিনে অফিস ছুটির পরে এই অবস্থানে ব্যাপক যানজট শুরু হয়। কিছুক্ষণের জন্য আটকে পড়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়িও। *এরপর দশের পাতায়*

তাপস আর রাজেশকে ভাষা শহিদের স্বীকৃতি দাবি

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৪ অক্টোবর : বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তার পরেই ইসলামপুরের দাড়িভিটে মৃত দুই ছাত্র তাপস বর্মন ও রাজেশ সরকারকে ভাষা শহিদের স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে রাজ্য সরকারকে খোলা চিঠি দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। ২০১৮ সালে উত্তর দিনাজপুরের ওই দুই ছাত্র বাংলা ভাষার শিক্ষক চেয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে খুন হয়েছিলেন বলে দাবি করে সুকান্ত জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি খোলা

মমতাকে খোলা চিঠি সুকান্তর

চিঠি দিয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে কেন্দ্র স্বীকৃতি দিলেও সেই দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনওদিন করেননি। এবার রাজ্য সরকার অন্তত রাজেশ ও তাপসকে ভাষা শহিদের স্বীকৃতি দিক।

সুকান্ত বলেন, 'বাংলা ভাষার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর অবদান কী? তিনি ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় কখনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন, কখনও বা তাঁর দলের মন্ত্রীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। এই সময়কালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে কোনও আবেদন করেননি। *এরপর দশের পাতায়*

কেরি সাহেবের গ্রামে পুজোর গন্ধ

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

শুধু বিগ বাজেটের কিংবা থিমের পুজো নয়, গৌড়বঙ্গের তিন জেলার এমন কিছু গ্রাম রয়েছে যেখানে এবার প্রথম পুজো হচ্ছে। আবার কোনও গ্রামের মানুষকে অঞ্জলি দিতে পাড়ি দিতে হয় বহু দূরে। এছাড়াও কোনও কোনও গ্রামে পুজো ঘিরে রয়েছে চরম উন্মাদনা। সেই গ্রামের পুজোর কথা তুলে ধরা হল উত্তরবঙ্গ সংবাদে। আজ তৃতীয় কিস্তি।

বামনগোলা, ৪ অক্টোবর : নীলকুঠির ভগ্নাবশেষের কাছেই শিউলির গন্ধ জানান দিচ্ছে আসন্ন শারদোৎসবের বার্তা। ভগ্নাবশেষের পাড় ঘেঁষা মেঘডুমরা দিঘির ঢেউ খেলানো উছল জলের মতোই খুশিতে চকচক করছে কৃষাণু, টগরী, নয়ন, ফুলবালাদের চোখমুখ। শিউলির ঘ্রাণ নেওয়া মেঘ জমা আকাশ। বাতাসের হালকা হাওয়ায় দিঘির পাড়ে সবুজ ঘাসে বসে চলছে ওদের আনন্দে পুজো কাটানোর পরিকল্পনা।

মেঘডুমরা। গভীর কালো জলে ভরা দিঘির নামটা যে কাব্যিক তাতে সন্দেহ নেই। দিঘির পাড়েই রয়েছে উইলিয়াম কেরির স্মৃতিবিজড়িত ইংরেজ আমলের নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ। সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে। অথচ এই নীলকুঠির সৌজন্যেই আজ মালদা জেলার বামনগোলা ব্লকের মদনাবতী গ্রামের নাম ইতিহাস সমৃদ্ধ। একসময় এই নীলকুঠির ম্যানেজার উইলিয়াম কেরির নানা সমাজসেবামূলক কাজের জন্য এলাকার মানুষজন এখনও তাঁকে মনে রেখেছেন। তাঁর নামেই এলাকায় বহু বছর আগে তৈরি হয়েছে 'মদনাবতী উইলিয়াম কেরি স্মৃতি সংঘ'। গ্রামের অধিকাংশ পরিবারই দরিদ্র শ্রমজীবী এবং ক্ষুদ্র কৃষক। বহু বছর আগে মদনাবতী গ্রামে কোনও দুর্গাপুজো হত না। গ্রামের শিশু, কিশোরদের একটু আনন্দের জন্য অভিভাবকরা নিয়ে যেতেন দূরের কোনও গ্রামে। পরবর্তীতে ওই সংঘের উদ্যোগেই শুরু হয়েছিল দুর্গাপুজো।

এলাকার বাসিন্দা মদনাবতী উইলিয়াম কেরি স্মৃতি সংঘের তরফে বিজয় দাস বলেন, 'মালদা জেলার বামনগোলা থানার মদনাবতী গ্রামে ইংরেজ আমলের এই নীলকুঠির ভগ্নাবশেষের কথা কারও অজানা নয়। ওই নীলকুঠির তৎকালীন ম্যানেজার উইলিয়াম কেরির নানা অবদানের জন্য জেলা থেকে রাজ্যের সীমানায় ছাড়িয়েছে গ্রামের নাম। মদনাবতীতে *এরপর দশের পাতায়*

কোন খাতে খরচ বাগানে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ অক্টোবর : চা শিল্পের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় শিল্পবাণিজ্যমন্ত্রক প্রায় ৬৬৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। এবারে ওই বরাদ্দ কীভাবে খরচ করা হবে, তা টি বোর্ডের তরফে সার্কুলার দিয়ে চা মহলকে জানিয়ে দেওয়া হল।

টি বোর্ডের বরাদ্দ

টি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোমোশন স্কিমের মাধ্যমে টি বোর্ড পাঁচটি খাতে ওই টাকা খরচ করবে। ভরতুকি, অনুদানের মতো সহযোগিতা পাওয়ার শর্ত এবং সেইসঙ্গে কীভাবে বাগানগুলিকে আবেদন করতে হবে সেটাও গাইডলাইন সহ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৫ অক্টোবর থেকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু হবে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছে নানা কারণে ধুঁকতে থাকা উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলি। টি বোর্ডের প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে ক্ষুদ্র চা চাষিরা দারুণভাবে

নির্দেশিকা

- বরাদ্দ ৬৬৪ কোটি টাকা কীভাবে খরচ করা হবে, সেটা টি বোর্ডের তরফে সার্কুলার দিয়ে চা মহলকে জানানো হয়েছে
- টি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোমোশন স্কিমে টি বোর্ড পাঁচটি খাতে ওই টাকা খরচ করবে
- ভরতুকি, অনুদানের মতো সহযোগিতা পাওয়ার শর্ত ইত্যাদি গাইডলাইন জানিয়ে দেওয়া হয়েছে

উপকৃত হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের (সিস্টা) সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'টি বোর্ডের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তবে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষুদ্র চা চাষিদের জন্য আরও কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত ছিল। এখন দেখার, বাস্তবে ঠিক কতটা তহবিল বরাদ্দ হয়।'

বাগানের উন্নয়ন ও চায়ের উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে নতুন চারা রোপণ, নার্সারি তৈরি, ক্ষুদ্র চা চাষিদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ফার্মার্স প্রোডিউসার্স ক্লাব, ফার্মার্স প্রোডিউসার্স অর্গানাইজেশন তৈরি, মিনি টি ফ্যাক্টরি চালু, চা চাষিদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে উদ্বুদ্ধ করতে পুরস্কার প্রদান, মাটি পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আর্থিক সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে শিল্পবাণিজ্যমন্ত্রকের বরাদ্দ তহবিল থেকে। শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজ এবং তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সচেতনতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি চা শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র চা চাষিদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষায় আর্থিক সহযোগিতা, বন্ধ চা বাগান এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য বইপত্র এবং ইউনিফর্ম কেনার অনুদান, তাদের মধ্যে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে কৃতীদের পুরস্কার, বন্ধ চা বাগানের বিশেষভাবে সক্ষম ও গুরুতর অসুস্থ শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতা করার সিদ্ধান্তও টি বোর্ডের প্রকল্পে রয়েছে।

ফাওলইয়ের টাকা ১৪ হাজার শ্রমিককে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের ১৬টি বন্ধ চা বাগানের প্রায় ১৪ হাজার শ্রমিককে পুজো অনুদান বাবদ দেড় হাজার টাকা করে দিল রাজ্য সরকার। ফাওলই প্রকল্পের মাধ্যমে ওই পুজো অনুদান দেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার ঢেকলাপাড়া, লঙ্কাপাড়া, রামঝোরা, দলমোর, কালচিনি, রায়মাটাং ও দলসিংপাড়া বাগানগুলি ওই অনুদানের আওতায় এসেছে। সেখানে মোট শ্রমিক সংখ্যা সাড়ে সাত হাজার। জলপাইগুড়ি জেলায় বন্ধ থাকা রায়পুর ও সোনালি বাগান মিলিয়ে প্রায় ৬০০ শ্রমিককে অনুদান দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ের বন্ধ বাগানের তালিকায় রয়েছে ধোতেরিয়া, রংমুক সিডার, মুন্ডাকোঠি, নাগেরি, চংটং, পানিঘাটা ও আম্বুটিয়া। সেখানে শ্রমিক সংখ্যা ৬ হাজার।

দার্জিলিংয়ের ডেপুটি লেবার কমিশনার বলদেব মণ্ডল বলেন, 'পাহাড়ের সাতটি বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের পুজো অনুদানের টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।' পাশাপাশি, যে ৭৪টি চা বাগান খোলা রয়েছে সেগুলোর শ্রমিকদের বোনাস বাবদ ১৬ শতাংশ হারের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার তোর্ষা ও মহুয়া এবং পাহাড়ের সিংতাম, পান্ডাম ইত্যাদি বাগানগুলিও বন্ধ রয়েছে। তবে সেগুলি তালাবন্ধ হওয়ার বেশিদিন হয়নি। শেষ সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে, কোনও চা বাগান বন্ধ হলে এক মাস পর থেকে সেখানকার শ্রমিকদের ফাওলই-এর আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে।

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ৮টি এসএলআর-এর এবং ২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ২টি আরটিভিপি-এর পার্সেল স্পেস লিজে দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ৮টি এসএলআর ও ২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ২টি আরটিভিপি-এর জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলি সম্বলিত অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশন-এর জন্য বিড www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ই-অকশন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একবারই রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচারের প্রয়োজন আছে। অকশন ক্যাটালগের বিবরণঃ অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৪-এক্সাস। ট্রেনের সংখ্যা ঃ ৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ৮টি এসএলআর ও ২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ২টি আরটিভিপি। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ১৭.১০.২০২৪ দুপুর ১টা। (HWH-327/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

কাউনের বিস্কুটের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান। চিলকিরহাটে। শুক্রবার।

কাউনের বিস্কুট তৈরিতে অগ্রণী স্বনির্ভর গোষ্ঠী

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৪ অক্টোবর : তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ক্রমশই বাড়ছে ফাস্ট ফুডের কদর। অত্যধিক হারে বাইরের খাবার খাওয়ায় বাড়ছে রোগ। এই পরিস্থিতিতে কাউনের বিস্কুট তৈরি করলেন চিলকিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। কাউনে পুষ্টিগুণ বেশি, ফলে তা স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। এই কথাটাকে মাথায় রেখে তাঁরা কাউনের বিস্কুট তৈরির সিদ্ধান্ত নেন।

কোচবিহার-১ ব্লকের ওই পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ভেষজ সুরক্ষা ভাণ্ডার প্রকল্পে এই বিস্কুটগুলি তৈরি করছেন। শুক্রবার চিলকিরহাটে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ওই বিস্কুটের মোড়ক উন্মোচন হয়। সেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন নাটাবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সিনিয়ার আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার বাসবকান্তি দিন্ডা। তাঁর কথায়, 'অত্যন্ত সুস্বাদু ওই বিস্কুটে কোনও সংরক্ষক পদার্থ থাকছে না। ফলে ক্ষতিরও সম্ভাবনা নেই।' মহিলাদের হাতে তৈরি কাউনের বিস্কুট খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী তিনি।

> আমরা নিজেরা প্রথমে কাউন চাষ করি। তারপর উৎপাদিত কাউনের সঙ্গে বাদাম, তিল, নারকেল মিশিয়ে গুড়ের পাকে বিস্কুট তৈরি করছি।
>
> **- স্বর্ণময়ী রায়,** স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য

কাউনে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ চালের তুলনায় কম। সেকারণে কাউন খেলে ডায়াবিটিসের সম্ভাবনা কমে, রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকে। স্থূলতা কমানোর ক্ষেত্রেও এর জুড়ি মেলা ভার। পুষ্টিবিদদের ভাষায় কাউন একটি সুপার ফুড। কারণ এতে প্রোটিন, ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক, ফাইবার ইত্যাদি রয়েছে। এই স্বাস্থ্যগত উপকারিতা মাথায় রেখে চিলকিরহাটের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা কাউনের বিস্কুট তৈরির উদ্যোগ নেন। তাঁদের মধ্যে একজন স্বর্ণময়ী রায়। আরেক সদস্য অনীতা রায় বলেন, 'কাউনের তৈরি একটি বিস্কুট খেলে অনেকক্ষণ পেটে থাকে। বাচ্চাদের কাছেও যা ভীষণ পছন্দের।'

কিন্তু শুধু বিস্কুট তৈরি করলেই তো হবে না। সেটাকে বাজারজাতও করতে হবে। একটি প্যাকেটে দশটি করে বিস্কুট থাকছে, দাম ৬০ টাকা। স্থানীয় বাজার এবং কোচবিহার শহরের বিভিন্ন দোকানে ওই বিস্কুট তো মিলবেই। পাশাপাশি অনলাইনেও বিস্কুটটি পাওয়া যাবে। চিলকিরহাট ভেষজ সুরক্ষা ভাণ্ডার প্রকল্পের কোষাধ্যক্ষ সুপর্ণা রায়ের কথায়, 'সরকারি সহায়তায় আমরা কাউনের বিস্কুট তৈরির উদ্যোগ নিতে পেরেছি। একদিকে, এটা ছোট থেকে বড় সবার জন্য স্বাস্থ্যকর। অন্যদিকে, আমরাও আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারব।'

আজ টিভিতে

তৃতীয়ার জমজমাট পর্ব **সারেগামাপা**-য়। সঙ্গে থাকছেন দেব-রুক্মিণী-স্বস্তিকা। শনি-রবি রাত ৯.৩০ মিনিটে **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ সারেগামাপা
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ যা দেবী সর্বভূতেষু, বিকেল ৩.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, সন্ধ্যা ৬.৩৫ কুলি, রাত ৯.৪৫ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ কেল্লাফতে, দুপুর ১.০০ খোকা ৪২০, বিকেল ৪.০০ বিদ্রোহ, সন্ধ্যা ৭.০০ ছোট বউ, রাত ১০.০০ ক্রিমিনাল
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ মাটির মানুষ, দুপুর ২.৫০ শিব ও সতী, বিকেল ৫.৩০ ভালোবাসি তোমাকে, রাত ৮.১০ ভালোবাসা, রাত ১১.১০ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মাটি আমার মা, সন্ধ্যা ৭.৩০ তোমাকে চাই
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রূপসী দোহাই তোমার

ছোট বউ সন্ধ্যা ৭টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

ডার্লিংস সন্ধ্যা ৬.৫১ মিনিটে **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে**

স্যাম বাহাদুর রাত ৮.৫৯ মিনিটে **অ্যান্ড পিকচার্সে**

জাস্টিস লিগ রাত ৮.২৭ মিনিটে **সোনি পিক্সে**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএন/২০২৪/এইউজি/০৩, তারিখ : ০৫-০৮-২০২৪ -এর জন্য সংশোধনী নং - ৪ এবং ৫

টেন্ডার নং. ঃ সিই/সিওএন/এলটিডি/ইপিসি/২০২৪/০১ -এর জন্য সংশোধনী - ৪ এবং ৫ জারি করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
সিই/সিওএন/১, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্টের নিযুক্তির জন্য অধিসূচনা

www.nfr.indianrailways.gov.in
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE B++
NOTICE
Applications are invited for the requirement of a Junior Research Fellow in the Department of Tea Science in a NTRF sponsored research project (NTRF: 226/2024). For details, please visit www.nbu.ac.in
Advt. No. 57/R-2024
Dated : 05.10.2024
Registrar (Addl. Charge)

নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের যাত্রিক পরিষ্কারকরণ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-আরএফপি-০২-এর জন্য ওপেন ম্যানুয়াল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, তারিখ ০৩.১০.২০২৪।

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ১৩৪ টু ১৩৬ অ্যান্ড ১৪০, তারিখ ঃ ২৭.০৯.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পো.অ.ঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ ক্র.নং-১। টেন্ডার নম্বর ঃ ১৩৪-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম সহিত স্থান ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/মালদা ডিভিসন-এর অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/মালদার অধীনে মহানন্দা কলোনি, মালদায় স্টাফ কোয়ার্টার সমূহের উন্নতিবিধান ও মানোন্নয়নের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ১,৯১,২২,৩৩৬.২৬ টাকা। ক্র.নং-২। টেন্ডার নম্বর ঃ ১৩৫-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম সহিত স্থানঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/মালদা ডিভিসন-এর অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/মালদার অধীনে মালদায় কালীবাড়ি রেলওয়ে কলোনিতে স্টাফ কোয়ার্টারসমূহের উন্নতিবিধান ও মানোন্নয়নের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ২,০৩,৩৫,৮৮০.৬৯ টাকা। ক্র.নং-৩। টেন্ডার নম্বর ঃ ১৩৬-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম সহিত স্থান ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/মালদা ডিভিসন-এর অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/মালদার অধীনে মালদায় ব্যারাক রেলওয়ে কলোনিতে স্টাফ কোয়ার্টারসমূহের উন্নতিবিধান ও মানোন্নয়নের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ১,৯১,২৫,৬১০.৪২ টাকা। ক্র.নং-৪। টেন্ডার নম্বর ঃ ১৪০-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম সহিত স্থান ঃ এইএন/মালদার অধীনে ১৩০ কিমি. প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত সেকশনাল স্পিড বাড়ানোর সঙ্গে সম্পর্কিত কিমি. ২৭২/১-২-তে পথচারী-সাবওয়ে নির্মাণের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৩,৩১,২৩,৯৪৮.৬৭ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২১.১০.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডঃ www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/মালদা। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-106/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division *vide eNIT No- **08**/APD/WBSRDA/POSTDLPMAINTENANCE/**2024-25** & **09**/APD/WBSRDA/POSTDLPMAINTENANCE/**2024-25** Dated **: 04.10.2024*** Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in www.wbprd.nic.in & office notice board.
Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/
ALIPURDUAR DIVISION.

অ্যাফিডেভিট

গত 19.09.2023, সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Alpana Barman এবং Alpana Barma, W/O. Nirmal Chandra Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। চকচকা, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, W.B. (C/111852)

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে প্রচার সচিব হিসাবে অবগত করছি যে, বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার সম্মান প্রদান করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংশ্লিষ্ট বাংলা ভাষার ধ্রুপদি ভাষার সম্মানসহ এন.জে.পি.-তে রেলের বিভাগীয় কার্যালয় ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে অবিলম্বে বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন নিয়েই ইস্তাহার প্রকাশ করেছি। সংশ্লিষ্ট বাংলা ভাষা ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা পাওয়ায় আমরা খুশি ও আপ্লুত।
মহেশ্বর বর্মন
জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন প্রার্থী

Tender Notice

NIT No. 49 of 2024-25 (2nd Call) Dt- 03/10/2024
Tenders of 1 (One) no. of Scheme is hereby invited on behalf of Gangarampur Municipality. Last Date of submission is 21/10/2024. Details of NIT may be seen in the website www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Gangarampur Municipality

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Online tenders are being invited from reputed agencies for Supply of (a) Equipment/Instrument (b) IT Materials (c) Steel Furniture (d) Animal Feeds on annual rate contract and (e) For Publication of various Articles in daily Newspapers. For details please visit www.wbtenders.gov.in
Registrar (Actg.)

সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিষেবা চুক্তি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল_টিআরডি_১৯_২৪-২৫; তারিখ ঃ ০১-১০-২০২৪; টেন্ডার নং. ঃ ইএল_টিআরডি_১৯_২৪-২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনে- দুই (০২) বছরের জন্য বারোটি (১২) আট চাকার টাওয়ার ওয়াগনের জন্য (প্রতিটি টিডব্লিউ -তে ২টি কামিন্স ইঞ্জিন মডেল এনটিএ-৮৫৫আর দিয়ে গঠিত) সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিষেবা চুক্তি (বি, সি এবং ডি চেক) এএমসি। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৯২,৭০,০১০.৯৯ টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৩,৪৬,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৫-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৫-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ড এবং সুপারভাইজার-এর জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। ফোন : 9832268306. (C/112493)

ডাইরেক্ট জয়েন-বেতন 12,500/- + PF, ESI লোক নেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটি গার্ডে। থাকা ফ্রি খাওয়া মেস, মাসে ছুটি আছে। M : 8653710700. (C/112493)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি আমার জমির আসল ডিডটা হারিয়ে ফেলেছি। যার দাগ নম্বর 246/1989, গ্রাম বলডিভাসা, থানা ঃ গোয়ালপোখর, জেলা ঃ উত্তর দিনাজপুর। এ বিষয়ে থানায় GDE করা হয়েছে। কেউ পেয়ে ফেরত দিলে বাধিত হই। - রমেশ চন্দ্র রায়। M : 7501616507. (S/N)

আমি পুজা দাস পিতা মতিলাল দাস, সাঃ রহিচেঙ্গা, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার। আমার S.C. Certificate ৩ মাস থেকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। কেউ পেলে 8001138852 নম্বরে যোগাযোগ করবেন। Certificate No. - WB 2001 SC 201601572. (B/S)

কিডনি চাই

কিডনি চাই, A+ ব্লাড গ্রুপ। বয়স 40-51বছর। পুরুষ/মহিলা। অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M-7908370695

e-Tender Notice

WBARD/GOAT/NIT01/2024-25
Dt- 03/10/2024
e-Tenders for 02 (Two) no. of works for Supply of Goats under State Govt Fund invited by Deputy Director, ARD & PO, Dakshin Dinajpur. Last Date of Submission for NIT No WBARD/GOAT/NIT01/2024-25 SL No-1 & 2 is 25/10/2024 at 14.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Deputy Director
A.R.D & P.O. Dakshin Dinajpur

e-Tender Notice

DDP/N-24/2024-25
Dt.- 03/10/2024
e-Tenders for 01 (One) no. of works of FSTP under SBM (G) fund invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT-24 of 24-25 SL No-1 on 30/10/2024 at 17.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বালুরঘাট পৌরসভার নাগরিকগণকে জানানো যাচ্ছে যে, সাহেব কাছাড়িতে অবস্থিত লেনিন মূর্তির (পুরাতন পি.এইচ.ই সাব-ডিভিশন অফিস) পেছন দিকে পৌরসভার নবনির্মিত মার্কেটে ব্যবসার জন্য দোকান ঘর বণ্টন করা হবে। যে সকল ব্যক্তি দোকান ঘর নিতে ইচ্ছুক তাদেরকে ইং 30-10-2024 তারিখের (ছুটির দিন ব্যতিত) মধ্যে বালুরঘাট পৌরসভায় আবেদন করবার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।
স্বাঃ/-
পৌরাধ্যক্ষ
বালুরঘাট পৌরসভা

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯২৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯২৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আস্থার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আজ সবার প্রশংসাপ্রাপ্তি। পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফিরে আসবে। বৃষ : হঠাৎ ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। মিথুন : পরীক্ষার ফল খুব ভালো হবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। কর্কট : মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। সিংহ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। নতুন গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত আজ নিতে পারেন। কন্যা : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হবে। অন্যায়কারীকে চিনতে পেরে স্বস্তি। তুলা : হঠাৎ বিদেশে যেতে হতে পারে। দাঁতের সমস্যায় ভোগান্তি। বৃশ্চিক : রাস্তায় খুব সাবধানে চলাফেরা করেন। কেউ আপনার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিতে পারে। ধনু : যানবাহন নিয়ে সাবধানে চলাফেরা করুন। মায়ের শারীরিক সমস্যা কাটবে। মকর : হঠাৎ কোনও চালু কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। রাজনীতি থেকে সমস্যা আসবে। কুম্ভ : প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে মানসিক অশান্তি। পেটের অসুখে সমস্যা। মীন : নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। সংসারে পূজার্চনার উদ্যোগ গ্রহণ। প্রেমে সমস্যা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৮ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ১৩ আশ্বিন, ৫ অক্টোবর ২০২৪, ১৮ আহিন, সংবৎ ৩ আশ্বিন সুদি, ১ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৩, অঃ ৫।১৯। শনিবার, তৃতীয়া শেষরাত্রি ৪।৫৪। স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ৮।১৬। বৈধৃতিযোগ প্রাতঃ ৫।৩৩। তৈতিলকরণ অপরাহ্ন ৪।৩ গতে গরকরণ শেষরাত্রি ৪।৫৪ গতে বণিজকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৮।১৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ৮।১৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী-অগ্নিকোণে, শেষরাত্রি ৪।৫৪ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৭।১ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ২।২৩ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।১৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৫১ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।৩৩ মধ্যে। যাত্রা - নাই, দিবা ৭।১ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৮।১৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২৪ মধ্যে ও ৭।৯ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৫ গতে ২।৪৮ মধ্যে ও ৩।৩৪ গতে ৫।১৯ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৩৭ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।১৭ গতে ৩।৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আন্দোলনে সায়, কর্মবিরতিতে নয়

উত্তরবঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৪ অক্টোবর : আরজি করের ঘটনার বিচার চেয়ে কলকাতায় জোরদার আন্দোলন চলছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত জুনিয়ার ডাক্তাররা। অনেকেই মনে করছেন এবার কাজে ফেরা উচিত, অনেকেই আবার পুজোর ছুটিতে ইতিমধ্যেই বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মবিরতিতে থেকেও বেশিরভাগ পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনি (পিজিটি) অলিখিতভাবে ডিউটি করছেন। অন্তর্বিভাগ, জরুরি বিভাগ, অপারেশন থিয়েটারেও তাঁদের ডিউটিতে দেখা যাচ্ছে। শুধুমাত্র বহির্বিভাগেই পিজিটিদের দেখা মিলছে না। মাঝে প্রায় ১৫-২০ দিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে অভয়া স্বাস্থ্য শিবির করেছেন আন্দোলনকারীরা। বহু দুঃস্থ মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা করে ওষুধও দিয়েছেন তাঁরা। জরুরি বিভাগের বাইরে অবস্থানেও ভিড় ক্রমশ কমছিল। কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিরা কাজে যোগ দিয়েছেন আগেই। তবে এমজেএন মেডিকেলে তাঁরা রাতের ডিউটি করছেন না। দুই জায়গাতেই কাজে যোগ দিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন জারি রেখেছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জুনিয়ার ডাক্তারদের ধর্না।

শুক্রবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের জরুরি বিভাগের বাইরে অবস্থানে গত বেশ কয়েকদিনের তুলনায় ভিড় অনেকটাই বেশি ছিল। অবস্থানে থাকা ডাক্তারি পড়ুয়াদের কেউ কেউ বলেছেন, রাজ্যকে দাবিগুলি মানার জন্য কিছুদিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে এবার আমাদের কাজে ফেরা প্রয়োজন। আন্দোলনকারীদের পক্ষে ডাঃ শাহরিয়ার আলমের বক্তব্য, 'আন্দোলন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের দফায় দফায় বৈঠক চলছে।'

মেডিকেল সূত্রের খবর, জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতির জেরে দেড় মাস ধরে পূর্ব নির্ধারিত অপারেশনগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অনেক জুনিয়ার ডাক্তারই কাজে ফেরায় আবার সেই অপারেশনগুলি শুরু হয়েছে। গত এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে সেই অপারেশনগুলি করা হচ্ছে।

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আংশিকভাবে কাজ করছেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। তবে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ও এমজেএন মেডিকেলে নিরাপত্তার বন্দোবস্তের দাবিতে এখনও তাঁদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। সেই প্রতিবাদে তাঁরা 'নাইট ডিউটি' বন্ধ রেখেছেন। যদিও এখানকার জুনিয়ার চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁরা নিজেরাই আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। পরবর্তীতে আন্দোলনের রূপরেখা কী হবে, তা নিয়ে শনিবার তাঁদের একটি বৈঠক হওয়ার কথা। জুনিয়ার চিকিৎসক রাহুল মণ্ডলের কথায়, 'আমরা সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ডিউটি করছি।' এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেছেন, 'জুনিয়ার চিকিৎসকরা যে দাবিগুলি করেছেন সেগুলি মেটানোর জন্য ইতিমধ্যেই কাজ চলছে। আমরা চাই প্রত্যেকে স্বাভাবিকভাবেই কাজ করুক।'

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে গত ১২ অগাস্ট থেকে টানা কর্মবিরতি পালন করছিলেন এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়ার চিকিৎসকরা। তাঁদের একাধিকবার কাজে যোগ দেওয়ার আবেদন জানানো হলেও তাঁরা অনড় ছিলেন। মহিলা চিকিৎসকদের জন্য পৃথক রেস্টরুম, শৌচালয়, পর্যাপ্ত সিসিটিভি বসানো ও নজরদারি সহ নানা দাবি রয়েছে তাঁদের।

দক্ষিণবঙ্গের জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতি জারি থাকলেও তার কোনও প্রভাব জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে নেই। এখানে জুনিয়ার ডাক্তাররা অন্তর্বিভাগ এবং বহির্বিভাগে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন। কলকাতা থেকে এই নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তার ফোরামের তরফেও কোনও বার্তা জলপাইগুড়িতে আসেনি। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সিনিয়ার রেসিডেন্ট চিকিৎসক সঞ্জীব বসাক বলেন, 'আমরা এখানে নিয়মিত রোগী দেখছি। বহির্বিভাগ এবং ওয়ার্ডে সকলেই তাঁদের কর্তব্য পালন করছেন। এখানে কোনও কর্মবিরতি নেই।' জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ প্রবীর দেব বলেন, 'আমাদের এখানে সমস্ত বিভাগে পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে। এখানে জুনিয়ার চিকিৎসকরা সকলেই কাজ করছেন।'

চিকিৎসা পরিষেবা

- এনবিএমসির জুনিয়ার ডাক্তাররা অন্তর্বিভাগ, জরুরি বিভাগ, ওটিতে ডিউটি করছেন
- ১৫-২০ দিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় অভয়া স্বাস্থ্য শিবির করেছেন তাঁরা
- কোচবিহার এমজেএন মেডিকেলে কাজে যোগ দিলেও নাইট ডিউটি করছেন না জুনিয়ার ডাক্তাররা
- জলপাইগুড়ি মেডিকেলে পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক

ভাঙন ও বন্যার সাঁড়াশি আক্রমণ মালদা-মুর্শিদাবাদে, ঘর ভেঙে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দুর্গতরা

কোশির জলে ফের ভাসতে পারে ভূতনি

মানিকচক, ৪ অক্টোবর : এবার গঙ্গা বা ফুলহর নয়, চোখ রাঙাচ্ছে কোশি। লাফিয়ে লাফিয়ে জলস্তর বাড়ছে কোশির। ইতিমধ্যে কালুটোনটোলার ভাঙা বাঁধের অংশ দিয়ে ঢুকতে শুরু করেছে জল। প্লাবিত হয়েছে উত্তর চণ্ডীপুর সংলগ্ন একাধিক গ্রাম। ফলে তৃতীয় দফার বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ভূতনিজুড়ে। নেপাল-বিহার সীমান্তের ব্যারেজের প্রায় ৭ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার ফলেই এই বিপত্তি। ভূতনিজুড়ে জলস্তর বেড়েছে প্রায়ই আড়াই থেকে তিন ইঞ্চি। জলে প্লাবিত হয়েছে কালুটোনটোলা, মানিকনগর, অশোকনগর কলোনি, সামিরুদ্দিনটোলা পূর্বপাড়া, জুলাবদিটোলা, বসন্তটোলা, ওহাদুল্লাটোলা সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম। তবে কোশির জল বাড়লেও জলস্তর স্থির রয়েছে গঙ্গার। গত ২৪ ঘণ্টায় বাড়েনি গঙ্গার জল। ফুলহরের জলও স্বাভাবিক রয়েছে। তবে গঙ্গা ও ফুলহরের জলস্তর সামান্য বাড়লে আবারও প্লাবিত হতে পারে ভূতনির বিস্তীর্ণ এলাকা বলে দাবি একাংশের। প্রথম দফা, দ্বিতীয় দফার পর তৃতীয়বারের মতো আবারও বন্যা হলে কী পরিস্থিতি হতে পারে তা নিয়ে রাতের ঘুম কেড়েছে ভূতনিবাসীর। ঘুম উড়েছে প্রশাসনেরও। দফায় দফায় চলছে প্রশাসনিক বৈঠক। কালুটোনটোলার প্রায় ৪০০ মিটার এলাকা উন্মুক্ত অবস্থায় থাকায় প্রতিনিয়ত সেই এলাকা দিয়ে ঢুকছে জল। সেখানে সেচ দপ্তরের তরফে রিং বাঁধ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও আবহাওয়ার কারণে বন্ধ রয়েছে কাজ। এবিষয়ে উত্তর চণ্ডীপুরের তৃণমূল নেতা সফিকুল ইসলাম জানান, 'কোশির জল ঢোকায় মানুষ তৃতীয়বারের বন্যা আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছে। যে-কোনও মুহূর্তে জলস্তর বাড়তে পারে এলাকার। সেচ দপ্তর কালুটোনটোলায় কাজ করলেও কাজে গড়িমসি করছে।'

গঙ্গায় তলিয়ে যাচ্ছে বাড়ি-জমি। সামশেরগঞ্জ ও মানিকচকের ভাঙনের ছবি দুটি তুলেছেন অর্ণব চক্রবর্তী ও আজাদ।

গঙ্গার গ্রাসে মানিকচক

নিউজ ব্যুরো

৪ অক্টোবর : কয়েকদিনের অপেক্ষা। মা দুর্গা তাঁর সন্তান সন্ততিকে নিয়ে আসবেন ধরাধামে। চারিদিকে উৎসবের আবহ। কিন্তু উৎসব নেই মালদার মানিকচক, বৈষ্ণবনগর ও ফরাক্কার সামশেরগঞ্জের ভাঙন পীড়িতদের মধ্যে। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইটাই এখন তাঁদের কাছে মুখ্য। নিজের হাতে তৈরি করা বাড়ি ভেঙে ফেলতে হচ্ছে। পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে সরে যেতে হচ্ছে অনেককে।

সর্বগ্রাসী গঙ্গার ভাঙনে ভিটেমাটি হারিয়ে কার্যত খোলা আকাশের নীচে দিন কাটছে মানিকচকে দুই শতাধিক পরিবারের। ভাঙনের আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে। ছোট ছোট শিশুদের বুকে জাপটে ধরে চোখের জল ফেলে রাত কাটছে মায়েদের। গোপালপুর অঞ্চলের কামালতিপুর এলাকায় মুহূর্তের মধ্যে বিঘার পর বিঘা জমি তলিয়ে যাচ্ছে গঙ্গাবক্ষে। কামালতিপুর এলাকার দুই শতাধিক পরিবার নিজের বাড়িঘর ভেঙে অন্যত্র যাওয়ার অপেক্ষায়। কিন্তু কোথায় যাবেন? সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। দুষছেন প্রশাসনকে। বৃষ্টিবাদলে ত্রিপল খাটিয়ে তার নীচে থাকার মতো পরিস্থিতিটুকুও নেই। পেটে খাবার পর্যন্ত জুটছে না। প্রশাসন থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা কামালতিপুর এলাকায় পা দেননি বলে অভিযোগ অনেকের।

গঙ্গানদীর জলস্তর বাড়ায় আতঙ্কে বৈষ্ণবনগরের মানুষ। বৃহস্পতিবার থেকে গঙ্গানদীর জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে। জলস্তর বাড়তেই এলাকায় দেখা দিয়েছে আতঙ্ক। কালিয়াচক-৩ ব্লকের পারদেওনাপুর শোভাপুর ও বাখরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ গ্রামের মানুষের জীবন জীবিকার চাহিদা পূরণের জন্য মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান শহরে যান। আর সেই ধুলিয়ান যাওয়ার একমাত্র রাস্তা হিজলতলা দিয়ে বইছে জল।

> নদীভাঙনে আমাদের ভিটেমাটি, সম্পত্তি সব চলে গিয়েছে। নদীর ধারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে কীভাবে থাকব? আমরা ত্রিপল, চাল চাই না। আমরা পুনর্বাসনের জন্য কলোনির দাবি করছি।
>
> **ফিরোজা বিবি**
> ভাঙন দুর্গত

হিজলতলার শেষ মাথা থেকে দাউদ মোড় পর্যন্ত প্রায় ১ কিলোমিটারের বেশি রাস্তার উপরে এক ফুট করে জল উঠেছে। এই জলের উপর দিয়েই মোটরবাইকে চলাচল করছে এলাকার লোকজন।

পুজোর মুখে ভাঙনে হতাশা এবং কান্নায় ভেঙে পড়েছেন সামশেরগঞ্জের নদীতীরের বাসিন্দারা। শুক্রবার সকাল থেকে গঙ্গা ভাঙনের কবলে পড়ে গ্রামবাসী। নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে ঘরবাড়ি,ভিটেমাটি,গাছপালা সহ বহু সামগ্রী। গোটা গ্রামজুড়ে যেন আতঙ্ক আর হাহাকার।'

এলাকার বাসিন্দা জহিরুল হক বলেন, 'সকাল সাড়ে সাতটা থেকেই ভাঙন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে দশটা মতো বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে।'

দুপুর নাগাদ সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিতচন্দ্র লোধ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে যান। তিনি বলেন, 'নয়টা মতো বাড়ি ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে। ভাঙনটা হঠাৎই শুরু হওয়ায় অনেকেই ঘর থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে পারেননি। প্রশাসনের তরফে শুকনো খাবার ও জামাকাপড় দেওয়া হচ্ছে।'

ছেলের বিরুদ্ধে থানায় বাবা

কুমারগঞ্জ, ৪ অক্টোবর : দুদিন আগেই সৎ মায়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ছেলে সুজনচন্দ্র রায়। সেই ঘটনার পালটা এবার নিজের ছেলের বিরুদ্ধেই কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন পিতা নারায়ণচন্দ্র রায়। ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে কুমারগঞ্জ বরাহার এলাকায়।

মাত্র দুইদিন আগেই সৎমায়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ছেলে। অভিযোগ ছিল, তাঁর সদ্য সন্তান জন্ম দেওয়া স্ত্রী দীপা সরকার সহ তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আজ তার পালটা হিসেবে দ্বিতীয় স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে নিজের ছেলের বিরুদ্ধেই সৎ মাকে বাড়ি থেকে তাড়ানোর অভিযোগ করলেন। কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

জুয়ার আসর থেকে গ্রেপ্তার ১৭

পুরাতন মালদা, ৪ অক্টোবর : পুরাতন মালদা শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের লেবু বাগানে বসেছিল জুয়ার আসর। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে ১৭ জন জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করেছে মালদা থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রায় ৬১ হাজার টাকার 'বোর্ডমানি'। ধৃতরা প্রত্যেকেই স্থানীয় বাসিন্দা। এলাকাবাসীদের তরফে মালদা থানায় অভিযোগ আসছিল, সংগঠিতভাবে বেশ কিছুদিন ধরে এলাকায় জুয়ার আসর বসে। এলাকায় বহিরাগতদের আনাগোনা লেগেই থাকত। বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের কাছে আবারও সংগঠিতভাবে জুয়ার আসর বসার খবর আসে। পুলিশ রাতে ওই আসরে অভিযান চালিয়ে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করে।

দুর্ঘটনায় জখম

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৪ অক্টোবর : বাইকের সঙ্গে একটি ট্র্যাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন আহত হয়েছেন। আহতের নাম ইউসুফ আলি (৪০)। সংঘর্ষে তাঁর একটি দাঁত ভেঙে গিয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দুর্ঘটনা ঘটে শুক্রবার বিকেলে ভালুকার সেভেন্টি মোরে। হরিশ্চন্দ্রপুরের জাঙ্গরপাড়ার ইউসুফ আলি বাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। উলটো দিক থেকে আসা মাল বোঝাই একটি ট্র্যাক্টর বাইকটিকে ধাক্কা মারলে ইউসুফ আলি ছিটকে রাস্তায় পড়েন। স্থানীয়রা উদ্ধার করে দ্রুত তাঁকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে। স্থানীয়রা দুর্ঘটনা রুখতে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার দাবি তুলেছেন।

পুজোর মুখে বকেয়া বেতন পেলেন অধ্যাপকরা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৪ অক্টোবর : অবশেষে তিন মাস পরে বেতন পেলেন দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা। কয়েকমাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের মতানৈক্য চরমে উঠেছিল। রেজিস্ট্রার বেতনের নথিতে সই করতে না চাওয়ায় অধ্যাপকদের বেতন আটকে ছিল। এনিয়ে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর ও আচার্য তথা রাজ্যপালের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন উপাচার্য। এদিকে বেতনের দাবিতে অধ্যাপকদের বিদ্রোহ চলতে থাকায় অবশেষে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেন উপাচার্য দেবব্রত মিত্র। অসহযোগিতার অভিযোগ এনে রেজিস্ট্রারের সেই ক্ষমতা খর্বও করেছেন তিনি। রেজিস্ট্রারের ক্ষমতা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অফিসার উজ্জ্বল দাসের হাতে অর্পণ করেছেন। ক্ষমতা পেতেই অধ্যাপকদের বকেয়া বেতন দিয়ে মিটিয়েছেন ফিন্যান্স অফিসার।

মাসকয়েক ধরে শিক্ষক ও ছাত্র আন্দোলনের জেরে অচলাবস্থা দেখা দেয় দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ জন অতিথি অধ্যাপকের নথিতে রেজিস্ট্রার সই না করায় জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়। রেজিস্ট্রার সই করেননি বলে বেতন সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিতে চাননি উপাচার্যও। তিনি রাজ্যপাল ও শিক্ষামন্ত্রকের কাছে চিঠি দিয়ে রেজিস্ট্রারের নামে নালিশ করেন। বেতন আটকে যেতেই নিজেদের কাজ থেকে সরে দাঁড়াতে শুরু করেন অধ্যাপকরা। পরীক্ষক ফলাফল পোর্টালে আপলোড করার কাজ বন্ধ করে দেন। এতে সংকট আরও বেড়ে যায়। মার্কশিট না পেয়ে স্নাতকোত্তর স্তরের পঠনপাঠন শেষ করেও বিএড সহ অন্যত্র ভর্তি হওয়ার সুযোগ হারাতে শুরু করেন পড়ুয়ারা। দ্রুত এই মার্কশিট প্রদানের দাবিতে আন্দোলনে নামেন তাঁরাও। পরে অবশ্য উপাচার্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে অধ্যাপকরা পোর্টালে মার্কস আপলোড করলে ছাত্র বিক্ষোভ শান্ত হয়।

পুজোর মুখে বকেয়া বেতন পেয়ে খুশি অধ্যাপকরা। আমন্ত্রিত অধ্যাপক রাজু পাল বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে আমরা নিয়োগপত্র পেয়েছি। এবার উপাচার্যের উদ্যোগে আমরা বেতন পেলাম। পুজোর আগে বেতন পাওয়ায় আমরা খুশি।'

এনিয়ে উপাচার্য দেবব্রত মিত্র কিছুই বলতে চাননি।

তিনি শুধু বলেন, 'ন্যাক পরিদর্শক টিমের চেয়ারম্যান হিসাবে এই মুহূর্তে গুয়াহাটিতে রয়েছি।' ফিন্যান্স অফিসার উজ্জ্বল দাস জানান, 'উপাচার্য আমাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী অধ্যাপকদের বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

তবে অনেক চেষ্টা করেও রেজিস্ট্রার কৌশিক মাঝির বক্তব্য মেলেনি।

দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়। - সংবাদচিত্র

কাটল জমিজট, গতি পেল রেলপথের সম্প্রসারণ

বালুরঘাট, ৪ অক্টোবর : বালুরঘাট-হিলি রেলপথ সম্প্রসারণের কাজে আরও গতি পেল। আগেই রেল দপ্তরের হাতে অধিগৃহীত এক-তৃতীয়াংশ জমি হস্তান্তর করেছিল জেলা প্রশাসন। এবারে আরও প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার এলাকার জমি রেল দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হল। এর ফলে এই মোট ২৯.৭ কিমি রেললাইনের পথের মধ্যে প্রায় ১০ কিমি জমি পেল রেল দপ্তর। ওই জমিতে রেল দপ্তর হিলি-বালুরঘাট রেল প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করতে পারবে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি ও রাজস্ব) হারিশ রাসিদ বলেন, 'রেলকে আরও ৩.৯ কিলোমিটার জমি হস্তান্তর করা হল। বালুরঘাট থেকে কামারপাড়া পর্যন্ত প্রায় ১৪ কিলোমিটারের মধ্যে প্রায় ১০ কিলোমিটার রেলকে দেওয়া হল। ধাপে ধাপে বাকি জমি হস্তান্তর করা হচ্ছে।'

বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার জানান, 'হিলি তথা জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। অনেক কষ্টে এই প্রকল্প নতুন করে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। আমরা চাই, বাকি জমি দ্রুত অধিগ্রহণ হয়ে যাক। যত তাড়াতাড়ি রেল জমি পাবে, তত তাড়াতাড়ি রেলের কাজ শুরু হবে।'

২০০৪ সালে বালুরঘাট পর্যন্ত ট্রেন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরেই আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিলি পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের দাবি ওঠে। সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে ইউপিএ সরকার ওই রেলপথের অনুমোদন দিয়ে দেয়। বালুরঘাট থেকে হিলি পর্যন্ত ২৯.৭ কিলোমিটার পথের জন্য ৩৮৬ একর জমি চিহ্নিত করা হয়। দীর্ঘদিন ওই প্রকল্পের কাজ বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। বেশ কিছু জমিদাতা ইতিমধ্যেই টাকা পেয়ে গিয়েছেন। জমিজট কেটে যাওয়ায় এখন পর্যন্ত ১০ কিমি জমি রেল দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্লাবিত চাষের জমি, নাগর ও কুলিকে শঙ্কা

রায়গঞ্জ, ৪ অক্টোবর : পুজোর আগে নদীর জল বাড়তেই আতঙ্ক দেখা দিয়েছে দুবদুয়ার, খিরাবাড়ি, অনন্তপুর, ভিটিয়ার গ্রামগুলিতে। নয়াটুলি প্রাথমিক স্কুলে নদীর জল এসে ঠেকেছে। গ্রামগুলিতে চাষের জমি এবং অনন্তপুরের কবরস্থান জলের তলায়। রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী গৌরী অঞ্চলের জলমগ্ন এলাকাগুলি নৌকায় করে পরিদর্শন করেন।

এদিকে, ভিটিহারে থাকা ফ্লাড শেল্টারটি জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বেহাল ফ্লাড শেল্টারের কথা পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতি জানে, কিন্তু সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেই। ভিটিয়ারের বাসিন্দা মুকসেদ আলি জানান, 'যেভাবে নদীতে জল বাড়ছে, তাতে মনে হচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যে অনন্তপুর, খিরাবাড়ি, দুবদুয়ার সহ একাধিক গ্রামে জল ঢুকে যাবে। ইতিমধ্যে চাষের জমিতে জল ঢুকে গিয়েছে।'

বর্ষায় মহানন্দার জলস্তর বাড়লেই কুলিক এবং নাগরের সমস্ত জল এই গ্রামে ঢুকে যায়। দুই নদীর জলে প্লাবিত হয় গোটা গ্রাম। আজিজার শেখ, শেখ সাবেদুল, খয়েরুল বেওয়াদের আক্ষেপ, ভোট আসে ভোট যায় কিন্তু এলাকা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আছে।

ছোট ভিটিয়ার, বড় ভিটিয়ার, জুগিয়াম সহ একাধিক গ্রাম পুরুষশূন্য। কারণ, অধিকাংশ পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে পাড়ি দিয়েছে। জল বাড়তেই পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা বন্যার আতঙ্কে আছে। বিধায়ক জানালেন, 'গ্রামগুলিতে নদীর জল ঢুকে পড়েছে। অধিকাংশ জমি জলের তলায়। অনন্তপুরের কবরস্থান জলের তলায়। বোল্ডার দিয়ে গার্ডওয়াল না দিলে ধীরে সমস্ত গ্রাম গ্রাস করে নেবে। এজন্য মাস্টারপ্লান দরকার।'

বন্যার্ত এলাকায় বিজেপি সাংসদ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৪ অক্টোবর : হরিশ্চন্দ্রপুর থানার উত্তর এবং দক্ষিণ ভাকুরিয়া, রশিদপুর কাউয়া ডল মিরপাড়া, তাঁতীপাড়া, ইসলামপুরের প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করলেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু। শুক্রবার এলাকার দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নৌকোয় প্লাবিত গ্রামগুলিতে ঘুরে বেড়ান তিনি। ভাকুরিয়া এলাকায় গিয়ে বন্যা দুর্গতদের সঙ্গেও তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন সাংসদ।

স্থানীয় কুন্দন মণ্ডল বলেন, 'আমরা সাংসদকে আমাদের সমস্যার কথা জানালাম ও ভাঙন প্রতিরোধের জন্য স্থায়ী সমাধান এর প্রস্তাবও দিলাম।'

সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, 'বন্যা প্লাবিত এলাকা ঘুরে দেখলাম, ও বাসিন্দাদের সমস্যার কথা শোনা হল। ওদের সমস্যার সমাধান যাতে দ্রুতগতিতে করা যায় সেই ব্যবস্থা আমি করব। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমি কেন্দ্রের সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনা করব।'

বস্ত্রদান

বালুরঘাট ও কুমারগঞ্জ, ৪ অক্টোবর : পুজোর আগে ৬০ জন দুঃস্থ শিশুদের বস্ত্রদান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পথ চলা শুরু করল 'নবদ্যোম' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। আজ কুড়ালডাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এই কর্মসূচিটি সম্পন্ন করল সংস্থার সদস্যরা। এমনকি শিশুদের বাবা-মাদের হাতেও তুলে দেওয়া হল পুরোনো পোশাক।

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। শুক্রবার বালুরঘাট থানা মোড়ে কয়েক হাজার দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে পুজোর আগে ২৫০ জন দুঃস্থ মানুষদের হাতে বস্ত্র বিলি করা হল।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

পুজোর আকাশ।। আলিপুরদুয়ারের ঘাগড়ায় তন্ময় দেবের ক্যামেরায়।

এসপি'র কাছে হয়রানির অভিযোগ কংগ্রেসের

মালদা, ৪ অক্টোবর : জেলা জুড়ে তাদের একের পর এক কর্মী খুন হয়েছে বলে দাবি করেছে কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, তদন্তের নামে প্রকৃত অপরাধীদের ছেড়ে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে পুলিশ। এই অভিযোগ তুলে পুলিশ সুপারের হাতে স্মারকলিপি দিল মালদা জেলা কংগ্রেস। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ পুলিশ সুপারের দপ্তরে হাজির হন জেলা কংগ্রেসের নেতারা। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি আবু হাসেম খান চৌধুরী, দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী, মহিবুর রহমান পিটু, প্রাক্তন বিধায়ক ভুপেন্দ্রনাথ হালদার, আসিফ মেহেবুব প্রমুখ।

ইশা খান চৌধুরী জানান, 'জেলা জুড়ে অপরাধের ঘটনা বেড়েই চলেছে। শুধুমাত্র মানিকচকেই দু'মাসে দুটি খুন হয়েছে। জুন মাসে প্রথম খুন হন আকমারুল শেখ, সেপ্টেম্বরে খুন হন মহম্মদ সইফুদ্দিন শেখ। কিন্তু দুটি খুনের ঘটনাতেই পুলিশি তদন্ত সেভাবে এগোয়নি। তদন্তের নামে দু'একজন নিরপরাধ মানুষকে তুলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করেনি। এই খুনের প্রকৃত অপরাধী গ্রামেই বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই খুনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত দু'জনের নাম এবং তাদের নামে আরও কতগুলি পুরোনো মামলা চলছে তার পরিসংখ্যান দিয়ে আজ পুলিশ সুপারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। প্রথমজন হলেন মহম্মদ নাসির, যার বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় চারটি খুনের মামলা সহ আরও তিনটি ক্রিমিনাল কেস রয়েছে। দ্বিতীয়জন মহম্মদ নাসিরুদ্দিন। তার নামে দুটি খুন সহ বাড়িতে আগুন লাগানোর মামলা রয়েছে। তাদের দ্রুত গ্রেপ্তারির দাবিও জানিয়েছি আমরা।'

ন্যাকে কালিয়াচক কলেজের 'এ' গ্রেড

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ৪ অক্টোবর : ন্যাকের বিচারে কালিয়াচক কলেজ এবার 'এ' গ্রেড লাভ করল। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই কলেজের নাম ছড়িয়ে পড়ায় খুশির হাওয়া কালিয়াচকে। মধ্যবাংলার মধ্যমণি মালদার কালিয়াচক কলেজ। গত ২৫ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল কালিয়াচক কলেজের বিভিন্ন দিক দেখে এই রিপোর্ট দিয়েছেন।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েটেড মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কলেজগুলির মধ্যে প্রথম কালিয়াচক কলেজই 'এ' গ্রেড লাভ করেছে। ন্যাক-এর অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে সিলেবাস,পঠনপাঠন,পরীক্ষার সার্বিক ফলাফল, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের গবেষণাপত্র প্রকাশ, পড়ুয়াদের কাউন্সেলিং সহ সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করেই ন্যাক এই রিপোর্ট দিয়েছে।

কালিয়াচক কলেজের মূল ভবন। শুক্রবার তোলা সংবাদচিত্র।

এবছর ২৮ মার্চ কালিয়াচক কলেজ সেলফ স্টাডি রিপোর্ট সাবমিট করেছিল। তার ভিত্তিতে ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল কলেজ পরিদর্শনে আসেন। ৪ অক্টোবর প্রতিনিধিদলের তরফে ফল প্রকাশিত হয়। সেই ফলেই কালিয়াচক কলেজকে 'এ' গ্রেডের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

কালিয়াচক কলেজের অধ্যক্ষ নাজিবর রহমান এই কলেজের 'এ' গ্রেড প্রাপ্তিতে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রী, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, গভর্নিং বডি, ডিপিআই, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন।

অধ্যক্ষ নাজিবর রহমান বলেন, 'কালিয়াচক কলেজের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষাসচেতন সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কলেজের বর্তমান গভর্নিং বডির সভাপতি মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং কলেজের গভর্নিং বডির সদস্যগণ কলেজের এই উন্নতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।'

কালিয়াচক এলাকার বাসিন্দা সরফরাজ আলি বলেন, 'কালিয়াচক কলেজ একটি উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এটা আমাদের গর্বের বিষয়। এই কলেজ আরও এগিয়ে যাবে বলে আশা রাখি।'

কলেজের এক ছাত্র তৌহিদ শেখ বলেন, 'গতবার বি-প্লাস গ্রেড পেয়েছিল। এবার আরও ভালো ফলাফল করেছে। আমাদের কলেজ আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। কালিয়াচক কলেজের নাম দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে।'

কালিয়াচকের এক অভিভাবক আলি আকবর জানান, 'অন্য কলেজকে পেছনে ফেলে এই কলেজ 'এ' গ্রেড পেয়েছে, এটা অভাবনীয় ব্যাপার। আমরা অত্যন্ত গর্বিত। এই কলেজ কালিয়াচকের নাম আরও উজ্জ্বল করেছে।'

হিট ম্যাপে হদিস বনবেড়ালদের

পুজোর পর সমীক্ষা শুরু সিঙ্গালিলা ও নেওড়াভ্যালিতে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৪ অক্টোবর : জঙ্গলের বাঘ, হাতি, বাইসন, গন্ডার, লেপার্ড, হরিণ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সমীক্ষা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রজাতির বনবেড়ালের তথ্য উত্তরের বন দপ্তরের কাছে সেরকমভাবে নেই। বক্সা, সিঙ্গালিলা ও নেওড়াভ্যালিতে ট্র্যাপ ক্যামেরায় বিভিন্ন প্রজাতির বুনো বেড়ালের ছবি ধরা পড়েছে। তবে তারা কত সংখ্যায় রয়েছে, আবাসস্থল কতটা সুরক্ষিত, খাদ্যভাণ্ডার কী অবস্থায় রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য নেই। তাই এবার সেসব তথ্য জানতে বুনো বেড়ালদের নিয়ে সমীক্ষা শুরু করতে চলেছে বন দপ্তর। এর জন্য প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম ধাপে প্রোটেকশন অফ হ্যাবিট্যাট অর্থাৎ হিট ম্যাপ তৈরি করছে বন দপ্তর। বন্যপ্রাণ বিভাগের উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভির কথায়, 'সেখানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে কোন কোন প্রজাতির বুনো বেড়ালদের বাসস্থান রয়েছে তার তথ্য থাকবে। হিট ম্যাপ তৈরির কাজ শেষ হলেই পুজোর পর থেকে শুরু হবে ফিল্ড সমীক্ষার কাজ।'

জঙ্গল ক্যাট।

উত্তরের পাহাড়ি এলাকার সিঙ্গালীলা ও নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান, সিঞ্চল, মহানন্দা, বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল, দার্জিলিং এবং কার্সিয়াং বন বিভাগ থেকে চাপড়ামারি অভয়ারণ্যে, গরুমারা ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার বন বিভাগের জঙ্গলকে ভিত্তি করেই হিট ম্যাপ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

হিট ম্যাপে জঙ্গল ক্যাট, মার্ভেল ক্যাট, গোল্ডেন ক্যাট ও লেসার ক্যাটের মতো বুনো বেড়াল উত্তরবঙ্গের কোন বনাঞ্চলে কত উচ্চতায়, কোন পরিবেশে কীভাবে বসবাস করে তার উল্লেখ থাকবে। শুধু তাই নয়, জঙ্গলের কোন কোন রেঞ্জের বিটের কোন কম্পার্টমেন্টে দেখা যায় সেটাও মানচিত্রে উল্লেখ করার উদ্যোগ নিয়েছে বন দপ্তর। ইতিমধ্যে বন দপ্তরের ডিএফও, এডিএফওদের প্রশিক্ষণ হয়েছে। রেঞ্জ অফিসার ও বিট অফিসারদের বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তারা কীভাবে থাকে, কী খায়, বিভিন্ন আবহাওয়ায় কীভাবে

> বাঘের ছবি তোলার জন্য নেওড়াভ্যালিতে আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়ে রেখেছি। সেই ক্যামেরায় বাঘের পাশাপাশি বন্য বেড়াল প্রজাতির বিভিন্ন ছবি উঠেছে।
>
> **দ্বিজপ্রতিম সেন** ডিএফও
> গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ

নিজেদের খাপ খাইয়ে চলে, কতটা এলাকা বসবাসের জন্য প্রয়োজন সহ নানা তথ্য পরবর্তী পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষায় জানা হবে।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'বাঘের ছবি তোলার জন্য নেওড়াভ্যালিতে আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়ে রেখেছি। সেই ক্যামেরায় বাঘের পাশাপাশি বন্য বেড়াল প্রজাতির বিভিন্ন ছবি উঠেছে। বিভিন্ন প্রজাতির বন্য বেড়াল যে রয়েছে সেটা প্রমাণ হয়েছে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা আনারুল সেখ - কে 26.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 55D 42980 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার সুসংবাদটি শুনে আমার শরীর কেঁপে উঠেছিলো। আমার কাছে এক কোটি টাকা থাকবে তা কখনো কল্পনাও করিনি। আমি ডিয়ার লটারির দ্বারা আশীর্বাদ পেয়েছি যা আমার হৃদয়ে চিরকাল থাকবে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

মিলছে ট্যাব কেনার টাকা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৪ অক্টোবর : একেবারে পুজোর মুখে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ট্যাব কেনার টাকা দেওয়া শুরু করল রাজ্য সরকার। শুক্রবার বিকেল থেকে জেলার বিভিন্ন স্কুলে দুই শ্রেণির পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকতে শুরু করেছে।

কোচবিহার জেলায় মোট ৪৩ হাজার ৪৯৪ জন পড়ুয়া ট্যাব কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা করে পাবে। এর মধ্যে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া রয়েছে ২৪ হাজার ৭৫৫ জন এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ার সংখ্যা ১৮ হাজার ৭৩৯। কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সবমিলিয়ে জেলায় মোট ৪৩ কোটি ৪৯ লক্ষ ৪ হাজার টাকা লাগবে। কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'রাজ্যের নির্দেশে গত বৃহস্পতিবারই আমরা বিল জমা দিয়েছি। শুক্রবার থেকে অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকা শুরু হয়েছে।'

শিক্ষক দিবসে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার টাকা দেওয়ার কথা ছিল রাজ্য সরকারের। কিন্তু ২ সেপ্টেম্বর রাজ্যের সমস্ত জেলার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) এবং ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসাদের নিয়ে ভার্চুয়ালি বৈঠক করে শিক্ষা দপ্তর জানিয়ে দিয়েছিল, আপাতত টাকা দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্য সরকার এই টাকা আর দেবে কি না, সেটা নিয়ে বিভিন্ন মহলে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। দেখা দিয়েছিল আশঙ্কা। অবশেষে সেই আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়ে শুক্রবার থেকে ট্যাব কেনার জন্য ছাত্রছাত্রীদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকা শুরু হয়েছে।

ENGINEERING
B.TECH LATERAL
⇨ COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
⇨ COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
SPECIALIZATION:
★ ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING
★ DATA SCIENCE
★ CYBER SECURITY
★ INTERNET OF THINGS
★ IOT & CYBER SECURITY
⇨ COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY
⇨ COMPUTER SCIENCE & BUSINESS SYSTEMS
⇨ AGRICULTURAL ENGINEERING
⇨ AUTOMOBILE ENGINEERING
⇨ BIO MEDICAL ENGINEERING
⇨ CIVIL ENGINEERING
⇨ ELECTRICAL ENGINEERING
⇨ ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING
⇨ ELECTRONICS & COMPUTER SCIENCE
⇨ FOOD TECHNOLOGY
⇨ INFORMATION TECHNOLOGY
⇨ MECHANICAL ENGINEERING

nirf NATIONAL INSTITUTIONAL RANKING FRAMEWORK
Rankings by MHRD, Govt. of India
JIS COLLEGE OF ENGINEERING | NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY ARE NIRF RANKED IN ENGINEERING CATEGORY
GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY | JIS UNIVERSITY ARE NIRF RANKED IN PHARMACY CATEGORY

NAAC NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL
GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY - NAAC GRADE 'A+'
JIS COLLEGE OF ENGINEERING - NAAC GRADE 'A'
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY - NAAC GRADE 'A'
GURU NANAK INSTITUTE OF DENTAL SCIENCE & RESEARCH - NAAC GRADE 'A'
ASANSOL ENGINEERING COLLEGE - NAAC GRADE 'A'

APPLY NOW
www.jisgroup.org
SILIGURI OFFICE ADDRESS
Ambedkar Building, Hill Cart Road, Opposite NBSTC Depot, Siliguri
KOLKATA HEAD OFFICE ADDRESS
7 Sarat Bose Road, Kolkata - 700 020

#EDUCATIONBEYONDORDINARY
39 INSTITUTIONS | 185 PROGRAMMES | 45000+ STUDENTS
Accreditations, Affiliations & Approvals
UGC | AICTE | NAAC
NIRF | NBA | MAKAUT
JIS GROUP
Educational Initiatives

CONGRATULATIONS
JELET RANK HOLDERS

ADMISSIONS OPEN
FOR B.TECH LATERAL COURSES IN TOP ENGINEERING INSTITUTES OF WEST BENGAL THROUGH JELET E-COUNSELLING PROCESS
WEST BENGAL STUDENT CREDIT CARD SCHEME AVAILABLE
81007 49670 | 90733 70470

JIS UNIVERSITY
86977 43361/62 | www.jisuniversity.ac.in
GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY
90733 22523 | www.gnit.ac.in
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
89024 96651 | www.nit.ac.in
JIS COLLEGE OF ENGINEERING
86977 43363 | www.jiscollege.ac.in
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX (SURTECH)
62919 77707/08 | www.surtech.edu.in
ASANSOL ENGINEERING COLLEGE
90736 83912 | www.aecwb.edu.in
GREATER KOLKATA COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT
90736 83914/15 | www.gkcem.ac.in
ABACUS INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT
62919 77705/06 | www.abacusinstitute.org
GARGI MEMORIAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
83369 42309 | www.gmitkolkata.org

SCHEDULE FOR COUNSELLING OF JELET - 2024

S No.	ACTIVITIES	DATES
1	Payment of registration fees & choice filling	03rd to 08th OCTOBER, 2024
2	Choice filling including choice locking	05th & 06th OCTOBER, 2024
3	1st round of seat allotment result	08th OCTOBER, 2024
4	Payment of Seat acceptance fee.	08th to 15th OCTOBER, 2024
5	Reporting to allotted institutes for document verification & admission or opt for upgradation.	13th to 15th OCTOBER, 2024
6	2nd round of seat allotment result	17th OCTOBER, 2024

PLACEMENT 2024 STATS
92% PLACEMENT | 411+ RECRUITERS | 41 LAKHS HIGHEST PACKAGE OFFERED
SCAN ME

শনিবার, ১৮ আশ্বিন ১৪৩১, ৫ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৩৯ সংখ্যা

ধ্রুপদি সম্মান প্রসঙ্গে

বাংলা ভাষা অবশেষে ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা পেল। দুর্গাপুজোর মুখে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত বাঙালিকে খুশি করেছে। তামিল, কন্নড়, মালয়ালম, সংস্কৃতের মতো বাংলার ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা আদায়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকদিন ধরে সচেষ্ট। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত ঘোষণা হতেই তাই তিনি যাবতীয় কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যদিও বিজেপি তাতে নারাজ। কেন্দ্রের শাসকদলের যুক্তি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতের সমস্ত ভাষার মতো বাংলাকে যথেষ্ট সম্মান করেন বলে এই স্বীকৃতি।

কৃতিত্ব যাঁরই হোক, বাংলার ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা নিঃসন্দেহে বড় প্রাপ্তি। কিন্তু এই প্রাপ্তি নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূলের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে টানাপোড়েন ও কৃতিত্বের ভাগীদার হওয়ার প্রতিযোগিতা অনভিপ্রেত। তার থেকেও বেশি চিন্তার হল, বাংলা ভাষার প্রচার-প্রসারে সরকারের যে উদ্যোগ থাকা প্রয়োজন, কেন্দ্র ও রাজ্য কোনও তরফেই তা তেমন দেখা যায় না।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দি ভাষার আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ অনেকদিনের। মুখে অভিযোগটি স্বীকার না করলেও কেন্দ্রের কাজকর্মে হিন্দির আধিক্য বেশিই চোখে পড়ে। বহু ভাষাভাষীর দেশ ভারতে যা যুক্তিযুক্ত নয়। রাজ্য সরকারেরও বাংলা ভাষা নিয়ে অনেক উদাসীনতা আছে। বাংলা ভাষায় সরকারি কাজকর্মের দাবি বহুদিনের। কিন্তু সেই দাবির সর্বাংশে বাস্তবায়ন নেই। বরং ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাংলা এ রাজ্যে পিছিয়েই পড়ছে।

বাস্তবে বর্তমান প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা সম্পর্কে অনীহা, এমনকি ভীতি পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে। ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের অধিকাংশ বাঙালি পড়ুয়া বাংলা শেখা এবং পড়ায় অনাগ্রহী। তাদের কাছে বাংলা ভাষা যেন বিভীষিকা। তাদের বাবা-মায়েদের এতে আপত্তি নেই। বাংলা শিখে কী হবে গোছের হা-হুতাশ স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে অভিভাবকদের মধ্যে। বাংলার প্রতি এই অনীহা বরং অনেক অভিভাবকের গর্বের বিষয় হয়ে যায়।

বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের ভাষার অবস্থার এই পরিণতির কারণ অনুসন্ধান জরুরি। এর পিছনে শুধুই কি হিন্দি-ইংরেজির চাপ না বাংলা শিখে কাজের বাজারে কলকে না পাওয়ার ভয়? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা দরকার। সন্দেহ নেই, বিশ্বায়নের যুগে সকলের কাজের প্রয়োজনে ইংরেজি শেখা-জানা জরুরি। তাই বলে মাতৃভাষাকে অবহেলার যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। অথচ সেটাই হচ্ছে।

এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার বিরোধ কাম্য নয়। এই বিরোধ তৈরি করা হয় নানা স্বার্থে। কেউ চাইলে অনায়াসে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজির পাশাপাশি আরও অনেক দেশি-বিদেশি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করতে পারেন। কিন্তু ভাষা নিয়ে রাজনীতির খেলা চলে বলে ভাষাগত বিরোধ তৈরি হয়। বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। অথচ এই ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বদলে অন্য ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ বঙ্গজাতির অস্তিত্বের সংকট ডেকে আনছে।

অন্য ভাষার চর্চায় আপত্তি নেই, বরং তাতে জ্ঞানলাভের সুবিধা। তবে নিজের ভাষা, সংস্কৃতির সমানভাবে চর্চা ও বিকাশের দিকে সমানভাবে নজর থাকা দরকার। বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বাঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলতে সংকোচে ভোগে। অনেক ক্ষেত্রে পরিস্থিতির চাপ থাকে বটে। তবে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরল কিংবা মহারাষ্ট্রের সঙ্গে এখানেই সবথেকে বড় পার্থক্য পশ্চিমবঙ্গবাসীর।

অ-হিন্দিভাষী রাজ্যগুলি নিজেদের সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ও স্পর্শকাতর। তারা সবসময় হিন্দির বিরোধিতা করে এমন নয়। কিন্তু তারা নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ। ধ্রুপদি মর্যাদায় বাংলার মান অনেক বাড়ল নিশ্চয়ই। কিন্তু যে ভাষার দাবির আন্দোলনে অনেকে শহিদ হয়েছেন, সেই ভাষার প্রতি বঙ্গবাসী এবং সরকারের আরও নজর জরুরি।

অমৃতধারা

অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন, আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে, আর তা হলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে যে সত্বরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয় ও আরও অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্পবিস্তর প্রকাশ পায়। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

দুর্গাদের গল্পে একাগ্রতা ও যন্ত্রণার পাঠ

বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গাদের জীবনে অসুর কম নয়। গুটিকয়েক ভাগ্যবতী বাদে সবাইকেই পড়তে হয়েছে অসুরের মুখে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

একটি সিনেমা শুরু হতে পারত ঠিক এভাবেই।

বিশাল এক বৌদ্ধ মঠের ভিতরে সমস্ত আলো জ্বলছে অসংখ্য ঝাড়বাতির। সার দেওয়া বসার আসনগুলো ফাঁকা। কোণে এক তরুণী সন্ন্যাসিনী আপন মনে কিছু লিখে চলেছেন। হাতে পেন্সিল সম্ভবত। লিখছেন কিছু। আবার মুছছেন। সন্তুষ্ট হচ্ছেন না।

বসার ভঙ্গিতে কোনও বদল নেই। চারপাশে কে আসছে, কে যাচ্ছে, কোনও আগ্রহ নেই। মেঝেজুড়ে কাঠের ডেস্কগুলোতে অন্তত একশোজন বসতে পারে। এখন সব শূন্য। শুধু নিজে নিজেই শিক্ষা চলছে এক অনন্যমনার।

সামনে ৩৮ ফুট সোনালি বুদ্ধমূর্তির স্মিতহাস্য যেন আরও বিস্তৃত।

বাংলার কোনও বৌদ্ধ মঠে এভাবে কোনও সন্ন্যাসিনীকে দেখিনি আগে। পুরোটাই স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

মহালয়ার সকালে এই দৃশ্য শিলিগুড়ির পিছনে জংলিমহলের তরিবাড়িতে। পিছন দিয়ে চলে গিয়েছে ছোট্ট গুলমাখোলা নদী। অনেকখানি বাঁক সেখানে। নদীর পারে কাশবনে গোরু চরছে। অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চম্পাসারি জঙ্গলের পিছনে সিতং, লাটপাঞ্চোরের ঢেউ খেলানো পাহাড়দল।

কিছুক্ষণ আগে মঠের পিছনে বৌদ্ধদের স্কুলে শব্দ উঠছিল ধর্মপাঠের। পিছনের নদীতে শুধু এক পুরোহিত চারজনকে পড়াচ্ছিলেন তর্পণের মন্ত্র। সব মিলে দিগন্তে মিশে যায় ধর্মে ধর্মে ফারাক উড়িয়ে। এই জংলিমহল, বেঙ্গল সাফারির জঙ্গল সব শোনে নিঃশব্দে। মঠের ভিতরে সন্ন্যাসিনী সেসব জানতে পারেন না। জানার ইচ্ছেও নেই। তিনি ব্যগ্র শিক্ষায়।

একইরকম একাগ্রতা নিয়ে শিলিগুড়ির বাগরাকোট বাজারে রাস্তার ধারে গুমটিতে পেঁয়াজ বাছেন বিভিন্ন বয়সি নারীর দল। এক একজনের এক এক অভিব্যক্তি, তবে লক্ষ্য এক। পেঁয়াজ-রসুনের মাঝে বসে থাকতে থাকতে পৃথিবী পালটে যায় ক্রমশ। গন্ধ, নিঃশ্বাস, অবয়ব-- সবকিছু। অথচ জীবনযুদ্ধের তীব্রতায় পেঁয়াজসুন্দরীদের ওসব খেয়ালই থাকে না আর।

যেমন নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মের মহিলা বিক্রেতারা। রেলের হিসেবে, বাংলায় ৯৮ স্টেশনে মোদির 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' স্টল থাকার কথা। বাস্তবে অধিকাংশ স্টেশনেই নেই। উঠে গিয়েছে। বা রকমারি জিনিসের স্টেশনারি দোকানে পরিণত। নিউ কোচবিহারে আবার একাধিক এমন স্টল। সব জায়গাতেই মহিলা বিক্রেতা। এবং তাঁরা হাসিমুখে প্রতিযোগিতায়।

দার্জিলিংয়ের পথে পরিত্যক্ত টুং রেলস্টেশন প্ল্যাটফর্ম এখন মাঝে মাঝে বাসস্ট্যান্ড হয়ে ওঠে। সকালে স্কুলটাইমে পুলকার ধরার অপেক্ষায় থাকে কিশোরী ছাত্রীরা। পাশেই স্টেশনারি দোকান চালান প্রবীণা। মুখে সব সময় লেগে থাকে হাসি। সবারই তো এক যুদ্ধ। তবু কী একনিষ্ঠ!

দুর্গাপুজোর সামনে এই নারীদের একাগ্রতা দেবীপক্ষকে আলাদা মাহাত্ম্য দিয়ে যায় শরৎ আকাশে। আমাদের রাষ্ট্রপতি নারী, মুখ্যমন্ত্রী নারী-- তবু যে নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে রাজপথে নামতে হয় মহিলাদের, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য হয় না। সেখানে এই নারীরাই অলংকারের মতো চোখ টানেন। জীবনে হয়তো এঁরা কোনও মহানগরী দেখেননি, দেখবেনও না, তাতে কিছু এসে যায় না। কতরকম কাজ তাঁদের। আমরা তাঁদের চিনিই না, জানি না।

সেদিন চেন্নাইয়ে 'দ্য হিন্দু' কাগজ বেশ কয়েকজন নারীকে তাঁদের অনন্য কাজের স্বীকৃতি দিল। এঁদের একজন রোজা। ৩৯ বছরের ভদ্রমহিলা প্রায় হাজারখানেক নামগোত্রহীন মানুষের শেষকৃত্য করেছেন একা। যাঁদের কেউ নেই। আত্মীয়স্বজন খুঁজে পাওয়া যায়নি এঁদের। 'সবাইকে শেষ বিদায় জানাতে তাঁদের বাড়ির লোক আসে। কিন্তু যাঁদের কেউ নেই, তাঁদের কী হবে?' এই প্রশ্নটা ভাবায় রোজাকে। সেখান থেকেই এমন কাজ বেছে নেওয়া। দু'দশক ধরে একেবারে একা কাজ করেন রোজা। বুঝতেই পারছেন একেবারে কিশোরীবেলা থেকে। 'পুলিশ আমার কাছে আসে কোনও অজ্ঞাতপরিচয় মানুষ চল্লিশদিনের বেশি মর্গে পড়ে থাকলে।'

এমন দুর্গা ভারতেই কার্যত বিরল। কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে ডাক্তার তরুণীর ওপর নির্যাতনের ঘটনায় মহানগরে জনবিপ্লব বাংলার প্রশাসনকে নাড়িয়ে দিয়েছে। কত অসুরের সন্ধান মিলছে সেখানে। অথচ আর একটা জিনিস তলিয়ে দেখুন তো! বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গাদের জীবনে কি অসুর কম? গুটিকয়েক ভাগ্যবতী বাদে সবাইকে এক জীবনে অসুরের সামনে পড়তে হয়েছে। কেউ অসুর সংহার করেছেন, কেউ কেউ অসুরের হাতে বধ হয়েছেন। গুটিয়ে গিয়েছেন জীবনে।

আমরা দেশের 'মিসাইল মহিলা' টেসি টমাসকে দেখেছি। দেখেছি কনিষ্ঠতমা সিআরপিএফ অফিসার ঊষা কিরণকে, মিচেলিন স্টার গরিমা অরোরাকে। অলিম্পিক-প্যারালিম্পিকে পদকজয়ী লড়াকু তরুণীদলকে, যাঁরা জীবনের নতুন মানে চেতনার অভিধানে লিখেছেন। এঁদের জয়ধ্বনির মাঝে হারিয়ে গিয়েছেন অসংখ্য নামহীন অচেনা দুর্গা। যাঁরা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার।

আমাদের দেশে নিয়মিত সরকারি সমীক্ষার সংস্কৃতি উঠেই গিয়েছে প্রায়। ২০১৮ সালে সংবাদসংস্থা রয়টার্সের উদ্যোগে টমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশন এক সমীক্ষা চালিয়েছিল। বিষয় : রাষ্ট্রসংঘের ১৯৩ সদস্যের মধ্যে মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে ভয়ংকর দেশ কারা? বিচার হয় কয়েকটা জিনিসের ভিত্তিতে। স্বাস্থ্যসচেতনতা। আর্থিক স্বাধীনতা। প্রাচীন নিয়ম মেনে চলার চাপ। সেক্সুয়াল এবং নন সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ। নারী পাচার।

ভাবতে পারেন, ওই পরীক্ষায় সবার ওপরে ছিল আমাদের ভারত? লজ্জারও লজ্জা, আমাদের পরে ছিল আফগানিস্তান, সিরিয়া, সোমালিয়া, সৌদি আরব। পাকিস্তান ছয় নম্বরে। অতঃপর কঙ্গো, ইয়েমেন, নাইজিরিয়া, আমেরিকা।

২০১১ সালে এমনই সমীক্ষায় প্রথম পাঁচে ছিলাম আমরা। তবে এক নম্বরে নয়। প্রথম পাঁচের তালিকা ছিল এরকম-- আফগানিস্তান, কঙ্গো, পাকিস্তান, ভারত এবং সোমালিয়া।

মানে কী দাঁড়াল মহাশয়? ভারতের মেয়েদের সামগ্রিক পরিস্থিতির ৭ বছরে অবনতিই হয়েছে। পাকিস্তান, আফগানিস্তানে তবু কিছু উন্নতি। বাংলাদেশ-নেপাল নিয়ে তো আমাদের টিকা-টিপ্পনীর অধিকারই নেই। তাঁদের মেয়েদের অবস্থা আমাদের তুলনায় ভালো। অর্থনীতিতে বিশ্বের তিন নম্বর হয়ে আমাদের কী লাভ হল?

শেষতম সমীক্ষায় ভারত একেবারে লাস্ট বয় হল কেন জানতে চাইবেন? তিনটি ইস্যুতে ভারতের দুর্গারা দুঃসহ পরিস্থিতিতে। এক) যৌন হিংসা ও নির্যাতন। দুই) সাংস্কৃতিক ও প্রাচীন ঐতিহ্য তাঁদের ওপরই চাপানো হয় বেশি। তিন) নারী পাচারের সঙ্গে শিকার হচ্ছেন জোর করে মজুর হওয়ার কাজে। যৌন ক্রীতদাসী হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি পড়তে হচ্ছে গার্হস্থ্য হিংসার সামনে।

লিখতে লিখতে সবার আগে কাদের কথা মনে পড়ছে জানেন? অপরাধ নেবেন না, কলকাতা এবং কিছু শহরে মশাল হাতে রাত জাগা কিছু বিদ্রোহিনীর মুখ ভাসছে। আপনাদের ফেসবুক পোস্টের কিছু কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে বিদেশের কিছু অনাবাসী বাঙালির সমাবেশের কথা। ২০১১ থেকে ২০১৮-- কেন্দ্রে দুই আলাদা পার্টির সরকার থাকার সময় কার্যত একই ধরনের রিপোর্ট বেরিয়েছে। তখন এমনভাবে প্রতিবাদ হয়নি কেন? হলে হয়তো আমাদের চেতনার দিগন্ত আরও আগে খুলত। মাঝের চোদ্দো বছরে অনেক দুর্গাকে অসুরের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হত না আর। অনেক স্বপ্ন মুছে যেত না।

আপনার-আমার বাড়িতে যখন মেয়েটিকে কৈশোরে বলা হচ্ছে, 'বাইরে যাচ্ছিস যা, ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যা', সঙ্গে সঙ্গে অজান্তেই দুটো কাজ সেরে ফেলছেন মা-বাবা। মেয়েটির আত্মবিশ্বাসে ধাক্কা দিচ্ছেন বিশাল। সারাজীবন সে তা মনে মনে বহন করে যাবে হতাশার সঙ্গে। পাশাপাশি ছেলেটির হাত ধরে বপন করা হল পরিবারে পুরুষতন্ত্রের আরও একটি বীজ। আপনি সন্তানের ভালো করতে গিয়েই কথাটা বললেন। অথচ বুঝতেই পারলেন না, কোথা থেকে কখন যে কী হয়ে গেল!

কিছু খবর পড়তে পড়তে যেমন চোখ জলে ভরে যেতে থাকে অজান্তে। কালিয়াগঞ্জ থেকে ১৪-১৫ কিমি দূরে বরুণায় তমচারি মঠবাড়ি নামে একটা গ্রাম। সেখানে তালাময়ী টুডু নামে মহিলা অন্যের জমিতে কাজ করে সংসার চালান কোনওমতে। স্বামী সাম চোড়ে দৃষ্টিহীন। তাঁদের কিশোরী মেয়ে মিনতি ক'দিন আগে পুজোয় নতুন জামা চেয়েছিল মায়ের কাছে। তালাময়ী তাকে বকাবকি করেন। বলেন, তাঁর কাছে পয়সা নেই, কোথায় পাবেন টাকা? ষোড়শী মেয়ে অভিমানে মায়ের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেয়। কথা বলেনি তিনদিন। চতুর্থ দিন কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হয়।

মা কোথায় যাবেন? কোথায় যাবেন মা?

নতুন জামা না পেয়ে এক কিশোরী শেষ করে দিল নিজেকে? এই দু'হাজার চব্বিশে? চোখের জলে ভাসতে ভাসতে আপনার মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের অমোঘ চিরকালীন কবিতা। আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি, পুজোর সময় এল কাছে...। কবিতার মধু বিধু দুই ভাইয়ের গল্প কতদিন করে পৃথিবীর কত মা তাঁদের সন্তানদের ভুলিয়েছেন। তাঁরা যেন জীবনে মধু না হন, বিধু হন।

মা কহিল, 'মধু, ছি ছি, কেন কাঁদ মিছামিছি, / গরিব যে তোমাদের বাপ। / এবার হয়নি ধান, কত গেছে লোকসান, / পেয়েছেন কত দুঃখতাপ। / তবু দেখো বহু ক্লেশে তোমাদের ভালোবেসে / সাধ্যমত এনেছেন কিনে। / সে জিনিস অনাদরে ফেলিলি ধূলির 'পরে— / এই শিক্ষা হল এতদিনে।'

এ কবিতা জানলে হয়তো মিনতি কোনওদিনও ভাবত না জীবনের ভয়ংকরতম পদক্ষেপ নেওয়ার কথা। ভাবত মায়ের কথা, ভাবত দৃষ্টিহীন বাবার কথা। আমরা কি সেই সমাজ ও শিক্ষা দিতে পেরেছিলাম মিনতিকে? যা ষোড়শীকে পড়তে বাধ্য করবে রবীন্দ্রনাথের শিশু কাব্যগ্রন্থ, 'পূজার সাজ' কবিতা? আমরাই তো তাকে দিতে পারিনি!

আমরা পুজোর মুখে একজন নির্যাতিতার জন্য রাজপথে নেমেছি সঠিকভাবে। কত বিপ্লবী সচেতনতার কথা আমাদের মুখে! ওই বাড়িতে পুজো নেই বলে আমারও উৎসব শেষ। মিনতির মায়ের কী হবে? তিনি কি জীবনে নতুন পোশাক পরতে পারবেন কখনও?

হে শহর, হে মহানগর! হে নির্জন মঠের সন্ন্যাসিনী! তুমি কি তালাময়ী টুডুর অনিঃশেষ যন্ত্রণার কথাও ভাববে? তাঁর কথাও বলবে? না ভাবলে, না বললে দুর্গাবন্দনার আগে নারীস্বাধীনতার রংমশাল আবার গড়াগড়ি খাবে ধুলোয়।

আজ

১৯৭৫

ইংরেজ অভিনেত্রী কেট উইন্সলেটের জন্ম আজকের দিনে।

২০২০

আজকের দিনে প্রয়াত হন গায়ক-অভিনেতা শক্তি ঠাকুর।

আলোচিত

ইজরায়েল বেশিদিন টিকবে না। হিজবুল্লা আর হামাসের ক্ষতি ওরা করতে পারবে না। ইজরায়েলের উপর আমাদের হামলা আইনসংগত, বৈধ। ইরান, প্যালেস্তাইন, লেবানন, মিশর, ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেনের শত্রু এখন একটাই। ইজরায়েল।

- আয়াতুল্লা আলি খামেনেই

ভাইরাল/১

এক ভারতীয় ঘরভাড়া নিয়েছিলেন কানাডায়। ঘর ছাড়তে বলছিলেন বাড়িওয়ালা। কিন্তু ছাড়ছিলেন না ভাড়াটিয়া। বাড়িওয়ালা ও তাঁর সঙ্গী ভাড়াটিয়ার জিনিসপত্র ঘর থেকে বের করে দেন। তাঁদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন ভারতীয়। সমালোচনার ঝড় নেট দুনিয়ায়।

ভাইরাল/২

পুনে থেকে বেঙ্গালুরুগামী ইন্ডিগোর বিমানের পাইলটের ডিউটির সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি বিমান চালাতে অস্বীকার করেন। ককপিটের দরজা বন্ধ করে দেন। ৫ ঘণ্টা দেরি হয় উড়ানের। বেজায় ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। দুঃখপ্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ।

উত্তরের পাঁচালি

প্রথম পুজো

তপন থানার আজমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মনোহলি পরিচিত জমিদার বাড়ির পরিচয়ে। ভগ্নপ্রায় বাড়ি এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জমিদারদের উত্তরপুরুষরা এখনও বর্তমান। একসময় জমিদার বাড়িতে দুর্গাপুজো হত। সাতদিনের পুজোয় পাঁচ গাঁয়ের মানুষ পাত পেড়ে প্রসাদ খেতেন। জমিদার বাড়ির বংশধরদের মধ্যে মেধার চল ছিল। আইন, পদার্থবিদ্যার চর্চা চলত। বাদ যায়নি তন্ত্রশিক্ষা, স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান। গোরা পুলিশদের হাতে গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন দু-একজন। ১৯১২ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠা করেন 'বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব'। স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত ও নেতাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মনোহলি জমিদার বাড়ির দুই স্বাধীনতা সংগ্রামী, বাণীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মনোহলি দুর্গাপুজো কমিটি'। যোগ দেন অবিনাশ সরকার। জমিদার বাড়ির প্রধান ফটকের সামনে কাঁচা রাস্তার ধারে শুরু হয় পুজো। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে জমিদারি প্রথায় ইতি। ১৯৫২ সালে জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো চিরতরে বন্ধ হয়ে গেলে রাধেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে বারোয়ারি পুজো জমিদারের চণ্ডীমণ্ডপে স্থানান্তরিত হয়। অবিভক্ত দিনাজপুরে এটিকেই প্রথম বারোয়ারি পুজো বলে মনে করা হয়। বর্তমান সময়েও এই পুজোকে ঘিরে যথেষ্টই উৎসাহ রয়েছে। জমিদারি রীতি রেওয়াজ এবং গ্রামীণ প্রথা মেনে একচালার কাঠামোর দেবীমূর্তির পুজো হয়। আধুনিক ধাঁচের মন্দিরটি অবশ্য সদ্য নির্মিত। এই পুজোর ইতিহাসকে ভালোভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার দাবি উঠেছে। –অজিত ঘোষ

সাক্ষী।। তপন থানার আজমতপুর গ্রামে চণ্ডী মন্দির।

বাজে আজও

উজ্জ্বল।। নাগরাকাটার ইউরোপিয়ান প্ল্যান্টার্স ক্লাবে শতবর্ষ প্রাচীন ঘণ্টা।

এই ঘণ্টা যে সে ঘণ্টা নয়। শতবর্ষ প্রাচীন। তাও আবার বিলেতে তৈরি। ব্রিটেনের গ্লাসগো শহরে ইস্পাতের তৈরি এই ঘণ্টা বেজে উঠত ইংরেজ আমলে চা বাগান পরিচালকদের আমোদ প্রমোদের শুরু ও শেষের সময়ের জানান দিতে। শুধু তাই নয়। কখন মধ্যাহ্নভোজন আবার কখন নৈশকালীন আহারে যোগ দিতে হবে তাও এই ঘণ্টা বাজিয়েই জানানো হত। নাগরাকাটার ইউরোপিয়ান প্ল্যান্টার্স ক্লাবে আজও এই ঘণ্টার দেখা মেলে। ক্লাবটিও শতবর্ষ প্রাচীন। ১৯১০ সালের আগে তৈরি ঘণ্টাটি এদেশে আনা হয় ১৯২০ সালে। এখনও তাতে মরচে ধরেনি। ডুয়ার্স এলাকার বাগান পরিচালকদের যখন গেট-টুগেদার হয় তখনও এই ঘণ্টাই এখনও বাজানো হয়। 'ভিন্টেজ ডুয়ার্স'-এর ওপর নানা ধরনের চর্চা চালিয়ে যাওয়া বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য বললেন, 'নাগরাকাটার প্ল্যান্টার্স ক্লাবের ঘণ্টাটি প্রকৃতপক্ষেই ইতিহাসের সাক্ষী।' ডুয়ার্সের আনাচকানাচ ঘুরলে এখনও এমন বহু তথ্য সামনে আসবে বলে চা বাগান বিশেষজ্ঞ রামঅবতার শর্মার দৃঢ়বিশ্বাস। – শুভজিৎ দত্ত

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

বাংলা ভাষার স্বীকৃতি, বাঙালির মনোভাব

বাংলা কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে, কৌশলে গৌণ করা হচ্ছে কি না, খোঁজ নিতে রাজ্য সরকার কোনও দপ্তর তৈরি করবে কি?

সেবন্তী ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীন 'ইনস্টিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ'-এর উদ্যোগ ও পরিশ্রমের ফলে বাংলা ধ্রুপদি ভাষার মানচিত্রে স্থান পেল। তবে আগের তালিকার যে ছ'টি ভাষা ছিল, যেমন সংস্কৃত তামিল, মালয়ালম, তেলুগু, কন্নড়, ওড়িয়া- তার মধ্যে প্রথমেই কেন বাংলা ভাষা স্থান পায়নি সেটাই আশ্চর্যের! প্রাচীনত্বই হোক, অজস্র উচ্চমানের মৌলিক রচনার জননী হিসেবেও হোক, বাংলা ভাষাকে প্রথম পর্বেই ধ্রুপদি ভাষার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। সম্ভবত সেই সময় প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ প্রমাণ তথ্যাদি আমাদের রাজ্যের তরফ থেকে কেন্দ্রে জমা করা সম্ভব হয়নি।

দশম দ্বাদশ শতকের চর্যাপদ থেকে যদি বাংলা ভাষার প্রামাণ্য সূত্রপাত ধরে নেওয়া যায়, তাহলে কম দিন তো হল না। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সহ অসমের বরাক উপত্যকা, ত্রিপুরার কিয়দংশের বাংলা ভাষা আর ওপারের বাংলাদেশের ভাষার আদি ও মধ্যযুগের ইতিহাস এক। বাংলা সাহিত্য, যা আসলে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালির সম্মিলিত চর্চার ফসল, তা আজ ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি পেল। অবশ্যই আজ উদ্বাহু হয়ে আনন্দের দিন কিন্তু সরকারি ক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, দৈনন্দিন জীবনচর্চায় আমরা বাংলাকে কীভাবে মূল্য দেব সেটাও ভাবতে হবে। এই শিরোপা দেওয়ার অর্থ হল ভাষার প্রসার বাড়ানো। প্রসার বাড়ানোর ভেতর দৈনন্দিন জীবন ও কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও সাহিত্য রচনা বা মনের ভাব প্রকাশের বাহন হিসেবে ধরা যেতে পারে।

বাংলা ভাষার বিপুল শব্দভাণ্ডারের মধ্যে প্রায় চার-পাঁচ হাজার শব্দ আরবি-ফারসি-তুর্কিজাত। পর্তুগিজ, কিঞ্চিৎ ফরাসি ও ইংরেজি শব্দ, আরও অজস্রের সঙ্গে আছে আমাদের নিখাদ দেশি শব্দ। প্রতিনিয়ত এই শব্দগুলির মধ্যে মিশ্রণ ঘটছে। যে কোনও জীবিত ভাষার পক্ষে আদি, প্রাচীন শব্দের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাত একধরনের মৌলবাদ। তা ভাষাকে কুয়োর ব্যাং বানিয়ে রাখে। বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে তার চলন্ত জীবন্ত রূপটির জন্য।

আমাদের জানতে হবে এই বিশেষ মর্যাদা পেয়ে আমাদের কী কী লাভ হল। শুধুমাত্র আত্মশ্লাঘা পূরণ হল, না সাইনবোর্ড থেকে রেলস্টেশনে, দোকানে, অফিসে আমরা বাংলা ভাষায় লেখা দেখতে পাব? সমতলে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে যেসব ইংরেজি ও হিন্দি মিডিয়াম বেসরকারি স্কুল আছে তাতে বাংলা ভাষাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কৌশলে একেবারে গৌণ করে দেওয়া হচ্ছে কি না, সেগুলো সরকারের তরফে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য কোনও দপ্তর তৈরি হবে কি না- মোটামুটি শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা হচ্ছে কি না, এগুলো নিয়েও নিশ্চয়ই ভাবনাচিন্তা করা হবে। অন্তত পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে কুরিয়ারে বাংলা ভাষায় ঠিকানা লেখা থাকলে কুরিয়ার কোম্পানি ও পোস্ট অফিস যেন সেটি পড়তে পারে, প্রতিটি অফিসে বাংলায় যেন ফর্ম ফিলআপ করা যায়, এমন ব্যবস্থা হওয়া দরকার। সর্বোপরি বাঙালিকেই তার নিজের মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা অবজ্ঞা বন্ধ করতে হবে।

দুঃখের বিষয় সে নিজেই তার ভাষাকে হয় দাসী স্থানে, আর না হয় দেবীর স্থানে রেখে দিয়েছে। বাংলা ভাষাকে নিম্নবর্গের ব্যবহারের ভাষা বলে মনে মনে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা বা অতীতের প্রস্তর দেবতা মনে করে তেল সিঁদুর মাখিয়ে কুলুঙ্গিতে তুলে রাখার দরকার নেই। তাকে জীবন্ত মনে করুন। নিজেই তাকে মর্যাদা দিন তবেই এই ধ্রুপদি কথাটি সফল হবে। এই পশ্চিমবঙ্গেই বিভিন্ন ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে বাংলার প্রতি যে পরিমাণে অবহেলা, তা দেখে মনে হয়, কাজের প্রয়োজনে ব্যবহৃত না হলে এই শিরোপা ব্যাংকের ভল্টে রাখা স্বর্ণমুকুট হয়ে পড়ে থাকবে।

(লেখক সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৫৬

পাশাপাশি : ১। দুর্গাপুজোর নবপত্রিকার নাম ৩। উমার অষ্ট যোগিনীদের একজন ৫। চৌষট্টি কলার একটি, মালা গাঁথা ৭। বরফ বা তুষার ৯। দাঁত পরিষ্কার করার কাঠি ১১। বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী,বারাহী প্রমুখ নবশক্তির এক মাতৃকা ১৪। সময়ের খুব ছোট মাপ ১৫। শিব কপালী হলে দুর্গা যে নামে পরিচিত।

উপর-নীচ : ১। মহামায়ার এক নাম ২। মুসলমান শাস্ত্রজ্ঞ ৩। সমুদ্রের ঢেউ ৪। ভারতীয় মার্গ সংগীতের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ৬। সবজি দিয়ে বিশেষ ধরনের রান্না ৮। হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণী ১০। মুনির আশ্রমে দেবতাদের তেজ থেকে সৃষ্টি এই দেবীর ১১। পৌঁছ, সীমা বা আয়ত্ত ১২। ধবধবে সাদা বা শুভ্রতা ১৩। বহুমূল্য উজ্জ্বল রত্ন।

সমাধান ■ ৩৯৫৫

পাশাপাশি : ১। চণ্ডিকা ৩। হবি ৫। পাই ৬। কয়াধু ৮। মড়ক ১০। অদ্রিজা ১২। মাতঙ্গী ১৪। পরি ১৫। খাজা ১৬। নফর।

উপর-নীচ : ১। চমচম ২। কাপালিক ৪। বিজয়া ৭। ধুনি ৯। উমা ১০। অন্তরিন ১১। জাদুঘর ১৩। তনখা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দেবীপক্ষেও নারী নির্যাতনের দুই ছবি রায়গঞ্জ ও কুশমণ্ডিতে

মেয়েকে হেনস্তার পর মাকে 'মার'

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৪ অক্টোবর : ১২ বছর বয়সি এক নাবালিকাকে নগ্ন করে যৌন নির্যাতনের চেষ্টা করার দায়ে একজনকে গ্রেপ্তার করল ইটাহার থানার পুলিশ। অভিযুক্ত আরেকজন পলাতক। ধৃত ৩০ বছর বয়সি তরুণের বাড়ি ইটাহার থানা এলাকাতেই।

পুলিশ জানিয়েছে, ১২ বছরের ওই নাবালিকা ছাগলকে ঘাস খাওয়াতে জমি গিয়েছিল। সেই সময় অভিযুক্ত দু'জন তাকে টেনেহিঁচড়ে পাটখেতে নিয়ে যায়। নগ্ন করে তাকে যৌন নির্যাতনের চেষ্টা করে। নাবালিকার চিৎকারে ছুটে আসেন মাঠে কাজ করা দিনমজুররা। তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। ঘটনাটি অভিযুক্তের বাড়িতে বলতে গেলে নাবালিকার মাকেও নগ্ন করে মারধর করা হয়। তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় ইটাহার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হলে গভীর রাতে একজনকে গ্রেপ্তার করে ইটাহার থানার পুলিশ। শুক্রবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ১৪ দিন জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ। বিচারক ওই নাবালিকার ও তার মায়ের জবানবন্দির জন্য দুটি নির্দিষ্ট তারিখ ধার্য করেন।

> **অভিযুক্তরা প্রভাবশালী। তাই থানায় একাধিকবার অভিযোগ করলেও মামলা হয়নি। এসপির দ্বারস্থ হয়েছিলাম। সেখানেও কিছু হয়নি। পরবর্তীতে রায়গঞ্জ জেলা আদালতের দ্বারস্থ হলে এফআইআর করার নির্দেশ দেন বিচারক। আমি ওদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।**
>
> **নাবালিকার মা**

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী শুভাশিস পাল বলেন, '১২ বছর বয়সি নাবালিকাকে এর আগেও ধর্ষণের চেষ্টা করেছিল দুষ্কৃতীরা। এনিয়ে পরিবারের তরফে দুই তরুণকে সতর্ক করা হয়। এলাকার প্রভাবশালী বলে অভিযুক্তরা কর্ণপাত করেননি। ওই নাবালিকাকে পাটখেতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে বিষয়টি নিয়ে অভিযুক্তর বাড়িতে প্রতিবাদ করতে গেলে নাবালিকার মাকেও নগ্ন করে মারধরের পর ধর্ষণ করার চেষ্টা হয়। এই ঘটনায় দুটি মামলা রুজু করেছে পুলিশ। নাবালিকার ক্ষেত্রে পকসো আইন আর তার মায়ের ক্ষেত্রে ৩৭৬/৫১১ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

এদিন আদালত চত্বরে উপস্থিত নাবালিকার মা বলেন, 'অভিযুক্তরা এলাকার প্রভাবশালী। সেই কারণে থানায় একাধিকবার অভিযোগ দায়ের করলেও মামলা শুরু হয়নি। এসপির দ্বারস্থ হয়েছিলাম। সেখানেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। পরবর্তীতে রায়গঞ্জ জেলা আদালতের দ্বারস্থ হলে এফআইআর করার নির্দেশ দেন বিচারক। আমি অভিযুক্ত দুই দুষ্কৃতীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

সিভিক ভলান্টিয়ারের শাস্তি দাবি সুকান্তর

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৪ অক্টোবর : রক্ষকই যখন ভক্ষকের ভূমিকা পালন করে তখন সমাজের অবক্ষয় ধরা পড়ে। ধর্ষণের অভিযোগে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের গ্রেপ্তারির পর সেই কথাই বলছেন সকলের। বৃহস্পতিবার কুশমণ্ডি থানায় কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ার সিরাজউদ্দিন (সিরাজ) আহমেদকে গ্রেপ্তারের পর এই কথাই ঘুরছে মুখে মুখে।

ধৃতের বাড়ি কুশমণ্ডি থানা এলাকার একটি গ্রামে। অভিযোগ, বুধবার একটি গ্রামে গিয়ে এক মহিলার ঘরে ঢুকে তাঁকে ধর্ষণ করেন। ওই মহিলার স্বামী বাইরে থাকেন। বছর তিনেকের কোলের শিশুকে নিয়ে ঘটনার রাতে ওই মহিলা বাড়িতে ছিলেন।

বৃহস্পতিবার সিরাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে কুশমণ্ডি থানায় নিযাতিতা মহিলা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তারপর আর দেরি করেননি আইসি তরুণ সাহা। ধৃতকে শুক্রবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

এসডিপিও দেবাঞ্জন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'তদন্ত চলছে। দোষী প্রমাণিত হলে ধৃতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগ, 'আরেকটা আরজি কর বানানোর যে ছবি রাজ্যজুড়ে তৈরি করবার হুমকি দিচ্ছে, তারই ফসল কুশমণ্ডির সিভিক ভলান্টিয়ার। খবর আছে, ওই সিভিক তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত। তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

তৃণমূলের জেলা সভাপতি অম্বরিশ সরকার, 'সুকান্তবাবুর মতো একজন শিক্ষিত কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীর মুখে রাজনীতির কথা মানায় না। তদন্ত করে অপরাধী যদি শাস্তি পায়, তবে আমরা অবশ্যই সেটাই চাইব। মুখে সস্তার রাজনীতি মানায় না। সমাজটাকে অশান্তির জায়গায় নিয়ে যাবেন না।'

টোটোর চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু শিশুর

বৈষ্ণবনগর, ৪ অক্টোবর : দাদুর বাড়ি বেড়াতে এসে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল চার বছরের এক শিশুর। রাস্তা পার হওয়ার সময় টোটোর চাকায় পিষ্ট তার মৃত্যু হয়। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক-৩ ব্লকের বাখরাবাদ এলাকার বাংকাটপাড়ায়। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ।

মৃত শিশুর নাম আবু সুফিয়ান (৪)। বাড়ি কালিয়াচকের পারদেওনাপুর গ্রামের শোভাপুর অঞ্চলের পারসিবপুর গ্রামে। বাংকাটপাড়া গ্রামে দাদুর বাড়িতে সে কয়েকদিন আগে বেড়াতে এসেছিল। শুক্রবার সকালে শিশুটি বাড়ির বাইরে রাস্তার ধারে খেলা করছিল। হঠাৎই রাস্তা পার হতে গিয়ে একটি চলন্ত টোটোর সামনে পড়ে যায় সুফিয়ান। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে টোটোচালক ও বাড়ির লোকজন ছেলেটিকে চিকিৎসার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু গঙ্গানদীর ফেরিঘাট পার হওয়ার সময় নৌকার উপরেই মারা যায় শিশুটি।

মৃত শিশুটির বাবা সাকির সেখ বলেন,'এখানে না এলে আমাদের একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হত না।'

বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

বিদ্যুতের খুঁটি থেকে পড়ে জখম

বালুরঘাট, ৪ অক্টোবর : ক্লাবের পুজোর আলোকসজ্জার কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতের খুঁটি থেকে পড়ে গুরুতর জখম হলেন এক শ্রমিক। শ্রমিকের নাম সুদর্শন মহন্ত (৩৬)। বাড়ি বালুরঘাটের বঙ্গীতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে, বালুরঘাট শহরের চকভবানীতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান অন্য সহকর্মীরা। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয় ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফে। দ্রুত তাঁকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয়।

শুক্রবার ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছিল। তার মধ্যে আলোকসজ্জার কাজ করার সময় সুদর্শন আচমকাই খুঁটি থেকে নীচে পড়ে যান। সহকর্মী মিন্টু সাহা বলেন, 'আমি ওই সময় অন্য জায়গায় কাজ করছিলাম। কী করে সুদর্শন পড়ে গেল বুঝতে পারছি না। মাথায় আঘাত লেগেছে। সিটিস্ক্যান করা হয়েছে।'

শিয়ালের আক্রমণে আহত ২

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৪ অক্টোবর : বুধবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ভালুকা পঞ্চায়েতের প্রেমাই গ্রামে শিয়ালের আক্রমণে দুই ব্যক্তির আহত হওয়ার ঘটনা ঘটল। তাদেরকে স্থানীয় ভালুকা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। আহত দুই ব্যক্তিরা হলেন ফেকু মণ্ডল (৬০) এবং কর মণ্ডল(৫৫)। সম্পর্কে এরা স্বামী-স্ত্রী। গতকাল বিকেলে এরা স্থানীয় জগন্নাথপুরের একটি ইটভাটাতে ছাগল চরাতে গিয়েছিলেন। সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরার পথে বেশ কয়েকটি শিয়াল এদেরকে আক্রমণ করে। বাধা দিতে গিয়ে জখম হন দুজনেই। তাঁদের চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে ওই দুই বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেন।

ট্রেনের ধাক্কায় প্রৌঢ়ার মৃত্যু

গঙ্গারামপুর, ৪ অক্টোবর : ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ার। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম ঊষারানি মণ্ডল (৬৫)। তাঁর বাড়ি বংশীহারী থানার জামার গ্রামে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বুনিয়াদপুর স্টেশনে গিয়েছিলেন প্রৌঢ়া। সেখানে ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর জখম হন ঊষাদেবী। স্থানীয় মানুষজন তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে রসিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। শুক্রবার গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠায়।

বিভিন্ন দাবি

গাজোল, ৪ অক্টোবর : একাধিক দাবি নিয়ে এদিন ভূমি দপ্তরে ডেপুটেশন দিল সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন গাজোল ব্লক কমিটি। মূলত জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে এদিনের ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সভাপতি বিশ্বনাথ ঘোষ।

হুটোপাটি, লুটোপুটি...

প্যাঙ্ডেলের বাঁশে বাদুড়ঝোলা। শুক্রবার মালদার রামকেলিতে ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম বাগ।

কর্মবিরতির বালাই নেই মালদা, রায়গঞ্জে

নিউজ ব্যুরো

৪ অক্টোবর : মালদা ও রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মবিরতির পথে গেলেন না জুনিয়ার চিকিৎসকরা। উলটে দিনভর কাজে ব্যস্ত থাকলেন তাঁরা। আর গৌড়বঙ্গের অপর জেলা দক্ষিণ দিনাজপুরে কোনও মেডিকেল কলেজ না থাকায় সেই অর্থে জুনিয়ার চিকিৎসকও নেই। স্বভাবতই সারা রাজ্যের বিপরীত ছবি গৌড়বঙ্গে।

এদিন রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগ থেকে শুরু করে জরুরি বিভাগ, অপারেশন থিয়েটার গাইনি বিভাগ, সার্জিক্যাল, মেডিসিন প্রত্যেকটি বিভাগেই জুনিয়ার চিকিৎসকদের পরিষেবা দিতে দেখা গেল। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়ার চিকিৎসক বিপিন শর্মা বলেন, 'পুজোর সময় বড় ডাক্তাররা ছুটিতে গেলে সামাল দিতে হবে জুনিয়ারদেরই। এছাড়া রোগীদের কথা ভেবে আমরা কর্মবিরতির পথে হাঁটিনি। তবে আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে কাজের মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যাব।' অপর চিকিৎসক অরুণ হালদারের বক্তব্য, 'উৎসবের মরশুমে কর্মবিরতিতে যাওয়া ঠিক হবে না। সেই কারণে আমরা পরিষেবা দিয়ে চলেছি। তবে কাজের মাধ্যমে আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে। আমরা চাই, অভয়ার হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করুক সিবিআই।' এখানেই শেষ নয়, রবিবার রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বহির্বিভাগ বন্ধ থাকে। কিন্তু জুনিয়ার চিকিৎসকেরা দীর্ঘ এক মাস ধরে রবিবার দিনটিতেও বহির্বিভাগ চালু রেখেছেন। রোগীদের দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে ওষুধ।

একই চিত্র মালদা মেডিকেলেও। এখানেও দিনভর কাজ করতে দেখা গেল জুনিয়ার চিকিৎসকদের। যদিও ফের কর্মবিরতি বা অনশনের পথে যাওয়া নিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করতে রাজি নন জুনিয়াররা।

এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের আইএমএ-র জেলা কোষাধ্যক্ষ তথা বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক গৌতম মিঞ্জি বলেন, 'আরজি করের ঘটনার পর আমরা সংগঠন ও চিকিৎসক হিসেবে কর্মবিরতি থেকে, রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছি। আমাদের এখানে যেহেতু মেডিকেল কলেজ নেই সেই কারণে জুনিয়ার চিকিৎসকও নেই। যার ফলে প্রতিনিয়ত কর্মবিরতি করা আমাদের এখানে সম্ভব নয়। তবে একজন চিকিৎসক হিসেবে আরজি কর-এর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে কোনও আন্দোলন চললে তাতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।' একই পথে হেঁটে আইএমএ-র জেলা সভাপতি চিকিৎসক অভিজিৎ ভৌমিক বলেন, 'আরজি কর-এর ঘটনার যারা দোষী, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি আমরা প্রথম থেকেই জানিয়ে এসেছি। দোষীদের শাস্তির দাবিতে চলা আন্দোলনে সমর্থন রয়েছে।'

রেলগেটের দাবিতে প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও

যাতায়াতের রাস্তা বন্ধে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৪ অক্টোবর : দীর্ঘদিনের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দিতে চলেছে রেল কর্তৃপক্ষ। কোনওভাবেই চলাচলের রাস্তা বন্ধ করা যাবে না। এলাকায় রেলগেট বা ওভারব্রিজের দাবিতে এবার জেলা প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের দ্বারস্থ হলেন এলাকার মহিলারা।

শুক্রবার দুপুরে বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার পঞ্চায়েতের দুর্লভপুর, পোড়ামাধাইল এলাকার বাসিন্দারা বালুরঘাটে মিছিল করে এসে জেলা প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। তাঁদের দাবি মানা না হলে আগামীদিনে তাঁরা আরও বড় আন্দোলনে নামবেন বলে সাফ জানিয়েছেন। বিক্ষোভের পাশাপাশি এদিন আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদল অতিরিক্ত জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করেন।

বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে রয়েছে রেললাইন। রেলগেট না থাকলেও সেখানে রাস্তা থাকায় রেললাইনের উপর দিয়েই যাতায়াত করে স্থানীয় বাসিন্দারা। বিপজ্জনকভাবে যাতায়াত করার জন্য ঘটেছে দুর্ঘটনা। মৃত্যুও হয়েছে। তাই দুর্ঘটনা কমাতে সেখানে লোহার ঘেরা দেওয়া হচ্ছিল। গত সোমবার সেখানে লোহার বেড়া দেওয়ার জন্য আসে রেল কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি জানতে পেরেই সেই কাজ বন্ধ করে দেন স্কুল পড়ুয়া থেকে গ্রামবাসীরা। এই রাস্তাতেই রয়েছে খাসপুর গ্রামীণ হাসপাতাল, বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েত, খাসপুর হাইস্কুল সহ অন্য সরকারি অফিস। এই রাস্তা বন্ধ হলে কয়েক কিলোমিটার দূর দিয়ে ঘুরে যাতায়াত করতে হবে এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষদের। সেই জায়গা থেকে গ্রামবাসীদের সাফ দাবি, চলাচলের রাস্তা বন্ধ করা যাবে না। রাস্তা বন্ধ করা হলে আন্দোলন আরও বড় হবে।

ওভারব্রিজ চেয়ে সরব মহিলারা। শুক্রবার বালুরঘাটে তোলা সংবাদচিত্র।

বিক্ষোভকারী মল্লিকা বসাকের অভিযোগ, 'বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে দুইহাজার গ্রামবাসীর গণস্বাক্ষর করা চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছি। আশ্বাস দেওয়ার পরও সেখানে বেড়া দেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদে আজ মন্ত্রী ও জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি।'

অতিরিক্ত জেলা শাসক হরিস রসিদ(ভূমি সংস্কার) বলেন, 'এনিয়ে গ্রামবাসীদের দাবিপত্র পেয়েছি। তা রেল দপ্তরের কাছে পাঠানো হচ্ছে। ওনাদের দাবিগুলি রেলের কাছে জানানো হবে।'

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার জানান, 'গেট তৈরির ক্ষেত্রে রেলের কিছু সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয়েছে। রাজ্যের তরফে ম্যান পাওয়ার দেওয়া হলেই গেট তৈরি করে দেবে রেল। এই বিষয়টি গ্রামবাসীদের জানানো হয়েছে। বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে জানাতে বলেছি। ওই জায়গায় আগেই রেলগেট করার দরকার ছিল।'

রাস্তা সংস্কার করতে গিয়ে ক্ষোভের মুখে পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ৪ অক্টোবর : আবর্জনা দিয়ে বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজ করতে গিয়ে ক্ষোভের মুখে তৃণমূলের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ। অভিযোগ, সংস্কারের নামে 'আইওয়াশ' চলছে। এতে মানুষের ভোগান্তি আরও বাড়বে।

চাঁচল সদর এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ থানা পাড়ার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। বছরের বেশিরভাগ সময় রাস্তায় জল জমে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় ছোট বড় গর্ত হয়ে গিয়েছে। টোটো উলটে দুর্ঘটনা ঘটছে। ওই রাস্তার পাশেই রয়েছে এলাকার একটি নামকরা স্কুল। বাচ্চাদেরকেও ঝুঁকিপূর্ণভাবে যাতায়াত করতে হয়। বারবার দাবি উঠেছে রাস্তা সংস্কারের। অভিযোগ, পুজোর আগে চাঁচল ১ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির তরফে রাস্তা সংস্কারের নামে শুধুমাত্র রাবিশ ফেলে দেওয়া হয়। যার ফলে সমস্যা দূর হওয়া তো দূরের কথা, বৃষ্টিতে রাস্তা এতটাই পিচ্ছিল হয়ে গেছে যে, পায়ে চলতে গিয়েও পড়ে যাচ্ছে মানুষ। টোটো এবং বাইকের তরফেও আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে ওই রাস্তা।

শুক্রবার চাঁচল- ১ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অঙ্কুর পোদ্দার সকালে ওই রাস্তা পরিদর্শনে যান। সেখানে গিয়ে ব্যাপক ক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। তাঁর অপরিকল্পিত কাজ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেয় এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা সুমিত সরকার বলেন, 'এই ধরনের কাজ করার মানে কি? এটা সম্পূর্ণভাবে আইওয়াশ। মানুষের সমস্যা বাড়ানো হল। সামনেই একটি স্কুল রয়েছে। কিছুদিন আগে বাঁশদ্রোণীতে এমন মমান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল। এদের কি কোনও জ্ঞান নেই?'

বিজেপি নেতা অয়ন রায়ের অভিযোগ, 'তৃণমূল মানেই কাজের নামে ভাঁওতাবাজি। মানুষকে দেখাতে গিয়েছিল তারা কাজ করছে। কিন্তু মানুষ তো অত বোকা নয়।'

অঙ্কুর পোদ্দারের সাফাই, 'এর আগে তো এই রাস্তার কাজ কেউ করেনি। পুজোর আগে মানুষের সুবিধার জন্য করার চেষ্টা করেছি। এসে দেখলাম, সমস্যা হচ্ছে। যেভাবে সংস্কার প্রয়োজন তাড়াতাড়ি সেটা করে দেব। আজকে এক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্যা ঠিক হয়ে যাবে।'

স্টিলের স্কেল নিয়ে যাওয়ায় সাসপেন্ড

রায়গঞ্জ, ৪ অক্টোবর : স্কুল থেকে বলা হয়েছিল, ক্লাসে জ্যামিতি শেখানো হবে। পড়ুয়াদের প্লাস্টিকের স্কেল নিয়ে যেতে হবে। এক পড়ুয়া কোনও কারণবশত প্লাস্টিকের স্কেলের বদলে স্টিলের স্কেল নিয়ে যায়। অভিযোগ, দিদিমণি সেটা দেখে মেজাজ হারান। পড়ুয়াকে টানতে টানতে নিয়ে যান প্রিন্সিপালের কাছে। খুদে পড়ুয়াকে দু'দিনের জন্য সাসপেন্ড করে। বাড়ি ফিরে সে ঘটনার কথা জানালে বাবা স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক এবং আইসিএসসি বোর্ডকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। যদিও এব্যাপারে স্কুলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ঘটনাটি ঘটেছে গত বুধবার। প্লাস্টিকের স্কেলের পরিবর্তে স্টিলের স্কেল নিয়ে স্কুলে গিয়েছিল জাফর ইকবালের ছেলে। পড়ে চতুর্থ শ্রেণিতে। সে রায়গঞ্জের একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের পড়ুয়া। জাফর ইকবাল বলেন, 'গত বুধবার ক্লাসটিচার সবাইকে জ্যামিতির জন্য প্লাস্টিকের স্কেল নিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু ও স্টিলের স্কেল নিয়ে যায়। এতেই নাকি ক্লাসটিচার ক্ষেপে গিয়ে তাকে ভাইস প্রিন্সিপালের কাছে নিয়ে যান। তাকে দুইদিনের জন্য সাসপেন্ড করে। আজ বিষয়টি নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে গেলে খারাপ ব্যবহার করে বলে অভিযোগ তাঁর।' জাফর ইকলাবের আরও অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর ছেলেকে নানাভাবে হয়রানি করছে। ছেলে কিছু বলতে চাইলে ছেলের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে।'

দ্রুত বিচারের দাবিতে প্রাক্তনীদের মিছিল

রায়গঞ্জ, ৪ অক্টোবর : রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর উচ্চ বিদ্যাচক্রের প্রাক্তনী সমিতির সদস্যরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আরজি কর কাণ্ডের দ্রুত তদন্ত ও বিচারের দাবিতে মিছিল করল। সেইসঙ্গে এদিন প্রাক্তনী সমিতির সদস্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রাক্তন ওএসডি সুশান্ত রায়কে শোকজ ও বহিষ্কারের কথা জানালেন প্রাক্তনীরা। কারণ আরজি কর কাণ্ডে তাঁর নাম জড়িয়ে যাওয়ায় বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে সিবিআই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিল। এদিন প্রাক্তনী সমিতির প্রায় হাজার সদস্য সন্ধ্যায় স্কুলগেটে হাজির হন। সেখান থেকে মিছিল করে শহর পরিক্রমার পর ঘড়ি মোড়ে এসে মিছিল শেষ হয়। প্রাক্তনী সমিতির সভাপতি অঞ্জন মজুমদার বলেন, 'আরজি করের নারকীয় ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। বিচার চলছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে। আপামর মানুষ পথে নেমেছেন। আমরাও দ্রুত তদন্ত ও বিচারের দাবিতে পথে নেমেছি।'

প্রাক্তনী সমিতির সদস্য ভাস্কর ভট্টাচার্যর বক্তব্য, 'সুশান্ত রায়ের মতো মানুষকে আমাদের সমিতিতে রাখতে চাই না। তাই তাঁকে শোকজ ও বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

তিন শিশুকে নিয়ে সাহায্যের আশায়

বিপ্লব হালদার

তপন, ৪ অক্টোবর : কারও বয়স দশ। আবার বাকিদের বয়স সাত আর পাঁচ বছর। তিন সন্তানকে নিয়ে চরম অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন স্বামীহারা অঞ্জলি। দাবি তুলেছেন সরকারি সাহায্যের।

তপনের সালাস আদিবাসী পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন মোহন হাঁসদা। স্ত্রী সহ তিন সন্তানকে নিয়ে কোনওরকমে দিন কাটছিল। গত কয়েক মাস আগে অসুস্থ হয়ে পড়েন মোহন। ঘটিবাটি বিক্রি করে স্বামীর চিকিৎসা করিয়েছে স্ত্রী। কিন্তু তবুও স্বামীকে বাঁচাতে পারেনি। রোজগার না থাকায় ছোট ছোট তিন সন্তানকে নিয়ে সপ্তাহের বেশিরভাগ দিন না খেয়ে থাকতে হচ্ছে। গ্রামবাসীরা যদি খাবার দেয় তাহলে খাবার জুটছে।

চোখে জল এনে অঞ্জলি মুর্মু বলেন, 'আমি খেতে না পেলেও দুঃখ নেই। কিন্তু ছোট তিন সন্তানকে খাবার দিতে পারছি না। বৃষ্টি হলে ঘরে জল জমছে। মাঝেমধ্যে সাপ ঢুকে যাচ্ছে। সরকারি কোনও সাহায্য পেলে খুব ভালো হত।' স্থানীয় শিক্ষক অলোক সরকারের কথায়, 'সালাস আদিবাসী পাড়ার অঞ্জলি মুর্মু তিন সন্তানকে নিয়ে ভীষণ কষ্ট করে দিনযাপন করছেন। পরিবারটিকে প্রশাসন সাহায্যের হাত বাড়ালে খুব ভালো হয়।' তপন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণা বর্মন জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে পরিবারটিকে সাহায্য করা হবে।

অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

করণদিঘি, ৪ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠল বরধী শিবটোলি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির সম্পাদকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় শুক্রবার করণদিঘি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন রসাখোয়া-২ পঞ্চায়েতের বড়দিহি, কাঁকরমণি, ঠাকুরপাড়া ও জালিপাড়ার বাসিন্দারা।

বড়দিহির ভবানন্দ সিংহ বলছেন, 'পুজো কমিটির সম্পাদক রঞ্জিতকুমার সিংহ ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীম সিংহ, এই দু'জন দায়িত্ব নিয়ে পুজো করে আসছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুজোর অনুদানের টাকা তাঁদের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছিল। চার গ্রামের লোকজন পুজোর হিসাব করার জন্য মিটিং ডাকলে ওই দু'জন মিটিংয়ে বসতে অস্বীকার করেন। চার গ্রামের লোকজন নতুন পুজো কমিটি গঠন করে নতুনভাবে পুজো করতে চাইলে তাঁরা পুজো করতে দেবেন না বলে হুমকি দেন। শুধু তাই নয়, রঞ্জিতকুমার সিংহ, ফুলকুমার সিংহ, সুরেশ মহালদার, রামকৃষ্ণ সিংহরা আমাদের প্রাণে মারার হুমকিও দেন।'

স্বামীর প্রতি অভিমানে কীটনাশক পান স্ত্রীর

রায়গঞ্জ, ৪ অক্টোবর : কর্মস্থলে স্বামীর সঙ্গে যেতে চেয়েছিল স্ত্রী। কিন্তু স্বামী একা চলে যাওয়ায় জমিতে দেওয়া কীটনাশক পান করে আত্মঘাতী হলেন স্ত্রী। মৃত ওই বধূর নাম ইমরাতুন খাতুন (১৮)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার বাগিচাপুর সংলগ্ন ডালগ্রাম বটতলিতে। শুক্রবার রায়গঞ্জ মেডিকেলের সিসিইউ বিভাগে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। শুক্রবার বিকেলে ওই বধূর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

স্বামী কর্মসূত্রে কেরালায় থাকেন। বিয়ের ছয় মাসের মাথায় স্ত্রীকে রেখে চলতি মাসের ১ তারিখে কেরালার উদ্দেশে রওনা দেয়। যাওয়ার সময় স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার জেদ ধরেছিলেন স্ত্রী। স্বামীর বক্তব্য, 'নির্মাণ সংস্থায় মেয়েদের থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই কাজ করে তিন মাস পর ভাড়াবাড়ি ঠিক করে স্ত্রীকে নিয়ে যাব। এমনই ভেবেছিলাম।'

কিন্তু স্ত্রীর জেদ স্বামীর সঙ্গেই যাবে। মালদা থেকে ট্রেনে করে কেরালার উদ্দেশে রওনা দেয় ওই নির্মাণ শ্রমিক। ট্রেনে খবর পান স্ত্রী কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। অন্য ট্রেন ধরে ফিরে আসেন তিনি। এই প্রসঙ্গে স্বামী মিরাজ আলি বলেন, 'স্ত্রী আমার সঙ্গে কেরালায় যেতে চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম তিন মাস পর ফিরে এসে নিয়ে যাব। সেই অভিমানেই আমার স্ত্রী কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে।' রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

মনুষ্যত্বের প্রতিবাদের উদ্ভাস

অনিন্দ্য সরকার

প্রতিবাদের আগুন যখন ছড়িয়ে পড়ে সমাজের আনাচে-কানাচে, তখন তা জায়গা করে নেয় কবিতা, গান, নাটকে। আরজি করে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে সম্প্রতি দুর্গাকিংকর সদনে মালদা নাট্যসেনার উদ্যোগে মালদার নাট্যদলগুলি একত্রিত হয়ে আয়োজন করে এক প্রতিবাদ অনুষ্ঠান 'উদ্ভাস ২০২৪'।

মনুষ্যত্বের উদ্ভাস, প্রতিবাদের উদ্ভাস। পাঁচটি নাটক, গান, কবিতা, আঁকায় আলোকিত হয়ে ওঠে এক প্রতিবাদমুখর সন্ধ্যা। আরজি করের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রথমে মঞ্চস্থ হয় মালদা থিয়েটার প্ল্যাটফর্মের এক মুক্তাঙ্গন নাটক। নির্দেশনায় ছিলেন সুব্রত পাল। শঙ্খ ঘোষের 'যমুনাবতী'-র সুরে মৃত্যুর গান গাইতে গাইতে সমাজের প্রতি এক তীব্র শ্লেষ প্রদান করে এই নাটক। উঠে আসে তিলোত্তমা, নির্ভয়া, আসিফার প্রসঙ্গ। বাড়িতে, রাস্তায়, কর্মক্ষেত্রে নারীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয় বার্তা। মুখ্য চরিত্রে অর্কসমা প্রামাণিকের অভিনয়, আর্তনাদ সকল দর্শকের মনে একজন মানুষ হিসেবে লজ্জা ও ক্রোধের জন্ম দেয়। অন্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোনালিসা মুখার্জী, সঞ্চিতা রায় প্রমুখ।

দ্বিতীয় পর্বে মঞ্চস্থ হয় মালদা সমবেত প্রয়াসের মুক্তাঙ্গন নাটক 'ও মেয়ে'। রচনা ও নির্মাণে ছিলেন শরদিন্দু চক্রবর্তী। নারী জন্ম, নারীদের ওপর ঘটে চলা অত্যাচার, পুরুষতান্ত্রিকতার ঘৃণ্য রূপ তুলে ধরে এই নাটক। কখনও উঠে আসে মহাভারতের দ্রৌপদীর প্রসঙ্গ, আবার কখনও মল্লিকা সেনগুপ্তের 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ'-এর লাইন 'নারী হয়ে কেউ জন্মায় না'। পুরুষতান্ত্রিকতার শিকলে নারীদের বাঁধার দৃশ্যটি সমাজব্যবস্থাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। শর্মিষ্ঠা দাস ও কেয়া বাগচীর অভিনয় পরতে পরতে ফুঁটিয়ে তোলে নারীর যন্ত্রণা। অন্য চরিত্রে রয়েছেন কৌশেন্দু দাস, শুভজিৎ বসাক প্রমুখ।

তৃতীয় পর্বে অডিটোরিয়ামে মঞ্চস্থ হয় মালদা আগামীর নাটক 'অ্যামিবা, একটি মনুষ্যকৃত যাপন'। রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন জয়ন্ত বিশ্বাস। মৃত্যুঞ্জয় বণিক চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে শ্রেণি বিভাজনে জর্জরিত ক্ষয়িষ্ণু অর্থলোলুপ এই সমাজের মানবিক অবক্ষয়ের দিকটি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। সেই সঙ্গে এসেছে যুদ্ধের প্রসঙ্গ- টিকে থাকার যুদ্ধ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক যুদ্ধ, নিজের বিরুদ্ধে নিজের যুদ্ধ। না-মানুষের দল ঘুরে বেড়ায় জীবনমঞ্চ জুড়ে। রোজকার জীবনে মানুষ হয়েও এই মনুষ্যকৃত যাপন। অভিনয়ে রয়েছেন সৌম্যদীপ রায়, অন্তরা অধিকারী, শুভেন্দু গোস্বামী প্রমুখ। আবহে বিকাশ সাহা ও আলোক প্রক্ষেপণে ছিলেন কুণাল সরকার।

চতুর্থ পর্বে মঞ্চস্থ হয় মালদা নাট্যসেনার নাটক 'টোবা টেক সিং'। সাদাত হোসেন মান্টোর গল্প অবলম্বনে এই নাটক। নাট্যরূপ প্রদানে ছিলেন দীপঙ্কর দত্ত ও নির্দেশনায় কেদার, মেহেদী, দীপঙ্কর। গল্পের পটভূমির মধ্যে স্বয়ং লেখককে এনে তাঁর মুখ দিয়ে গল্প বলার ভাবনাটি ভীষণ ভালো লাগে। টোবা টেক সিং-এর নিজের শহর খুঁজতে থাকার মধ্যে দিয়ে তাঁর মানসিক কাঠামোর অবক্ষয় ধরা পড়লেও তাঁর কথাবার্তা দেশভাগের ফলে বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষের বেদনাকে ইঙ্গিত করে। ব্যঙ্গাত্মকভাবে এই নাটক সমাজ, রাজনীতিকে এক কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। অভিনয় করেছেন দীপঙ্কর দত্ত, কেদারনাথ ব্যানার্জি, রাজশ্রী মণ্ডল, পবন সাহা প্রমুখ। সংগীতে ছিলেন রূপম শেঠ ও ফাল্গুনী সরকার।

শেষ পর্বে মঞ্চস্থ হয় জম্মু থেকে আগত নাট্যব্যক্তিত্ব লাকিজি গুপ্তার নাটক 'মা মুঝে টেগোর বানাদে'। একক অভিনয়ে ছিলেন লাকিজি গুপ্তা। পঞ্জাবি লেখক মোহন ভাণ্ডারীর গল্প অবলম্বনে এই নাটক। এই নাটকের গল্প আবর্তিত হয় একটি শিশুকে নিয়ে, কবিতা ও শিল্পের প্রতি ভালোবাসা থেকে তার টেগোর হতে চাওয়ার মধ্যে দিয়ে। অভিভাবকত্ব, শ্রেণি বিভাজন, সমাজ গঠনে শিল্পের গুরুত্ব- এসব সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা ফুটে উঠেছে এই নাটকে। একক অভিনয়ে হলভর্তি মানুষকে নিজের কথা শোনানো বড়ই কঠিন। কিন্তু লাকিজি গুপ্তার সুন্দর গল্প বলার কৌশল সকলকে মুগ্ধ করে। অভিনয়ের মাধ্যমে কখনও তিনি দর্শকদের হাসিয়েছেন, কখনও লজ্জা দিয়েছেন, কখনও বা ক্ষুব্ধ করেছেন। নাটকটি শুধু তার না, হয়ে ওঠে সকলের নাটক।

নাট্য সমালোচনা

মঞ্চ থেকে আলোর পথে যাওয়ার বার্তা

বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ নাট্য সংস্থার ৫৫ বর্ষপূর্তি উৎসব হল সম্প্রতি। অনুষ্ঠানের দিন সকালে পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে সন্ধ্যায় নাট্য ব্যক্তিত্ব হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা করা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক দুর্গাশংকর সাহা। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি দীপককুমার মণ্ডল। অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয় উদয়কুমার দাসকে। সংগীত পরিবেশন করেন রাজর্ষি গোস্বামী, মৌমিতা দাস ও বিমান দাস। শেষে ত্রিতীর্থর সদস্য ও নাট্যকার জগন্নাথ বিশ্বাসের রচনা ও নির্দেশনায় 'নবজন্ম' নাটক মঞ্চস্থ হয়। যেখানে এক হতাশাগ্রস্থ শিল্পীর জীবনের পুনরুত্থান প্রদর্শিত হয়েছে। শিল্পী জীবনের সম্পর্ক বিচ্ছেদ, একাকিত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নাটকে। একসময় উত্থান হওয়া শিল্পীর পতনের সময়ে পাশে দাঁড়ান তাঁর বন্ধু। যাঁর অনুপ্রেরণায় তিনি আবার জীবনে আবার বাঁচার আশা ফিরে পান। সেই চিত্রশিল্পীকে একসময় তাঁর শিল্পকর্মের জন্য দর্শকরা ঘিরে ধরে প্রশংসা করেন। এভাবেই অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে চলেছে নাটকটি।

(তথ্য : পঙ্কজ মহন্ত)

জেলাজুড়ে স্কুলে স্কুলে কলা উৎসব আয়োজন

কলাবিদ্যা নিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে উৎসাহ বাড়াতে উত্তর দিনাজপুর জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতে 'কলা উৎসব' হয়ে গেল। এসএসএমের উদ্যোগে ও জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ও দেবীনগর কৈলাসচন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠের ব্যবস্থাপনায় এই উৎসবটি হয়। অনুষ্ঠানে ১২০ জন পড়ুয়া অংশ নেয়। উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল।

উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, জেলা শিক্ষা অধিকর্তা পি ডি শেরপা প্রমুখ। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা ছবি আঁকা, সংগীত, নৃত্য ও একাঙ্ক নাটকে অংশ নেয়।

জেলাস্তরের সফলরা রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে।

মালদা টাউন হলেও সম্প্রতি জেলা কলা উৎসব হল। সমগ্র শিক্ষা মিশনের ব্যবস্থাপনায় জেলায় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা কলা উৎসবে অংশ নেয়। ছয়টি পর্যায়ে প্রতিযোগিতা হয়েছে। ছয়টির মধ্যে মঙ্গলবার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যা মন্দিরে বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সংগীত, অঙ্কন ও ঐতিহ্যবাহী গল্প বলা প্রতিযোগিতা হয়। নৃত্য ও নাটকের প্রতিযোগিতা হয়।

(তথ্য : দীপঙ্কর মিত্র ও এম আনওয়ারউল হক)

বইটই

একান্ত সম্পদ

উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর কী কারণে বেশি পরিচিত? সহজ উত্তরটা হল এই জেলার সম্ভারে রয়েছে বহু নদ–নদী, খাঁড়ি, বড়সড়ো বহু প্রাচীন দিঘি। ছোটখাটো জলাশয় তো আছেই। কবি ও সমাজকর্মী সুরজ দাশ বহুদিন ধরেই এসব নিয়ে নিজের মতো করে সমীক্ষা চালিয়েছেন, বিবরণ সংকলন করেছেন। আর এসব নিয়েই তাঁর বই 'দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জলসম্পদ'। শুধুমাত্র জেলার জলাশয়কে নিয়ে আস্ত একটি বই লেখা প্রচণ্ড পরিশ্রমের। বইটির প্রতিটি পাতা সেই পরিশ্রমেরই সাক্ষী। নদী, জলাশয় নিয়ে বিভিন্ন খবরের কাগজে প্রকাশিত প্রতিবেদনও আলাদাভাবে বইটিতে ঠাঁই পেয়েছে। প্রকাশনী পরম্পরা।

প্রবন্ধের ঝাঁপি

জন্মসূত্রে মালদার কৌশিক জোয়ারদার কর্মসূত্রে বর্তমানে শিলিগুড়ির বাসিন্দা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। পড়ানোর পাশাপাশি পড়তেও প্রচণ্ড ভালোবাসেন। আর ভালোবাসেন লিখতে। তারই নিদর্শন মিলবে কৌশিকের লেখা 'নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন'–এ। বইটি সম্প্রতি শিলিগুড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়বস্তু ছুঁয়েছে জীবনের নানা প্রান্ত। বহুত্ববাদ থেকে শুরু করে ধর্ষণ, সীমান্তরেখা থেকে শুরু করে ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং আরও অনেক কিছুকেই। পড়তে পড়তে মন অনেক কিছুই ভাববে। এই সূত্রেই লেখকের বক্তব্য, 'যদি এই বই থেকে একজন পাঠকও ভাবনার একটি সূত্র পেয়ে যান সেটাই আমার বিরাট প্রাপ্তি।' প্রকাশনী শহরতলি। প্রশান্ত সরকারের আঁকা প্রচ্ছদটি বেশ।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা-৭৩২১০১

রবি থেকে শনি
ইভনিং শো

দক্ষিণ দিনাজপুর

■ ৬ অক্টোবর, রবিবার দুপুর ১টায় সিন্ধু সাহিত্য ও সংস্কৃতি মঞ্চের শারদীয় সংখ্যার প্রকাশ ও সাংস্কৃতিক মিলন উৎসব

যাঁরা ইভনিং শো বিভাগে নিজেদের সেমিনার, ওয়ার্কশপ, নাটক সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর দিতে চান, তাঁরা আমন্ত্রণপত্র পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা-৭৩২১০১

গঙ্গারামপুরে ঋতুকালীন সাহিত্যবাসর

উৎস সাহিত্য পত্রিকার তরফে ঋতুকালীন সাহিত্যবাসর হল সম্প্রতি। সাহিত্য আড্ডার আয়োজন করা হয় গঙ্গারামপুর শহরের দত্তপাড়া অতসী ভবনে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। এরপর শুরু হয় মনোজ্ঞ সাহিত্য আসর। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে অনুষ্কা রায়। উৎস সাহিত্য পত্রিকার লেখক, কবি সাহিত্যিকদের কবি, আবৃত্তি পাঠ, সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনে জমজমাট হয়ে ওঠে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে লেখালেখি বিষয় নিয়ে চলে দীর্ঘ আলোচনা পর্ব। ঋতুকালীন উৎস সাহিত্য পত্রিকার সাহিত্য আড্ডায় সভাপতিত্ব করেন নয়নচন্দ্র মহন্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ পঙ্কজ সরকার, সদস্য পিন্টু কর্মকার, সহ সভাপতি যাদবচন্দ্র রায় প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন লিপি সরকার।

উৎসব সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক তথা কবি গুরুদাস বিশ্বাস বলেন, 'সাহিত্য সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের জানা দরকার। তাই আমরা আজকে দত্তপাড়ার অতসী ভবনে ঋতুকালীন সাহিত্যের আসরের আয়োজন করেছিলাম।'

(তথ্য : বিপ্লব হালদার)

রাগাশ্রয়ী গানে ঋতুরঙ্গ

বালুরঘাটের সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রুতির চতুর্থ বার্ষিক অনুষ্ঠান ঋতুরঙ্গ হয়ে গেল সম্প্রতি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সেমিনার ঘরে সংস্থার ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন আঙ্গিকের গান পরিবেশন করে।

বাংলার ঋতু বৈচিত্র্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন ঋতুর জন্য নির্দিষ্ট রাগ ও রাগপ্রধান গান দিয়ে গীতি আলেখ্য মঞ্চস্থ হয়। যা অনুষ্ঠানকে অন্য মাত্রা দেয়। ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশিত রাগ-প্রধান গান দর্শক ও শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। প্রায় আট বছর ধরে এই সংগীত শিক্ষার আসর ধীরে ধীরে কলেবরে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত চার বছর ধরে তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান হচ্ছে। সংগীত শিক্ষিকা প্রদীপ্তা ঠাকুর বলেন, 'শুদ্ধ রাগাশ্রয়ী গান ও অন্য গানের শিক্ষা দেওয়া হয় শ্রুতি শিক্ষাঙ্গণে। সুস্থ সংস্কৃতিই পারে সমাজের নানা সমস্যাকে মিটিয়ে দিতে। তাই শিশু বয়স থেকেই বাচ্চাদের সংস্কৃতিমনস্ক করে তোলা উচিত। শ্রুতির লক্ষ্য, সকলের মধ্যে থেকে তাদের সুপ্ত প্রতিভাকে প্রকাশ করতে সাহায্য করা। আগামীদিনে শ্রুতি এই কাজ নিরলসভাবে করে যাবে।'

(তথ্য : পঙ্কজ মহন্ত)

শব্দ প্রণামের সম্মাননা

দক্ষিণ দিনাজপুর সম্মিলিত আবৃত্তি সংস্থার আয়োজনে বালুরঘাট রবীন্দ্র ভবন প্রেক্ষাগৃহে দ্বিতীয় জেলা আবৃত্তি উৎসব হয়ে গেল সম্প্রতি। এই উৎসবে কুশমণ্ডি, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর, বালুরঘাট সহ বিভিন্ন শহর ও গ্রামের শিল্পীরা অংশ নেন। চার ঘণ্টার অনুষ্ঠানে ৩১টি একক ও ৫টি সম্মেলক পরিবেশন করা হয়। সমবেত উপস্থাপনায় অংশ নেয় কথক, নৈবেদ্য, কথা আবৃত্তি ও শ্রুতি নাটক কেন্দ্র, কণ্ঠস্বর এবং সুরসঙ্গম কলাকেন্দ্র। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আবৃত্তি উৎসবের প্রথম সংস্করণ থেকেই একজন আবৃত্তি শিল্পীকে 'শব্দ প্রণাম' সম্মাননা জানানো শুরু হয়। এবার এই সম্মাননা পেলেন বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী সুবীর চৌধুরী।

(তথ্য : পঙ্কজ মহন্ত)

বুড়ি করম উৎসব : মাহাতো সম্প্রদায়ের করমপুজোকে কেন্দ্র করে মানিকোর হাইস্কুল মাঠে সারারাত ধরে ঝুমুর নৃত্য প্রতিযোগিতা হল। ২০টি দলের মধ্যে ছেড়াপিছলা ঝুমুর দল প্রথম, চকচন্দন ঝুমুর দল দ্বিতীয় ও যুগ্মভাবে তৃতীয় হয়েছে চাঁদগাঁও ঝুমুর দল ও হাঁসরইল ঝুমুর দল। বেদিয়া সমাজ সংস্কৃতি গবেষক দিলীপ মাহাতো জানিয়েছেন, 'সন্ধে সাতটায় শুরু হয়েছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শেষ হয় সকাল ছটায়।'

(তথ্য ও ছবি : সৌরভ রায়)

প্রিয়জনেষুর আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন

মালদার বিপিনবিহারী ঘোষ টাউন হলে সম্প্রতি বসেছিল দুইদিনের আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আসর। উদ্যোক্তা, প্রিয়জনেষু। ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নেপাল, বাংলাদেশ, সিকিম, ভূটান ও ত্রিপুরার বিশিষ্ট কবিরা। আর অংশ নিয়েছিলেন মালদার একঝাঁক নবীন, প্রবীন কবিরা। দুইদিন ধরে চলা সম্মেলনে নবীন লেখক, কবি, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

প্রথমদিন জমকালো উদ্বোধনের পর 'মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য' নিয়ে আলোচনা করেন গৌরাঙ্গ দেবভার্মা ও আশুতোষ সরকার। এরপর অতিথিরা প্রকাশ করেন স্মারকগ্রন্থ। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক পূজা চক্রবর্তী 'বেদনা যখন কবিতা, কবিতা যখন গান বিষয়ক একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। কবিতা, গান, গম্ভীরা আর আবৃত্তিতে শেষ হয় প্রথমদিনের অনুষ্ঠান।

দ্বিতীয় দিন পর পর কবিতা ও সাহিত্য নিয়ে একের পর এক আলোচনা হয়। 'এখন বাংলা ভাষাই সাহিত্যের অভিমুখ' বিষয়ে আলোচনা করেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক আদিত্য লালা। 'ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকায় এখন সাহিত্য' বিষয়ে আলোচনা করেন গৌড় কলেজের অধ্যক্ষ ঋষি ঘোষ। 'গ্রন্থ কি এখন গৃহসজ্জার বস্তু' বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপিকা দীপাঞ্জনা শর্মা, 'সাহিত্যে এখন পাঠক বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপিকা সুস্মিতা সোম। এছাড়াও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রী সংহিতা ঝা 'এই সময়ে সাহিত্যে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা' বিষয়ে আলোচনা করেন। দুইদিনের পুরো কার্যক্রম নিপুণ হাতে নিয়ন্ত্রণ করেন প্রিয়জনেষুর কর্ণধার পার্থসারথি ঝা ও তাঁর স্ত্রী জয়শ্রী মুখোপাধ্যায় ঝা।

(তথ্য ও ছবি : কল্লোল মজুমদার)

রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় প্রথম সমাদৃতা ও কবিতা

এবিটিএ পরিচালিত রাজ্যস্তর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সংগীত বিভাগে প্রথম হয়েছে রায়গঞ্জের দেবীনগর কৈলাস চন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠের সপ্তম শ্রেণির সমাদৃতা মণ্ডল। এছাড়া হিন্দি কবিতা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে হেমতাবাদের বাঙালবাড়ি হাইস্কুলের পড়ুয়া কবিতা ঝা। নৃত্য প্রতিযোগিতায় হেমতাবাদ আদর্শ বিদ্যালয়ের নিলাক্ষী সাহা ও সমবেত সংগীতে সুদর্শনপুর বিদ্যাচক্র হাইস্কুলের পড়ুয়ারা তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এবছর শেওড়াফুলি সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিকেতনে রাজ্যস্তর প্রতিযোগিতা হয়েছে বলে জানান এবিটিএর জেলা সম্পাদক বিপুল মৈত্র।

(তথ্য : দীপঙ্কর মিত্র)

বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে স্মরণিকা প্রকাশ

সম্প্রতি রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রাতর্ভ্রমণকারী সংস্থা ভোরের আলোয়-আমরা ক'জন পরিবারের উদ্যোগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালন করা হল। সেই উপলক্ষ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরন করা অনুষ্ঠান হয়। সেই সঙ্গে সংস্থার বাৎসরিক স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। ছিলেন মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দূর্লভ সরকার ও রায়গঞ্জ মেডিকেলের অধ্যাপক বিদ্যুৎ বিশ্বাস প্রমুখ। বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পর স্বাগত ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংস্থার সম্পাদক প্রবীর গুহ।

(তথ্য : দীপঙ্কর মিত্র)

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS
सत्यमेव जयते

Indian
Cyber
Crime
Coordination
Centre
सहवीर्यं करवावहै • Working Together With Vigour

"আমি পুলিশ বাহিনী থেকে ফোন করছি। আপনার পার্সেল অভিগ্রস্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে আমরা ড্রাগ খুঁজে পেয়েছি..."

স্ক্যাম

সতর্ক থাকুন!

আপনিও ডিজিটাল অ্যারেস্টের শিকার হতে পারেন

স্ক্যাম

আতঙ্কিত হবেন না সতর্ক থাকুন

সিবিআই/পুলিশ/ইডি/বিচারকরা আপনাকে ভিডিও কলের মাধ্যমে গ্রেপ্তার করবে না।

এই ধরনের কলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করুন
www.cybercrime.gov.in
বা
1930

CBC 19101/13/0014/2425

আরও বিশদ তথ্যের জন্য অনুসরণ করুন 'সাইবার দোস্ত'

টোটোর ধাক্কা

বালুরঘাট, ৪ অক্টোবর : টোটোর ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন বালুরঘাটের এক ব্যক্তি। শুক্রবার শহর লাগোয়া সরণ গ্রাম থেকে প্রশান্ত সরকার সাইকেল চালিয়ে বালুরঘাট হাসপাতালে আসছিলেন। হাসপাতাল মোড়ে বাম দিক থেকে রাস্তা পার করতে গেলে একটি টোটো তাঁকে ধাক্কা মারে। তিনি তৎক্ষণাৎ রাস্তায় পড়ে যান। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

অর্থসাহায্য

বালুরঘাট, ৪ অক্টোবর : সদ্য প্রয়াত বিজেপি নেত্রী মামনি বর্মনের ছেলের হাতে ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিলেন বিজেপির বালুরঘাট জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী। বৃহস্পতিবার ওই কর্মীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর মেয়ের হাতে ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদার। শুক্রবার জেলা কার্যালয় থেকে মৃতার ছেলের হাতেও ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হল।

স্মারকলিপি

কালিয়াগঞ্জ, ৪ অক্টোবর : রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে অবৈধভাবে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ সহ চার দফা দাবিকে সামনে রেখে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপার ডাঃ জয়দেব রায়কে স্মারকলিপি দিল শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। শুক্রবার তৃণমূল ছাত্রনেতা রাহুল সিংহ রায়ের নেতৃত্বে একদল কলেজ পড়ুয়া এই স্মারকলিপি প্রদানে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলন

কুমারগঞ্জ, ৪ অক্টোবর : সিপিএম কুমারগঞ্জ এরিয়া কমিটির অন্তর্গত দিওর শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। শাখা সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হলেন খাইরুল আলম। শাখার গুরুত্বপূর্ণ আরও দুটি পদে নির্বাচিত হয়েছেন অরুণ পাল ও সিরাজউদ্দিন সরকার।

রক্তদান

পতিরাম, ৪ অক্টোবর : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবং তিলোত্তমার স্মৃতির উদ্দেশ্যে পতিরাম তিনকোণা মোড়ে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত করল ঐক্যতান নাট্য সংস্থা। পাচিজন মহিলা সহ ৩০জন রক্তদান করলেন।

জেলার খেলা

রাজ্য কাবাডিতে দাপট মালদার

মালদা, ৪ অক্টোবর : ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৪ ও ১৭ ছেলেদের কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হল মালদা। অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে দ্বিতীয় হয়েছে মালদার ছেলেরা।

ডায়মন্ড হারবারে অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগের ফাইনালে মালদা ৬৮-৪২ পয়েন্টে হুগলিকে হারিয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে মুর্শিদাবাদের বিরুদ্ধে ৩৪-১৯ পয়েন্টে জয় এসেছে মালদার। তবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে হুগলির বিরুদ্ধে ১ পয়েন্টে হেরে মালদা হেরে যায়। ৩৭-৩৮ পয়েন্টে হেরে রানার্স হয় মালদার ছেলেরা।

কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের মালদার সচিব পুষ্পেন্দুকুমার মিশ্র ও কার্যকারী সহ সভাপতি শান্তনু সাহা জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সুবাদে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য মালদার হামিদ শেখ, মহম্মদ আকিব রহমান, সামিউল শেখ, হাসান, আকবর আলি (অনূর্ধ্ব-১৪), মহম্মদ আলিম, আনওয়ার শেখ, রুবেল শেখ, মিনহাজুল, সাহিদুর ইসলাম ও শেখ পিয়ারুল (অনূর্ধ্ব-১৭) সুযোগ পেয়েছে।

সেরা রায়পুর

কুমারগঞ্জ, ৪ অক্টোবর : রায়পুর আমরা কজনের দিবারাত্রি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রায়পুর পুচকি একাদশ। রানার্স প্রাণসাগর। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দল পেয়েছে ১০ এবং ৮ হাজার টাকা।

চ্যাম্পিয়ন মালদা

রায়গঞ্জ, ৪ অক্টোবর : দিনরাতের ভেটারেন্স ফুটবল প্রতিযোগিতায় বুধবার চ্যাম্পিয়নের হয়েছে মালদা মোথাবাড়ি ভেটারেন্স। রানার্স উত্তর দিনাজপুর টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন।

রিজয়, সপ্তপর্ণা

বালুরঘাট, ৪ অক্টোবর : কলকাতায় ৬৮তম রাজ্য স্কুল গেমসে তাইকোন্ডোয় দক্ষিণ দিনাজপুরের রিজয় দাস অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের ৫৫-৫৮ কেজি ওজন বিভাগে রুপো জিতেছে। অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের ৩৫-৩৮ কেজি ওজন বিভাগে ব্রোঞ্জ পেয়েছে সপ্তপর্ণা পাহান। প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ দিনাজপুরের ২০ জন অংশ নেয়।

বই দিয়ে সাজানো মণ্ডপেও খুদেদের চোখ মোবাইলে। শুক্রবার বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

মালদা-দক্ষিণ দিনাজপুর পুজোয় বৃষ্টির সম্ভাবনা

১৩ অক্টোবরের পর মিলবে শীতের আমেজ

সাজাহান আলি

পতিরাম, ৪ অক্টোবর : বাঙালির দুর্গাপুজোয় এবার বর্ষাসুরের ভ্রূকুটি। ৫ থেকে ১৩ অক্টোবর অর্থাৎ দশমী পর্যন্ত প্রতিদিনই বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলায়। শুক্রবার মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের আবহাওয়ার বিশেষ পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আগামী ৫ অক্টোবর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একদিনে বৃষ্টি হতে পারে প্রায় ৪০ মিলিমিটার। ৬ তারিখ মাঝারি এবং ৭ থেকে ৯ অক্টোবর হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে, মালদা জেলায় ৫ থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই সময় দুই জেলায় দিনের তাপমাত্রা থাকতে পারে সর্বোচ্চ ৩০-৩১ ও সর্বনিম্ন ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃষ্টির সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রতি ঘণ্টায় ৫ থেকে ১৬ কিলোমিটার বেগে দুই জেলাতেই বাতাস বইতে পারে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ থাকতে পারে সর্বোচ্চ ৯০-৯৬ ও সর্বনিম্ন ৬০-৮৫ শতাংশ। দিনের তাপমাত্রা অনেকটা কমে যাওয়ায় গরম কম অনুভূত হবে। বরং এই দিনগুলিতে হালকা শীতের আমেজ পাবেন দুই জেলার মানুষ।

এদিন মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের নোডাল অফিসার ডঃ জ্যোতির্ময় কারফর্মা বলেন, 'দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে দুই জেলা বৃষ্টিপাত হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। তবে পুজোর দিনগুলিতে সারাদিন ধরে একটানা বৃষ্টি হবে না। দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুতেরও আশঙ্কা রয়েছে।'

মাঝিয়ানের আবহাওয়া পর্যবেক্ষক সুমন সূত্রধর জানালেন, 'গত ১ অক্টোবর রাতে মৌসুমি বায়ু ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিয়েছে। পুজোর সময় যে বৃষ্টি হতে চলেছে সেটা বর্ষা পরবর্তী বৃষ্টি। আগামী ১৩ অক্টোবরের পর বাস্তবে এবছরের মতো বর্ষাকাল বিদায় নেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। পূর্বাভাস বাস্তবায়িত হলে ১৩ অক্টোবরের পর দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলায় আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে। একটু একটু করে শীত পড়তে শুরু করবে।'

নজরদারির বাঁধনে চাপা

প্রথম পাতার পর

মুক্তির যে আনন্দ হয়, তার দুয়ারে তালা ঝুলিয়ে দেয় নিরাপত্তার শোলচক্ষু। এ সব শুনি আর চোখে ভাসে আমার প্রাইমারি স্কুলের ছবি। যার চারপাশ উন্মুক্ত মাঠ। সীমানা প্রাচীর দূরের কথা, ক্লাসরুমের বেড়া পর্যন্ত ছিল না।

টিনের চালের ক্লাসরুম। কাঠের উঁচু পাটাতনে বস্তা পেতে বসা। পাটাতনের ধারে বসে শূন্যে পা ঝুলিয়ে ঢেঁকিয়ে নামতা বলতে বলতে মনে হত মুক্তির মন্দির যেন। অনাবিল সেই আনন্দের ভাগীদার হওয়ার সুযোগ ছিল ৫০-৬০-৭০ বছরের অতীতকালে। মুক্তি সেই আনন্দ ছিল না বলে জীবনের প্রথম স্কুলটায় এক বছরও তিষ্ঠোতে পারিনি। হাইস্কুলের বিল্ডিংয়ে প্রাইমারির মর্নিং ক্লাস হত। চারপাশে উঁচু প্রাচীর।

বাইরে থেকে ভেতরটা দেখা যেত না। ভেতর থেকে বাইরেটা না। পাশে রেললাইন। ট্রেনের হুইসল শুনে প্রাণ আকুপাঁকু করত ছুটে যেতে। অথচ দেখতে পর্যন্ত পেতাম না। দমবন্ধ লাগত। মনে হত, জেলখানার কয়েদি আমরা। এই শরতের আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভাসলে স্কুলকে মনে হত বন্দিশালা। মনে ঝংকৃত হত, রুদ্ধদ্বারে... কেন আছিস ওরে? কতদিন যে স্কুলে না ঢুকে রেললাইনের ধারে দাঁড়িয়ে থেকেছি!

পরে যতগুলি হাইস্কুলে পড়েছি, সবক'টির সামনে ছিল প্রশস্ত ঘাসজমি। গেটের ওপারে বিরাট সবুজ মাঠ। যখন-তখন ছুটে যাওয়া যায়। ক্লাসরুমে ইয়া বড় বড় জানলা। গরাদ, শিক, নেট ইত্যাদি কোনও বাধার বালাই ছিল না। ইচ্ছে হলে জানলা গলে বেরিয়ে পড়া যেত। টিফিনবেলায় পাশে নদীর চরে কুল কুড়োতে যাওয়া ছিল অ্যাডভেঞ্চার। দূরে গাছের সারি, খোলা হাওয়ায় কাশবন, নদীর বাঁকের হাতছানি ছিল নিশির ডাকের মতো।

সুযোগ পেলেই ছুট ছুট ছুট। ততদিনে অপু-দুর্গার যুগ পেরিয়েছে। দৌড়ে আর রেল দেখতে যেতে হয় না। আমাদের বাহন তখন সাইকেল। তাতে চড়ে ছিল বিশ্বভ্রমের আনন্দ। না করার কেউ ছিল না। না বাবা-মায়েরা, না মাস্টারমশাই-দিদিমণিরা। শুধু পড়াশোনাটা ঠিকঠাক করলে আর সমস্ত 'বেয়াদপি'তে সাত খুন মাফ। বিপদের ভাবনা মনেই আসত না। কলেজেও তাই। যে কোনও দিক দিয়ে ঢোকা যেত, যে কোনও ঘরে অবাধ বিচরণ ছিল কলেজে। শরৎ বা শীতে সামনের মাঠে খেলা, আড্ডা, হুটোপাটি। বাঁধনহারা হওয়ার সব আয়োজন প্রকৃতিতে। কলেজে ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে মারামারি তখনও হত। কিন্তু কোনও ছাত্রী সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে শঙ্কিত হতেন না। মারামারির মধ্যে মেয়েদের সেফ প্যাসেজের ব্যবস্থা করে দিতেন ছাত্র নেতারাই। এ সব আমার চোখে দেখা। আর এখন? মুক্তিটাই ভুলে যাচ্ছি। নতুন প্রজন্ম শৈশব থেকে ঘেরাটোপে বাঁধা।

'আপন মনে আমায় থাকতে দে না' গাইতে মানা। স্কুলে তো বটেই, খেলতে যেতে হয় অভিভাবকের নজরদারির মধ্যে। সন্তান যত বড় হয়, তত চোখে চোখে রাখা বাড়ে। বাইরে, অন্দরেও। দেওয়াল ঘেরা চৌহদ্দিতেও সজাগ থাকে সিসিটিভি। নিরাপত্তার শক্ত ঘেরাটোপ। শরতে ডানা মেলে উড়ে বেড়ানোর জো নেই আর। এত বন্ধন কিন্তু আমাদেরই সৃষ্টি। ছেলেমেয়েদের বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি আমরা।

সর্বব্যাপী ভয়ের পরিবেশ চারপাশে। কেন? কার পাপে? পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া অন্য কারও পাপে নিশ্চয়ই নয়। সমাজে দুর্বৃত্তায়ন ঘটিয়ে ভয়, আতঙ্ক, শঙ্কাকে ডেকে এনেছি আমরাই। ভোটের সংকীর্ণ স্বার্থে যাতে মদত দিয়েছে ক্ষমতার কারবার। পরিণাম? পরিণত বয়সেও ছেলেমেয়েদের আগলে রাখতে হয়। তাও শেষরক্ষা হয় না। আরজি কর হয়ে যায়, দেশের রাজধানীর রাস্তায় নির্ভয়ার পরিণতি হয়।

জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতির অন্যতম দাবি হাসপাতালে আরও সিসিটিভি, আরও নিরাপত্তাকর্মী, আরও নজরদারি। তাতে যেন জীবনের সার্বিক সুরক্ষা মিলবে। এই আরও-র শেষ নেই। কারণ, দুর্বৃত্তায়নেরও শেষ নেই। যে দুষ্কৃতীদের হাতে ধরে তৈরি করেছে সমাজ, ক্ষমতার কারবারিরা। যাদের বিষে এখন নীল হয়ে যাচ্ছি আমরা, নবীন প্রজন্ম। উৎসব না বিপ্লব-স্লোগান দিয়ে ভুলে যাচ্ছি শিউলির দিন এসে গিয়েছে। এরপর শিশিরে ভেজা ঘাস, তারপর পাতা ঝরার দিন। চলে আসছে প্রকৃতির পরতে পরতে নানা রংয়ের সমাহারের সময়। তিস্তা, তোর্ষা, মহানন্দা, আত্রেয়ীতে পাখিদের কলতানের সময়। বাগণ্ড, শিকারপুরের ভবানী পাঠকের মন্দির, জলপাইগুড়ি-কোচবিহারের রাজবাড়ি, গোসানিমারির রাজপাটের ইতিহাসে নিজেদের শিকড় চেনার সময়। অথচ জীবনটা বাঁধা পড়ে থাকছে সিসিটিভি, নিরাপত্তারক্ষী, অভিভাবক, সমাজ, রাষ্ট্রের অসহ্য নজরদারিতে। এই শরৎ যেন খোলা হাওয়ায় মুক্তির নয়, নিরাপত্তার বন্ধনের।

কর্মবিরতি তুলেও নয়া হুমকি

প্রথম পাতার পর

পুজোর ঠিক আগে কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার জন্য ঘরে-বাইরে প্রবল চাপের মুখে পড়েন জুনিয়ার ডাক্তাররা। সিনিয়ার ডাক্তাররা প্রথম থেকেই তাঁদের এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। কিন্তু তাঁরাই এখন তাঁদের কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। এই নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'উসকানিদাতা সিনিয়ারদের পুজোয় দেশ-বিদেশের টিকিট কাটা। সামলাতে হবে জুনিয়ারদের। নাহলে 'বিশেষ' সমস্যা। তাই বিবেক জাগরিত উপদেশ। কর্মবিরতির বিকল্প ভাবো। এতদিন মনে হয়নি?'

বৃহস্পতিবার আরজি করেতে সেমিনার হলে সিনিয়ার ডাক্তারদের পরামর্শ নেওয়ার পর রাতে জিবি বৈঠকে বসেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। সেই বৈঠকের পর প্ল্যান জিবি বৈঠকে বসেন তাঁরা। রাত থেকে সকাল পর্যন্ত প্রায় ১০ ঘণ্টা ধরে চলে সেই বৈঠক। সেই বৈঠকে কর্মবিরতি চালু রাখা নিয়ে তীব্র বিরোধিতা করা হয় বলে খবর। বেশকিছু হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তাররা স্পষ্ট জানান, এভাবে দিনের পর দিন কর্মবিরতির ফলে জনমানসে ভাবমূর্তি খারাপ হচ্ছে। এমনকি পরিবারের লোকেরাও চাইছেন না কর্মবিরতি চলুক। এর বিকল্প কোনও উপায় বের করার কথা বলেন তাঁরা। কিন্তু সকলে সহমত না হওয়ায় তাঁরা বৈঠক শেষে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। পরিবর্তে দুপুরে এসপ্ল্যানেডের থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত এক মহামিছিলে শামিল হন। ওই মিছিল সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সমর্থন তাঁরা যাচাই করে নিতে চেয়েছেন বলে খবর। উল্লেখ্য, পুজোর আবহে অন্য মিছিলের তুলনায় এই মিছিলে ভিড় অনেকটাই কম ছিল। ধর্মতলা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই মিছিলটি আসে। এরপরেই জুনিয়ার ডাক্তার আপন সামন্ত নামে এক ইন্টার্নের সঙ্গে পুলিশের অভব্য আচরণের অভিযোগে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়। এরপরেই এদিন রাতে ধর্মতলা থেকে কর্মবিরতি প্রত্যাহারের ঘোষণা করলেন জুনিয়ার ডাক্তারেরা। কাজে ফিরবেন তাঁরা। তবে লাগাতার আন্দোলন চলবে। ধর্মতলাতে অবস্থান বসছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের কথায়, 'জিবি করে আমরা কর্মবিরতি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সম্পূর্ণ ভাবে কর্মবিরতি প্রত্যাহার হবে। তবে তার সঙ্গে আমরা তীব্র আন্দোলন চালিয়ে যাব এই ধর্মতলাতেই। আমরা জুনিয়ার ডাক্তাররা লাগাতার অবস্থান কর্মসূচির ডাক দিচ্ছি।'

কেরি সাহেবের গ্রামে

প্রথম পাতার পর

নীলকুঠির ইতিহাস বলে অন্য কথা।

উইলিয়াম কেরি ভারতীয়দের জন্য শিক্ষা, সংস্কৃতি সহ বাংলা ভাষাকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আধুনিক ভাবে দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছেন। তাই মানুষ এখনও তাঁকে মনে রেখেছেন। গোটা উত্তরবঙ্গের মধ্যে এই গ্রামেই সবার আগে কেরি সাহেব বসিয়েছিলেন মুদ্রণ যন্ত্র। সেই গ্রামের দরিদ্র শ্রমজীবী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারগুলি যাতে দুঃখ কষ্টের মধ্যেও একটু আনন্দের ছোঁয়া পায়, তার জন্য এলাকায় শুরু হয়েছিল দুর্গাপুজো। নানা সমস্যায় মাঝে কয়েক বছর পুজোয় ছেদ পড়লেও উৎসাহকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, এই পুজো প্রাণের পুজো। পুজো উপলক্ষ্যে এলাকায় ক'দিন নাচ, গানের অনুষ্ঠান চলে। আর নিজেদের তৈরি নাটক পরিবেশন করে আনন্দ পান। এছাড়াও বিনোদনমূলক নানা প্রতিযোগিতা পুজোর আনন্দকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রাণের উৎসবে কর্মসূত্রে দূরদূরান্তে থাকা মানুষজন ঘরে ফেরেন। সারা বছরের সব দুঃখ, সমস্যা ভুলে আনন্দে মেতে ওঠেন সবাই।

বাইক দুর্ঘটনায় হত এক

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৪ অক্টোবর : শুক্রবার দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার দৌলতনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিবাসর মোড়ে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃতের নাম পবন মণ্ডল (২৮)। আহত হলেন দু'জন।

তাঁরা হলেন মনোজ মণ্ডল এবং মহম্মদ লাকি। প্রথম জনের বাড়ি মিয়াহাট এবং দ্বিতীয়জনের বাড়ি কাঠিয়ার জেলায়। শুক্রবার দুপুর দেড়টায় ফুলহর নদী সংলগ্ন বাঁধরোড ধরে পবন এবং মনোজ মোটর সাইকেল করে দ্রুতবেগে তেলজানার দিকে যাচ্ছিলেন। উলটো দিক থেকে তাঁর মাকে নিয়ে মোটর সাইকেলে করে আসছিলেন মহম্মদ লাকি। দৌলতনগরে হরিবাসর মোড়ের কাছে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দু'টি বাইক মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় পবনের। গুরুতর আহত অবস্থায় বাকিদের গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে ভালুকা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠায়।

কার্নিভালের সভায় মাত্র ৪

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৪ অক্টোবর : আসন্ন পুজো কার্নিভালকে সামনে রেখে শুক্রবার বালুরঘাট জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন বিবেকানন্দ মিটিং হলে পুজো উদ্যোক্তাদের নিয়ে বৈঠক করল জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। বৈঠকে অতিরিক্ত দুই জেলা শাসক, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। গতবারে কার্নিভালে অংশগ্রহণ করা পুজো উদ্যোক্তাদের এবারেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। গতবার ১৫টি ক্লাব অংশগ্রহণ করেছিল। তবে এবারে বৈঠকে মাত্র ৪টি ক্লাবই অংশগ্রহণ করেছিল বলে সূত্রের খবর। অভিযোগ, কার্নিভাল করতে যে পরিমাণ খরচ হয় সেই টাকা দেওয়া হয় না। যার ফলে সমস্যায় পড়তে হয় উদ্যোক্তাদের। এমনকি বাড়তি বোঝা হয়ে যায় বলে পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি। যদিও পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

ফরাক্কা, ৪ অক্টোবর : ডিএম ডাইরেক্ট ইপি স্কিমে প্রকৃত দুঃস্থদের তালিকাভুক্ত করা, পিএইচিইর কাজ সমাপ্ত করতে হবে, ১০০ দিনের কাজ অবিলম্বে চালু করতে হবে নানা দাবিতে বৃহস্পতিবার বিকেলে ফরাক্কা বিডিও অফিসের সামনে প্রতিবাদ মিছিল করল ফরাক্কা সিপিএম কমিটি। উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কা সিপিএম দুনম্বর লোকাল কমিটির সম্পাদক মুজাফফর হোসেন, সিটু নেতা দিলীপ মিশ্র, সিপিএমের শ্যামল মিশ্র, হিমাংশু সাহা, মতিউর রহমান প্রমুখ। ফরাক্কা সিপিএম লোকাল কমিটির সম্পাদক তথা রাজ্য কমিটির সদস্য মোজাফফর হোসেন বলেন, 'বেশ কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে আমরা এসেছিলাম বিডিওর কাছে।' ফরাক্কার বিডিও জুনায়েদ আহমেদ জানালেন, 'আবাস যোজনায় আমাদের কাছে যে অনুমোদন লিস্ট আছে, তার উপর আমরা এনকোয়ারি করব, আজকেও কিছু ফরম দিয়ে গেল ডেপুটেশন থেকে। সবটা মিলে তদন্ত করব, সত্যিকারের পাওয়ার যোগ্য তাদের চূড়ান্ত করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

স্বীকৃতি দাবি

প্রথম পাতার পর

যদি করে থাকেন, সেই চিঠি তিনি প্রকাশ্যে দেখান। আমরাও দেখতে চাই মুখ্যমন্ত্রী বাংলা ভাষার প্রতি কতটা সহানুভূতিশীল। বাংলার অস্তিত্বের প্রতি কতটা সহানুভূতিশীল। তিনি রাজেশ ও তাপসকে ভাষা শহিদের মর্যাদা দিয়ে তা প্রমাণ করুন। আমরা খোলা চিঠির মাধ্যমে সেই দাবি জানাচ্ছি।'

ইসলামপুরের দাড়িভিটে ২০১৮ সালে রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মন নামে দুই প্রাক্তন ছাত্র পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল। তাদের দাবি ছিল, স্কুলে আরবি শিক্ষক নয়, বাংলা শিক্ষক চাই। ওই ঘটনার এতদিনেও তদন্ত চলছে। এদিকে ভারতের বেশ কিছু ভাষাকে আগেই ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। দাড়িভিটি কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে চাপে রাখতে তৈরি হয়েছে রাজ্য বিজেপি। এদিন রাজেশ ও তাপসকে ভাষা শহিদের মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি দিয়ে সুকান্ত সেই চাপ বাড়ালেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

সুকান্ত জানান, 'আজও তাপস আর রাজেশের দেহ সৎকার হয়নি। কবরে রেখেছেন তাদের মা-বাবা। মুখ্যমন্ত্রী যদি বাংলা এবং বাংলা ভাষার প্রতি এতই দরদি হন, তাহলে এই দুই ছাত্রকে ভাষা শহিদের মর্যাদা দিয়ে নিজের বাংলাপ্রীতির প্রমাণ রাখুন।'

স্বর্ণজয়ন্তী দলের ঋণের টাকা আত্মসাৎ

কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৪ অক্টোবর : স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ব্যাংক ঋণের কয়েক হাজার টাকা তছরুপের ঘটনায় এসএইচজি মহিলা স্বর্ণজয়ন্তী দলের কোষাধ্যক্ষ মলিদা খাতুনের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন স্বর্ণজয়ন্তী দলের মহিলারা। শুক্রবার বিকেলে রায়গঞ্জ থানায় এই অভিযোগ হতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

স্বর্ণজয়ন্তী মহিলাদের ঋণ পরিশোধের টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়ে প্রায় এক লক্ষ ৫৪ হাজার ৭৮ টাকা তছরুপের অভিযোগ রয়েছে কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে। শুক্রবার স্বর্ণজয়ন্তী দলের মহিলারা টাকার হিসাব চাইতে গেলে তাঁদেরকে মারধর করে বাড়িছাড়া করার অভিযোগ ওঠে মলিদা খাতুন ও তাঁর স্বামী বকুল আলির বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে রায়গঞ্জ থানার শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিশালা সংলগ্ন ডাঙাপাড়া গ্রামে।

স্বর্ণজয়ন্তী দলের মহিলা সভানেত্রী আফতারা পারভিনের অভিযোগ, 'ব্যাংকের ঋণের বিভিন্ন মাসের কিস্তির টাকা সময়মতো ওই ক্যাশিয়ারের হাতে জমা দেওয়া হয়। তার বিনিময়ে কোনও রশিদ দিতেন না তিনি। সাদা কাগজে সই করে দিতেন। ভেবেছিলাম এটাই নিয়ম। পরে জানতে পারলাম আমাদের টাকা ব্যাংকে জমা পড়েনি। আজ ওই ক্যাশিয়ারের বাড়িতে সমস্ত দলের মহিলারা হাজির হলে ক্যাশিয়ার ও তাঁর পরিবারের লোকেরা একত্রিত হয়ে মারধর দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এরপর রায়গঞ্জ থানার দ্বারস্থ হই আমরা।'

শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ইফতিকার আলি বলেন, 'অভিযুক্ত মহিলা লক্ষাধিক টাকা তছরুপ করেছে। একাধিকবার সালিশি সভায় ডাকা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আজ দুপুরে স্বর্ণজয়ন্তী মহিলারা ওই ক্যাশিয়ারের বাড়িতে গেলে তাঁদেরকে মারধর করা হয়। হুমকি দেওয়া হয়। এরপরেই বাধ্য হয়ে রায়গঞ্জ থানার দ্বারস্থ হন স্বর্ণজয়ন্তী দলের মহিলারা।'

> অভিযুক্ত মহিলা লক্ষাধিক টাকা তছরুপ করেছে। একাধিকবার সালিশি সভায় ডাকা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।
>
> **ইফতিকার আলি**
> উপপ্রধান, শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

গৌড়বঙ্গের পুজো উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

নিউজ ব্যুরো

৪ অক্টোবর : দেবীপক্ষের সূচনা হয়ে গিয়েছে। প্রস্তুতি প্রায় শেষ। একে একে শুরু হয়েছে পুজো উদ্বোধন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার কলকাতা থেকে গাজোলের ব্লক ডায়মন্ড ক্লাবের পুজো উদ্বোধন করলেন ভার্চুয়ালি। ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন রশিদপুর সার্বজনীন দুর্গোপুজো।

এদিন দক্ষিণ দিনাজপুরের মোট ১৫টি দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন তিনি। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কুশমণ্ডি ব্লকের সর্বজনীন দুর্গাপুজো এবং হরিরামপুর ব্লকের শক্তি সংঘের দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

কুমারগঞ্জ এলাকার নেশ ক্লাবের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্যোক্তাদের মতে, শহরের বিভিন্ন বিগ বাজেটের পুজোর সঙ্গে প্রত্যন্ত এলাকার পুজোও উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তারা এতে ধন্য এবং কৃতজ্ঞ। পতিরাম অরবিন্দপল্লি দুর্গাপুজো সমিতির পুজো ভার্চুয়াল উদ্বোধনও করেন তিনি। এর আগে পতিরামের কোনও পুজো মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করেননি। পতিরামের সঙ্গে কুমারগঞ্জ এলাকার নিউ তরুণ সংঘ এবং ইয়ুথ কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব এই দুটো পুজোও ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি এদিন রায়গঞ্জের অনুশীলনী ক্লাবের পুজোর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

জমি বিবাদে জখম ৪

গঙ্গারামপুর, ৪ অক্টোবর : জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল গঙ্গারামপুরে বাসুরিয়ায়। গুরুতর জখম হয়েছে দুইপক্ষের চারজন। আহতদের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয় হাসপাতালে।

গঙ্গারামপুর থানার বাসুরিয়া দানিগ্রামের বাসিন্দা আবু বক্কর ও হাকিম মিয়াঁ একে অপরের প্রতিবেশী। জমিজায়গা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছে। দুইপক্ষ এনিয়ে থানায় অভিযোগও দায়ের করে। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে গিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফের দুই প্রতিবেশির পরিবারের লোকজন প্রথমে বিতর্কে জড়ায়। এরপরে দুইপক্ষের সংঘর্ষ শুরু হয়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় দুইপক্ষের চারজন। তাঁরা গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনার পর শুক্রবার একে অপরের বিরুদ্ধে গঙ্গারামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।

বন্য শূকরের আক্রমণে মৃতকে ক্ষতিপূরণ

মোথাবাড়ি, ৪ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে বন্য শূকরের আক্রমণে মৃত বাঙ্গীটোলার বাসিন্দা পাটচাষি টুলু চৌধুরীর পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিল বন দপ্তর। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় টুলু চৌধুরীর স্ত্রী রুনু চৌধুরীর হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। উপস্থিত ছিলেন বন দপ্তরের কালিয়াচক রেঞ্জের আধিকারিক সরস্বতী বিশ্বাস।

বন্য শূকর ও বন্য প্রাণীর আক্রমণে বহু পরিবার সর্বস্বান্ত হচ্ছে গঙ্গানদীর তীরবর্তী এলাকায়। বিষয়ে কার হস্তক্ষেপ রয়েছে? কোনও কাজে যাওয়া মানুষের এই সমস্যায় পড়ছে। সম্প্রতি চরে কাজ করতে যাওয়া বুনো শূকরের হামলায় মৃত বাঙ্গীটোলা এলাকার শকুল্লাপুর গ্রামের পাটচাষি টুলু চৌধুরীর মৃত্যু হয়। এই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে বন দপ্তর। বন দপ্তরের আধিকারিক সরস্বতী বিশ্বাস নিজ উদ্যোগে মৃত টুলু চৌধুরীর বাড়ি গিয়ে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করে পরিবারের টাকা পাইয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন।

প্রয়াত টুলু চৌধুরীর স্ত্রী রুনু চৌধুরী জানান, 'তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে কেমন করে সংসার চালাব, তা বুঝতে পারছিলাম না। সরকারি এই টাকা পাওয়ায় আমাদের বিরাট লাভ হল।'

ইজরায়েল টিকবে না : খামেনেই

ইরান নয়, নেতানিয়াহুর অগ্রাধিকার লেবানন

তেল আভিভ ও তেহরান, ৪ অক্টোবর : গাজার গণ্ডি পার করে লেবাননে অভিযান শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের অনেকে। কেউ কেউ অবশ্য দ্বিমত পোষণ করছেন। তবে চলতি সপ্তাহের শুরুতে ইরান যেভাবে ইজরায়েলের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার যে তার জবাব দেবেই সেই ব্যাপারে একমত পর্যবেক্ষক মহল। ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে পুরোদস্তর যুদ্ধ শুরু হলেও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করছেন পশ্চিমী কূটনীতিকরা।

এদিকে ইজরায়েলকে বেনজির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেই। শুক্রবার তেহরানের এক মসজিদে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে কার্যত ইজরায়েলকে ধ্বংস করার ডাক দিয়েছেন খামেনেই। ৫ বছরের মধ্যে তাঁর প্রথম প্রকাশ্য সমাবেশে খামেনেই বলেন, 'ইজরায়েল দীর্ঘমেয়াদে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না। ইহুদি আর মার্কিনিরা স্বপ্ন দেখছে। এখানকার মাটি থেকে ইহুদিরা যে উচ্ছেদ হবে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।' ইরানি নেতার বক্তব্য, 'ওদের (ইজরায়েল) শিকড় বলে কিছু নেই। সবই ভুয়ো, অস্থায়ী। আমেরিকা সমর্থন করছে বলেই ওরা এখনও টিকে রয়েছে।'

হিজবুল্লার প্রয়াত প্রধান সৈয়দ হাসান নাসরুল্লার কথা উল্লেখ করে খামেনেই বলেন, 'উনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু ওর আদর্শ চিরকাল আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। পতাকা হাতে ইহুদিদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নাসরুল্লার মৃত্যু আমাদের আরও দৃঢ়চেতা করেছে। এই মৃত্যু বৃথা যাবে না।' লেবানন ও প্যালেস্তাইনে হামলার পরেও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করায় আন্তর্জাতিক মহলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন খামেনেই। ইরানের হুমকির মধ্যেও অবশ্য লেবানন ও গাজায় অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। এদিন তারা ওয়েস্ট ব্যাংকেও বোমাবর্ষণ করেছে। সেখানকার একটি শরণার্থী শিবিরে বোমা পড়ে ১৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত মার্কিন বিশেষজ্ঞ ভ্যালি নাসরের মতে, হামলা-পালটা হামলা জারি থাকলে ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে আমেরিকাও ইজরায়েলের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু ইজরায়েলের পক্ষে ইরানের সামরিক ব্যবস্থা বা পরমাণু কর্মসূচিকে পুরোপুরি ধ্বংস করা সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, 'ইরানের পারমাণবিক পরিকাঠামো খুব সুরক্ষিত। ১৯৮০-র দশকে ইরাকের ওসিরাক কেন্দ্রের চেয়ে তা অনেক বেশি জটিল। ইজরায়েলি হামলা ইরানের কয়েকটি কেন্দ্রের ক্ষতি করতে পারে তবে পরমাণু কর্মসূচি ধ্বংস করতে পারবে না।' নাসরের পর্যবেক্ষণ, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরানের বিরুদ্ধে পুরোদস্তর যুদ্ধে নামতে চাইবে না ইজরায়েল। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর লক্ষ্য, গাজা থেকে হামাসকে নিশ্চিহ্ন করা। এছাড়া লেবাননে অভিযান চালিয়ে ইরান সমর্থিত হিজবুল্লা গোষ্ঠীকে ধ্বংস করতে চাইছেন তিনি। এই সময় ইরানের বিরুদ্ধে নতুন ফ্রন্ট খুললে লেবানন থেকে ইজরায়েলি সেনার বড় অংশকে সেখানে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে হিজবুল্লার বিরুদ্ধে নির্ণায়ক জয় পাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন।

নাসর জানান, ইজরায়েলে সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলাকে সাফল্য বলে দাবি করছে ইরান। অন্যদিকে ইজরায়েল বলছে তাদের কোনও ক্ষতি হয়নি। ইরান জানিয়েছে, নিরীহ ইজরায়েলিদের হত্যা করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা যুদ্ধ শুরু করতে চায় না। ইরান শুধু বোঝাতে চেয়েছে তারা ইচ্ছা করলে ইজরায়েলি ভূখণ্ডে আঘাত হানতে পারে। আয়রন ডোম ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ইজরায়েলিদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস রয়েছে তাও ভাঙতে চেয়েছে ইরান।

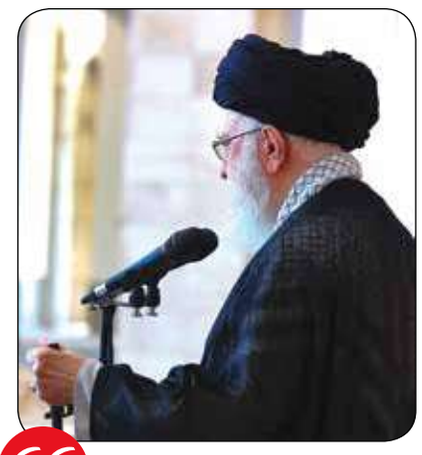

> ওদের (ইজরায়েল) শিকড় বলে কিছু নেই। সবই ভুয়ো, অস্থায়ী। আমেরিকা সমর্থন করছে বলেই ওরা এখনও টিকে রয়েছে।
>
> **আয়াতুল্লা আলি খামেনেই**
> ইরানের সর্বোচ্চ নেতা

একনজরে

- ৫ বছরে প্রথমবার প্রকাশ্যে খামেনেই
- হিজবুল্লার পাশে ইরান
- ওয়েস্ট ব্যাংকে ইজরায়েলি বিমান হামলা
- নেতানিয়াহুর পক্ষে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি ধ্বংস করা কঠিন, মত মার্কিন বিশেষজ্ঞের
- ইজরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টায় ইরান

প্রত্যাবর্তনের হ্যাটট্রিক না পালাবদল

জাঠভূমে হাত-পদ্ম সম্মুখসমর আজ

চণ্ডীগড়, ৪ অক্টোবর : প্রতীক্ষার অবসান। শনিবার হরিয়ানায় সম্মুখসমরে নামছে বিজেপি ও কংগ্রেস। ৯০ আসনের বিধানসভা ভোটযুদ্ধে আরও কয়েকটি দল থাকলেও মূল লড়াইটা হচ্ছে এই দুটি দলের মধ্যেই। মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডা, কুস্তিগির ভিনেশ ফোগট, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী দুষ্মন্ত চৌতালা সহ মোট ১০৩১ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন হরিয়ানার ২ কোটিরও বেশি ভোটার। তাঁদের মধ্যে শতায়ু ভোটারের সংখ্যা ৮৮২১ জন।

শনিবার ভোট শুরু হবে সকাল সাতটায়। শেষ হবে সন্ধ্যা ৬টায়। মোট বুথের সংখ্যা ২০,৬৩২। ভোটের সময় যাতে কোনওরকম অশান্তি তৈরি না হয় সেই জন্য বিপুল সংখ্যায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বিজেপির আশা, এবার তারা জয়ের হ্যাটট্রিক করবে। যদিও কংগ্রেস মনে করছে, ভোটপ্রচারেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, জাঠভূমে পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

হরিয়ানার বেকারত্ব, কৃষকদের সমস্যা, অগ্নিবীর যোজনা, মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্তার মতো অভিযোগগুলিকে সামনে রেখে এবার

নির্বাচনে গুরুদায়িত্ব। ইভিএম মাথায় নিয়ে গন্তব্যের পথে।

সরব হয়েছে কংগ্রেস। সেইসঙ্গে তারা ক্ষমতায় এলে কী কী করা হবে সেই সংক্রান্ত একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। উলটোদিকে বিজেপির প্রচারে উঠে এসেছে কংগ্রেস জমানার দুর্নীতি, স্বজনপোষণের বিষয়গুলি। পরিবারতন্ত্রের অভিযোগও উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবার হরিয়ানায় মাত্র ৪টি নির্বাচনি জনসভা করায় খোঁচা দিয়েছে কংগ্রেস। তাদের দাবি, হার টের পেয়ে হরিয়ানামুখো হতে চাইছেন না মোদি। বৃহস্পতিবার প্রচারের শেষদিনেও হরিয়ানায় আসেননি তিনি। যদিও প্রচারের শেষলগ্নে ঝোড়ো ইনিংস খেলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর নেতৃত্বে সম্প্রতি যে পদযাত্রা হয়েছিল তা নিয়ে হরিয়ানার সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিপুল সাড়া পড়েছে তাতেও উৎসাহ কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে হাত শিবিরের। জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে হরিয়ানার ভোটের ফল প্রকাশিত হবে ৮ অক্টোবর। ২০১৯ সালে বিজেপি জিতেছিল ৪০টি আসন। জেজেপি জিতেছিল ১০টি আসন। তৈরি হয়েছিল জোট সরকার। অপরদিকে কংগ্রেস পেয়েছিল ৩১টি আসন।

এদিকে শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগ দেন প্রাক্তন বিজেপি নেতা অশোক তানওয়ার। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। বৃহস্পতিবার মহেন্দ্রগড়ে রাহুল গান্ধির জনসভার শেষে তিনি কংগ্রেসে ঘর ওয়াপসি করেন।

তরুণীকে গণধর্ষণ, ধৃত ১

পুনে, ৪ অক্টোবর : সঙ্গীর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এক তরুণীকে তিন ব্যক্তি গণধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। পুলিশ এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। গুরুতর আহত তরুণী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুনের বোপদেবঘাট অঞ্চলে। তিন ব্যক্তি নিজেদের সমাজকর্মী বলে পরিচয় দিয়ে তরুণী ও তাঁর সঙ্গীকে প্রথমে তাদের গাড়িতে উঠতে বলে। কিছু দূরে গিয়ে চলে ধর্ষণ। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

বাংলো ছাড়লেন কেজরিওয়াল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি আগেই ছেড়েছিলেন। এবার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনটিও খালি করে দিলেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ ৬ ফ্ল্যাগস্টাফ রোডের আবাস ছাড়েন তিনি। কেজরির সঙ্গে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন তাঁর বাবা-মা, স্ত্রী এবং সন্তানরা। শুক্রবার থেকে আপ সুপ্রিমোর নতুন ঠিকানা লুটিয়েন দিল্লির ফিরোজ শাহ রোডের পাঁচ নম্বর বাংলো।

অবশেষে পাকিস্তানে যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর : দিনকয়েক পরেই জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে। তারপরেই পাকিস্তান সফরে যাবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ১৫-১৬ অক্টোবর ইসলামাবাদে সাংহাই সহযোগিতা পরিষদ (এসসিও)-এর শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'পাকিস্তানে হতে চলা এসসিও বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।'

২০১৫-র ডিসেম্বরে পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। তারপর আর কোনও ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী পাক সফরে যাননি। ২০১৬-য় উরিতে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী হামলার পর দু-দেশের সম্পর্কে ব্যাপক টানাপোড়েন শুরু হয়। তবে ওই বছর অগাস্টে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং পাকিস্তানে সার্ক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। ২০১৮-য়

কর্তারপুর করিডরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সেদেশে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরপ্রীত কৌর বাদল এবং হরদীপ সিং পুরী। কেউই কোনও পাক মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেননি।

গত একদশকে প্রথমবার একজন ভারতীয় বিদেশমন্ত্রীর পাকিস্তান সফর নিয়ে স্বাভাবিকভাবে কূটনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। জয়শংকরের আসন্ন সফরকে ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বরফ গলার ইঙ্গিত বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, আসন্ন এসসিও বৈঠক আয়োজনের দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তবে মোদির পরিবর্তে এবার এসসিও-তে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন জয়শংকর।

ভারত, চিন, রাশিয়া, পাকিস্তান, কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তানকে নিয়ে গঠিত হয়েছে এসসিও। বর্তমানে গোষ্ঠীর সভাপতি পদে রয়েছে পাকিস্তান। সেই সূত্রেই এসসিও শীর্ষ বৈঠকের দায়িত্ব পেয়েছে তারা। তবে ভারত যে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে পাকিস্তানের ওপর কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টির নীতি থেকে সরে আসেনি, এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে বিদেশমন্ত্রীর যোগদান সেদিকেই ইঙ্গিত করছে।

লাড্ডু বিতর্কে সিট গঠনের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর : তিরুপতির প্রসাদি লাড্ডু বিতর্কে শুক্রবার একটি নিরপেক্ষ সিট বা বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সিবিআইয়ের ডিরেক্টরের তদারকিতে সিট তার তদন্তপ্রক্রিয়া সারবে। বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথানের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বলেছে, কোটি কোটি মানুষের আবেগের কথা ভেবে আমরা ঠিক করেছি রাজ্য পুলিশ, সিবিআই এবং এফএসএসএআইয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি নিরপেক্ষ সিট গঠন করে তদন্ত করাতে হবে। শীর্ষ আদালত বলেছে, ওই সিটে সিবিআইয়ের দুজন, অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের দুজন এবং এফএসএসএআইয়ের একজন পদস্থ আধিকারিক থাকবেন। বিচারপতিরা বলেছেন, খাবার পরীক্ষা করার জন্য এফএসএসএআই সর্বাধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শীর্ষ সংস্থা। বিচারপতি গাভাই বলেন, আমরা চাই না, এই বিতর্ক যেন কোনওভাবেই রাজনৈতিক নাটকে পরিণত হোক। একটি নিরপেক্ষ সংস্থা থাকলে বিশ্বাসটাও টিকে থাকবে।

'টয়লেট এক ট্যাক্স কথা', হিমাচলে নতুন বিতর্ক

সিমলা, ৪ অক্টোবর : শহরাঞ্চলের প্রতিটি বাড়িতে টয়লেট বা শৌচাগার পিছু ২৫ টাকা করে কর বসানোর সিদ্ধান্ত ঘিরে শোরগোল পড়েছে হিমাচলপ্রদেশে। আর্থিক ভারে জর্জরিত হিমাচলের কংগ্রেসশাসিত সরকার ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, নিকাশি এবং জলের বিলের একটি অংশ হিসেবে ওই কর আদায় করা হবে। সেই টাকা জলশক্তি বোর্ডকে দেওয়া হবে। কিন্তু বিজেপি বিষয়টি নিয়ে সরব হতেই শুক্রবার পত্রপাঠ ওই সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। তিনি বলেন, 'শৌচাগার পিছু কর চাপানোর যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। হরিয়ানায় ভোট রয়েছে বলে বিজেপি হিন্দু-মুসলিম এবং নিকাশির কথা বলছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।' তবে সুখু মানতে না চাইলেও হিমাচলের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ওমকার শর্মা বলেন, 'ওই বিজ্ঞপ্তিটি ২১ সেপ্টেম্বর জারি করা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু উপমুখ্যমন্ত্রী আপত্তি তোলায় সেদিনই সেটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল।'

মুখ্যমন্ত্রীর সাফাই সত্ত্বেও বিজেপি তাঁকে ছেড়ে কথা বলতে নারাজ। হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'যদি এটা সত্যি হয় তাহলে তা বাস্তবিকই অবিশ্বাস্য।' তাঁর কথায়, 'একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বচ্ছতাকে গণ আন্দোলনে পরিণত করছেন আর অন্যদিকে কংগ্রেস শৌচাগারের জন্য মানুষের থেকে কর আদায় করছে। তারা নিজেদের আমলে শৌচাগারের ব্যবস্থা করতে পারেনি। এমন ধরনের পদক্ষেপ দেশের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক।' সুখু সরকার আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে বলেও তোপ দেগেছে বিজেপি। আগে রাজ্য কোষাগারের হাঁড়ির হাল সামলাতে বেতন ও ভাতা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সুখু সরকার। তখনও একপ্রস্থ বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, ১০০ টাকা করে ওয়াটার চার্জ নেওয়ার ব্যাপারে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল সুখু সরকার। তার মধ্যে ২৫ টাকা শৌচাগার কর বাবদ নেওয়া হবে। কিন্তু এদিন বিষয়টি ভিত্তিহীন বলে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'জলের সংযোগ বাবদ প্রতিটি বাড়ি থেকে ১০০ টাকা করে নিচ্ছি।'

বাহিনীর অভিযানে নিকেশ ৩০ মাওবাদী

রায়পুর, ৪ অক্টোবর : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র হুঁশিয়ারি কার্যকর করার লক্ষ্যে মাওবাদীদের ঝাড়েমূলে নিকেশ করতে বিভিন্ন জায়গায় নেমে পড়েছে নিরাপত্তাবাহিনী। বড়সড়ো সাফল্য পেল ছত্তিশগড়ের পুলিশ ও আধাসেনা। শুক্রবার মাওবাদীদের সঙ্গে তাদের লড়াইয়ে অন্ততপক্ষে ৩০ মাওবাদীর মৃত্যু

ছত্তিশগড়

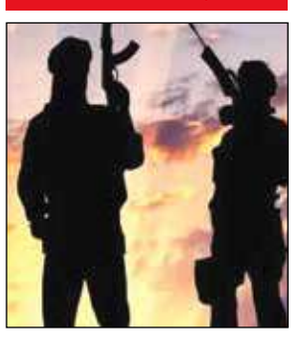

হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ঘটনাস্থল ছত্তিশগড়-মহারাষ্ট্র সীমানায় বস্তার অঞ্চল।

পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, গত ১৬ এপ্রিলের পর মাওবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এত বড় সাফল্য মেলেনি। সেদিন কাঙ্কেরে ২৯জন মাওবাদী নিকেশ হয়েছিল।

মাওবাদীদের সঙ্গে নিরাপত্তাবাহিনীর লড়াই এদিন চলেছে নারায়ণপুর-দান্তেয়ারার আবুজমাদে। মহারাষ্ট্র ও ছত্তিশগড় সীমানায় আবুজমাদ। এখানকার ৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত অঞ্চল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। ব্রিটিশ আমল থেকেই এই জায়গা 'অজানা পাহাড়' নামে পরিচিত। মাওবাদীদের লুকিয়ে থাকার বিস্তর সুবিধে রয়েছে। স্বভাবতই এই অঞ্চলকে মাওবাদীদের ডেন বলা যেতে পারে।

সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, দুপুর থেকে অভিযানের শুরু। তবে দু'তরফের জোর লড়াই হলেও নিরাপত্তাবাহিনীর একজনেরও ক্ষতি হয়নি। মৃত মাওবাদীদের কাছ থেকে একে ৪৭, এসএলআর সহ প্রচুর অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। দান্তেওয়াড়ার এসপি গৌরব রাই জানিয়েছেন, মাওবাদীরা আবুজমাদের দক্ষিণে থুলথুলি ও গেবড়ি গ্রাম সন্নিহিত জঙ্গলে রয়েছে। তাদের নিকেশ করাই লক্ষ্য। তিনি জানিয়েছেন, শনিবারের মধ্যে মৃত মাওবাদীদের চিহ্নিত করে তাদের পরিচয় জানার কাজ শেষ হয়ে যাবে।

প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছে, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অল আউট অভিযানে চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ১৬৮ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০২৬ সালে ভারত মাওবাদী মুক্ত হবে। ভবিষ্যৎ বলবে তা কতটা হবে।

ঝাঁপ দিয়ে প্রতিবাদ ডেপুটি স্পিকারের

মুম্বই, ৪ অক্টোবর : ট্রাপিজের খেলা নয়, রীতিমতো প্রতিবাদ। শুক্রবার আচমকাই মহারাষ্ট্রের সচিবালয় ভবনের চারতলা থেকে ঝাঁপ দিলেন ওই রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার তথা এনসিপি বিধায়ক নরহরি সীতারাম জিরওয়াল সহ আরও কয়েকজন আদিবাসী বিধায়ক। তবে নিরাপত্তা জাল থাকায় অল্পের জন্য বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান তাঁরা।

ডেপুটি স্পিকার জিরওয়ালের সঙ্গে এদিন আরও যাঁরা ঝাঁপ দেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত সাভরা, বিধায়ক কিরণ লাহামতে, হিরামন খোসকার এবং রাজেশ পাতিল। পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করার পর সচিবালয়ের সামনে ধনায় বসেন প্রতিবাদী বিধায়করা।

রাজ্যের ধাঙড় গোষ্ঠীকে তপশিলি জনজাতি (এসটি)-র অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা এবং সরকারি চাকরিতে আদিবাসীদের নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন ডেপুটি স্পিকার ও তাঁর সঙ্গীরা। স্লোগান দিতে দিতে হঠাৎই তাঁরা সচিবালয়ের চারতলা থেকে ঝাঁপ দেন। তবে সকলেই জালে আটকে যান। কারও তেমন আঘাত লাগেনি। পুলিশ চারজনকেই নিরাপদে জাল থেকে উদ্ধার করে। ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা রুখতে ২০১৮ সালেই সচিবালয় চত্বরে জাল লাগানো হয়।

মূলত পশ্চিম মহারাষ্ট্র এবং মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলে ধাঙড় গোষ্ঠীর বসবাস। কয়েক বছর ধরেই তাঁরা সরকারের কাছে তপশিলি জনজাতির তকমা চেয়ে আন্দোলন চালাচ্ছেন। গত মাসে ধাঙড় গোষ্ঠীর এক নেতা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, দাবি পূরণ না হলে তাঁদেরও শিন্ডেকে প্রয়োজন নেই। চলতি বছরের শেষেই মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এই ঘটনা নিয়ে আলোড়ন পড়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

বিয়ের তারিখে শুভেচ্ছা পোস্ট মিশেল-ওবামার

ওয়াশিংটন, ৪ অক্টোবর : ৩২ বছরের বিবাহিত জীবন। বৃহস্পতিবার ছিল বিয়ের শুভ বার্ষিকী। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিলেন বারাক ও মিশেল ওবামা। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা মিশে থাকে পরস্পরের আচার, ব্যবহার ও কাজে। ভালোবাসার সুখ অন্তরে। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রী বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পোস্ট দিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। স্ত্রীকে শেয়ার করে ওবামা লিখেছেন, 'শুভ বিবাহবার্ষিকী। ৩২ বছর আমরা একসঙ্গে। ভালো সঙ্গী পেয়েছি। বন্ধুও।' পোস্টে মিশেলের লেখায় রয়েছে দাম্পত্যের মধুরতা। উষ্ণতাও। মিশেল লিখেছেন, 'আমাদের জীবন কাজে ভরা। সব সময় পাশে থাকার জন্য আর আমাকে হাসানোর উপায় খুঁজে বার করার জন্য ওঁকে ধন্যবাদ।' ১৯৯২ সালের ৩ অক্টোবর দাম্পত্যের গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন তাঁরা। মালিয়া ও সাশা তাঁদের দুই কন্যা।

যৌবন ফেরানো নিয়েও প্রতারণা

কানপুর, ৪ অক্টোবর : কল্পবিজ্ঞানের গল্পে টাইম মেশিনে চড়ে অতীত থেকে ভবিষ্যতে চরে বেড়ানো যায়। এবার সেই টাইম মেশিনের স্বপ্ন ফেরি করে প্রতারণার অভিযোগ। উত্তরপ্রদেশের কানপুরের ঘটনা। অভিযোগ, টাইম মেশিনের সাহায্যে 'অক্সিজেন থেরাপি'র মাধ্যমে বয়স কমিয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন এক দম্পতি। সব মিলিয়ে প্রতারণার অঙ্ক ৩৫ কোটি টাকার বেশি। অভিযুক্ত রাজীবকুমার দুবে ও তাঁর স্ত্রী রশ্মি দুবে গা-ঢাকা দিয়েছেন। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, কানপুরে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে রিভাইভাল ওয়ার্ল্ড নামে থেরাপি সেন্টার খুলেছিলেন ওই দম্পতি। সেখানে ইজরায়েলে তৈরি টাইম মেশিনের সাহায্যে বয়স কমিয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে কয়েকডজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কাছ থেকে ৩৫ কোটি টাকা তুলেছিলেন তাঁরা। আশ্বাস দিয়েছিলেন ৬০ বছরের বৃদ্ধ টাইম মেশিনের সাহায্যে কয়েকমাসের মধ্যে ২৫ বছরের তরুণে পরিণত হবেন। কিন্তু টাকা পাওয়ার পর থেকে খোঁজ নেই দুবে দম্পতির।

এখনও পর্যন্ত ২৫ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন। তবে অনেকেই

৩৫ কোটি জলে

প্রকাশ্যে আসতে চাইছেন না। প্রতারিতের মোট সংখ্যা শতাধিক বলে রেণু সিং নামে এক অভিযোগকারিণীর দাবি। বয়স কমাতে ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা প্রতারক দম্পতিকে দিয়েছিলেন রেণু। রাজীব ও রশ্মির দেশ ছেড়ে পালানো ঠেকাতে বিমানবন্দরগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে।

হেলেনে বিপর্যস্ত ক্যারোলিনা, মৃত ২১৫

ওয়াশিংটন, ৪ অক্টোবর : ঘূর্ণিঝড় হেলেনের তাণ্ডবে তছনছ আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা প্রদেশ। ২০০৫ সালে ক্যাটরিনার পর গত দু'দশকে এমন বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় দেখেনি মার্কিন মুলুক।

হেলেনের ধাক্কায় বিপর্যস্ত সে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা। উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা ছাড়াও জর্জিয়া, ফ্লোরিডা, টেনেসি এবং ভার্জিনিয়ায় বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ২১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ মানুষের সংখ্যাও কম নয়। তবে সেই সংক্রান্ত স্পষ্ট পরিসংখ্যান এখনও পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসনের কাছে নেই। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে লাখো মানুষকে বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় কাটাতে হচ্ছে। জ্বালানি সংকটে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। বহু রাস্তাঘাটে ধস নামায় পরিবহণ ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত।

বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ফ্লোরিডার কেটন বিচে দুর্যোগপীড়িত এলাকা পরিদর্শন করার পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাও বলেন।

এই অবস্থায় উত্তর ক্যারোলিনার প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় বন্যাপ্লাবিত নদী পেরিয়ে কাদামাটির ধ্বংসস্তূপ থেকে জলবন্দি মানুষকে উদ্ধারের কাজ চলছে। একইসঙ্গে নিখোঁজদের উদ্ধারে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছেন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীরা। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার দরুন উদ্ধার ও ত্রাণের কাজ ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

হেপাজতে পার্থরা

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অয়ন শীলকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। শুক্রবার তাঁরা ভার্চুয়ালি শুনানিতে অংশ নেন।

গ্রেপ্তার ২

বাঁশদ্রোণীতে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় পে লোডার চালক শম্ভু রাম ও মালিক বিশ্বকর্মা শর্মাকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৫ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনার দিন চালককে পালাতে সাহায্য করেছিল মালিক।

বৈঠকে মুখ্যসচিব

শুক্রবার নবান্নে ট্যাস্ক ফোর্স ও ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করে সুফল বাংলা স্টলে কোন সবজির দাম কত হবে তা বেঁধে দিলেন মুখ্যসচিব মনোজকুমার পন্থ।

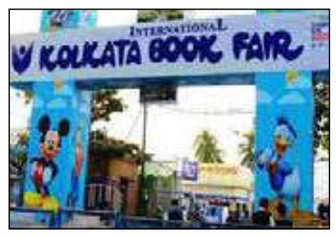

বইমেলা ২৮শে

২০২৫-এর ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। দিনক্ষণ ঘোষণা করল পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড।

রোজভ্যালির আমানত ফেরানো শুরু

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : আদালতের নির্দেশ মেনে রোজভ্যালির আমানতকারীদের টাকা ফেরানো হল। প্রথম দফায় ৭,৩৪৬ জন বিনিয়োগকারীকে ১০,২০০ টাকা করে অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। আগামীদিনেও বাকিরা তাঁদের অর্থ ফেরত পাবেন বলে জানিয়ে দিয়েছে ইডি। টাকা ফেরত চেয়ে মোট ২৮ লক্ষ ১০ হাজার ৭১৪টি আবেদন জমা পড়েছিল। কিন্তু স্ক্রুটিনির পর অনেক আবেদন বাতিল করে দেওয়া হয়। এরপরই ৭,৩৪৬ জনকে প্রথম পর্যায়ে টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। রোজভ্যালি চিটফান্ডের টাকা ইডিকে ফেরানোর নির্দেশ আগেই দিয়েছিল এমপিএমএলএ আদালত। রোজভ্যালির প্রায় ১১.১৯ কোটি টাকার ১৪টি ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটিকে হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো ডিসপোজাল কমিটি ওই টাকা ফেরত দেওয়া শুরু করল।

বিপাকে বিনীত

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : পদে থাকাকালীন আরজি করের নির্যাতিতার নাম প্রকাশ করেছিলেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলায় রাজ্যের আইনজীবীকে নোটিশ দেওয়ার নির্দেশ দিল।

পঙ্কজকে না

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস আধিকারিক পঙ্কজ দত্তের রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চ।

৭৫ বর্ষপূর্তি

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : ৭ অক্টোবর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা পাঠক্রমের ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান শুরু হতে চলেছে। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা দত্ত (দে) জানান, ১৯৫০ সালে ওই দিনটিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় ২ বছরের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সের উদ্বোধন হয়।

হাজিরা

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় খাদ্য দপ্তরের আরও দুই আধিকারিক নথি নিয়ে শুক্রবার হাজিরা দিলেন সিজিও কমপ্লেক্সে। এর আগে খাদ্য ভবনের তিনজন আধিকারিক নথি সহ সিজিওতে ইডি দপ্তরে হাজিরা দিয়েছিলেন।

সম্মান রক্ষায়

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : আরজি করের ঘটনায় শহরে যখন নারী নিরাপত্তার বিষয়টি প্রশ্নের মুখে পড়েছে, তখন এক তরুণী আইনজীবীকে হেনস্তার ঘটনায় সেই বিতর্ক আরও উসকে উঠেছে। নিজের সম্মান ও পরিচয় রক্ষা করতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই তরুণী আইনজীবী।

ট্যাবের টাকা

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ট্যাব বাবদ ১০ হাজার টাকা করে শুক্রবার থেকে দেওয়া শুরু হল। প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই টাকা পাঠানো হচ্ছে।

বনেদি বাড়িতে ছবির প্রদর্শনী

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের বিখ্যাত বনেদি বাড়ি হরকুটির। শ্রী রামকৃষ্ণদেবের পদধূলিধন্য এই প্রাচীন বাড়িতে প্রায় ৩০০ বছর ধরে মা দুর্গার পুজো হয়। এবারে সেই হরকুটিরে দেখা যাবে পুজো এবং ফোটোগ্রাফির অসাধারণ মেলবন্ধন।

উত্তর কলকাতার প্রাচীন সংস্কৃতি নিয়ে ৫০টি সাদাকালো ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে কলকাতার উইন্ডো ফোটোগ্রাফি স্কুল। স্কুলের সদস্য এবং শিক্ষকদের তোলা ছবির এই প্রদর্শনীতে ৬টি বিভাগের ছবি দেখতে পাওয়া যাবে- গঙ্গা, বাড়িঘর, মানুষজন, যানবাহন, দেবদেবী ও রাস্তাঘাটের ছবি।

প্রদর্শনীটির উদ্বোধন হয়েছে মহালয়ার দিন। এই প্রদর্শনী চলবে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত, সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা। একইসঙ্গে বনেদি বাড়ির পুজো দেখা এবং ছবি প্রদর্শনীর আনন্দ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে উইন্ডো ফোটোগ্রাফি স্কুল এবং হরকুটির কর্তৃপক্ষ।

অর্জুনের বাড়িতে বোমাবাজি

দুষ্কৃতীদের এনআইএ মামলায় জড়াতে চান শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : ফের ব্যারাকপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের ওপর হামলা চালাল দুষ্কৃতীরা। ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ভাটপাড়া সংলগ্ন এলাকায়। এই ঘটনায় অর্জুনের পাশে দাঁড়িয়ে হামলার জন্য জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম ও ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিককে নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট ও জগদ্দল থানার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে মামলা করতে চলেছেন অর্জুন।

শুক্রবার সকালে অর্জুনের ভাটপাড়ার বাড়ি শ্রমিক ভবনে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। রীতিমতো ইট, বোমা নিয়ে হামলা চালায় তারা। দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমার আঘাতে আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন অর্জুন। তাঁর অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতা নমিত সিং-এর নেতৃত্বে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়েছে। হামলার সময় নিজের বাড়িতেই ছিলেন অর্জুন। তিনি বলেন, 'বাইরে গোলমালের আওয়াজ শুনে নীচে নেমে আসি আমি। সেই সময়ে দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমার স্প্লিন্টারে আহত হই।'

ঘটনার পরেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা বলেন অর্জুন। অর্জুনের ওপর হামলার একটি ভিডিও ফুটেজ দিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন শুভেন্দু। অর্জুনের ওপর আক্রমণের নিন্দা করে পাশে থাকার বার্তা দেন কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য। বিকালে এই ঘটনার একটি ছবি দেখিয়ে শুভেন্দু দাবি করেছেন, ২৮ অগাস্ট নবান্ন অভিযানে পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে বিজেপির ডাকা বনধের দিন বিজেপি নেতা প্রিয়াংকু পান্ডের ওপর যারা হামলা করেছিল, এদিন অর্জুনের বাড়িতে হামলাকারীদের মধ্যে তারাও ছিল।

ঘটনাক্রম

- শুক্রবার অর্জুনের ভাটপাড়ার বাড়ি শ্রমিক ভবনে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী
- ইট, বোমা নিয়ে হামলা চালায় তারা
- দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমার আঘাতে আহত হয়েছেন বলে দাবি অর্জুনের
- স্থানীয় তৃণমূল নেতা নমিত সিংয়ের নেতৃত্বে দুষ্কৃতীরা এই হামলা চালিয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ

সম্প্রতি ওই ঘটনায় তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে এনআইএ। এদিনের ঘটনার পর এনআইএ-র কাছে দ্রুত তদন্ত শুরু ও দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি করেছেন শুভেন্দু। হামলার ভিডিও ফুটেজে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার ছবিকে হাতিয়ার করে শুভেন্দু বলেন, 'এই হামলার জন্য ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। জগদ্দল থানা ও ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে মামলা করবেন অর্জুন।' যদিও অভিযোগ উড়িয়ে বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের দাবি, অর্জুন নিজেই নিজের পায়ে গুলি মেরেছে। ওর লোকেদের পিছন থেকে ছোড়া বোমায় আহত হতে পারে অর্জুন। শ্যামের মতে, আসলে পায়ের তলায় মাটি সরে যাওয়ায় কখনও নমিত সিং, কখনও আমার ঘাড়ে দায় চাপাতে চাইছেন অর্জুন।

আগমন এবং আক্রমণ

সারা বাংলা যখন উৎসবে মেতেছে, তখন পুলিশের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ালেন ডাক্তাররা। শুক্রবার নদিয়া ও কলকাতার ছবি। - পিটিআই এবং আবির চৌধুরী

৩ দিনের সিবিআই হেপাজতে আশিস

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : আরজি করে হাউস স্টাফ নিয়োগের জন্য কাটমানি নিতেন সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ আশিস পান্ডে। আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত আশিসের বিরুদ্ধে আদালতে বিস্ফোরক অভিযোগ করল সিবিআই। সিনিয়ার ডাক্তারদের হুমকি দিতেন সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ আরজি করের টিএমসিপি ইউনিটের সভাপতি। জুনিয়ার চিকিৎসক ও ইন্টার্নদেরও হুমকি দিতেন তিনি। শুক্রবার আশিসকে আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে পেশ করে সিবিআই। তাঁকে ৩ দিনের সিবিআই হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সিবিআইয়ের দাবি, আর্থিক দুর্নীতিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন আশিস। সিনিয়ার চিকিৎসকদের প্রত্যন্ত এলাকায় বদলির হুমকি দিতেন। তাঁর মোবাইল ফোন সহ ৭টি জিনিস ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাঁকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে আরজি করের হাউস স্টাফ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই চিকিৎসক সন্দীপ ঘোষের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে জানায় সিবিআই। তারপর বিচারক তাঁর সিবিআই হেপাজতের আবেদন মঞ্জুর করেন।

এদিন আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে জেল হেপাজতের মেয়াদ শেষে শিয়ালদা আদালতে পেশ করা হয়। সিবিআই আদালতে দাবি করে, তথ্যপ্রমাণ লোপাট করে ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সন্দীপ ও অভিজিৎ। মূল ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা বৃহত্তর ষড়যন্ত্র। এদিন আরজি করের ঘটনায় টালা থানার এক মহিলা সহ ৪ পুলিশ আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই।

তৃণমূল নেতা-কর্মীদের নির্দেশ

পুজোয় প্রধান কাজ জনসংযোগই

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : পুজোর সময় জনসংযোগই মূল কাজ। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল দলের নেতা, মন্ত্রী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি ও পদাধিকারীদের এই বার্তা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই কাজ কে কত ভালোভাবে করতে পারলেন তার 'পারফরমেন্স রিপোর্টও' পুজোর পর দেখবে দল। শুক্রবার দলীয় সূত্রের খবর, রিপোর্টের ওপর মূল্যায়নের কাজও করবে দল। এর ওপর দলের অনেকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। মূল্যায়নের কাজে দলের পরামর্শদাতা আইপ্যাকের লোকেদের সুপারিশও গুরুত্ব পাবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করেই দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই রিপোর্টের ওপর মূল্যায়নে আইপ্যাকের ভূমিকার বিষয়টি সংযোজন করেছেন।

তৃণমূলের খবর, শিক্ষা দুর্নীতি দিয়ে শুরু। তারপর খাদ্য ও র‍্যাশন দুর্নীতি এবং শেষে আরজি করের নারকীয় খুন-ধর্ষণের ঘটনা ও দুর্নীতির একের পর এক অভিযোগে দলের ভাবমূর্তি জনমানসে অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, এইসব ঘটনার জেরে তৃণমূলের নেতা থেকে কর্মী অনেকটাই ব্যাকফুটে। বিরোধীদের পালটা প্রচারে দলের নেতা-কর্মী তো বটেই, মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং রাস্তায় নামলেও তেমন সুবিধা হয়নি দলের। পরপর ধাক্কায় দলের ভাবমূর্তি যতটা ঘা খেয়েছে তা পুনরুদ্ধারে দলের জনসংযোগের ভিত নতুন করে শক্তিশালী করা দরকার বলে দলনেত্রী মনে করছেন। এতে অভিষেকেরও সায় মিলেছে। মুখ্যমন্ত্রী দলের এই জনসংযোগ বাড়ানোর উপযুক্ত সময় হিসেবে পুজোর সময়টাকেই বেছে নিয়েছেন। সেইমতো নির্দেশও দিয়েছেন দলের সবাইকে।

জানা গিয়েছে, দলের লোকেদের পুজোর সময় জনসংযোগে নামিয়ে তার প্রতিক্রিয়া দেখতে চান মমতা ও অভিষেক। পুজোর সময় নিজ নিজ এলাকায় থেকে দলের সর্বস্তরের সবাই এই কাজে কে কতটা সময় দিচ্ছেন, কীভাবে পুজোর সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কর্মসূচি নিচ্ছেন তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দলের সংগ্রহে রাখতে চান তাঁরা। এই জনসংযোগের প্রভাব জনমানসে কতটা সাফল্য পেল তার মূল্যায়নও করতে চান তাঁরা।

দল ও সরকারকে এই অস্থির অবস্থা থেকে বের করে আনতে নেতা, মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়করা কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছেন দল তার একটা সার্বিক মূল্যায়ন এভাবে করতে চাইছে। সামনে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোট। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই পরবর্তী পদক্ষেপ করতে চায় তৃণমূল।

কর্মবিরতিতে কোর্টের হস্তক্ষেপ নয়

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : জুনিয়ার চিকিৎসকদের কর্মবিরতির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় দ্রুত শুনানির আর্জিতে সাড়া দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। পুজোর ছুটির অবকাশকালীন বেঞ্চে আবেদন জানানোর পরামর্শ দিল

প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চ। একটি বেসরকারি সংস্থার অধিকর্তা এই মামলা দায়ের করেন।

তাঁর দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে পূর্ণ কর্মবিরতি চলছে। এর ফলে আদালত অবমাননা করা হচ্ছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্রভাব পড়ছে। বিনা চিকিৎসায় অনেকের মৃত্যু হচ্ছে। তাই এই মামলার দ্রুত শুনানি হোক। কিন্তু পুজোর আগে জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতি নিয়ে কোনও হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট।

বিক্ষোভ মোকাবিলায় তৈরি পুলিশ

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : পুজোর মধ্যে আরজি কর ইস্যুতে বিক্ষোভের আশঙ্কার আঁচ আগেই করেছিল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ। এবার সেই আশঙ্কার কথা মাথায় নিয়ে পরিস্থিতি সামলানোর জন্য সম্পূর্ণ তৈরি থাকছে কলকাতা পুলিশ। শুক্রবার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা সাংবাদিকদের কাছে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, পুলিশ এই ব্যাপারে তৈরি থাকছে। পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কলকাতা পুলিশের তরফে এদিন পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হয়। এবছর পুজোয় রেকর্ড সংখ্যক পুলিশ নামাতে চলেছে লালবাজার। পুজোয় যাতে কোনওপ্রকার অপ্রীতিকর পরিস্থিতি রুখতে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় শহর কলকাতাকে মুড়ে ফেলা হবে বলে জানান কলকাতা পুলিশ কমিশনার। ট্রাফিক ব্যবস্থার ওপর বিশেষ নজর রাখা হবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে ড্রোনেরও ব্যবস্থা থাকছে। বড় পুজোমণ্ডপের বাইরে ও ভিতরে কনস্টেবল পদমর্যাদার পুলিশকর্মীরা থাকবেন।

এবছর ২,৯০৫টি পুজোয় পুলিশের অনুমতি রয়েছে। এর মধ্যে জনপ্রিয় পুজোর সংখ্যা ২৪৮। মণ্ডপগুলিতে যাতে কোনওভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে ১৮ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, ১০৪ জন ইনস্পেকটর পদমর্যাদার আধিকারিক, ৫৫০ জন সার্জেন্ট ও সাব-ইনস্পেকটর, ৫৪০০ জন অস্থায়ী হোমগার্ড, ৩৬০০ জন কনস্টেবল মোতায়েন থাকবে। মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে যে কোনও সমস্যায় সাহায্য চাওয়া যাবে। প্রতিটি থানার সঙ্গে দুটি করে হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াডের বিশেষ ইউনিটকে যুক্ত রাখা হবে। যাতে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হলেই স্কোয়াডের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী তা মোকাবিলা করতে পারে। পুজোমণ্ডপগুলিতে নিরাপত্তারক্ষীও থাকছে।

পুজোর আগে রাস্তা সারাইয়ের আশা নেই

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : রাজ্যের প্রায় সর্বত্র রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু গত বছরের মতো এবারও পুজোর আগে রাস্তা মেরামত হচ্ছে না। খানাখন্দে ভরা রাস্তাতেই সাধারণ মানুষকে ঠাকুর দেখতে বেরোতে হবে। কিছু জায়গায় অবস্থা এমন, সেখানে লরি করে মণ্ডপে ঠাকুর আনা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। প্রতিমা ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কাও করছেন অনেকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে উদ্যোক্তারা নিজেরাই মাটি ফেলে পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন। যদিও নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্যার কারণে অনেক জায়গায় রাস্তা সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে। কোথাও কোথাও কালভার্টও ভেঙে গিয়েছে। কোন জেলায় কী পরিস্থিতি, তা নিয়ে সোমবারের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাঠাতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় রাস্তা মেরামতির কাজ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন।

রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী পুলক রায় বলেন, 'বন্যা পরিস্থিতির জন্য রাস্তার অবস্থা খারাপ হয়েছে। বর্ষাকালে রাস্তা মেরামত করা যায় না। তাও আমরা কিছু রাস্তা মেরামতির টেন্ডার করে রেখেছিলাম। সেগুলির কাজ বৃষ্টি কিছুটা কমতেই শুরু হয়েছে। কিন্তু বন্যা পরিস্থিতির কারণে যে রাস্তাগুলি আরও খারাপ হয়েছে, সেগুলি দ্রুত মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জেলা শাসকদের কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পরই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হবে।'

বারাসতের ৪-এর পল্লি দুর্গোৎসব কমিটি প্রতিবছর বড় বাজেটের পুজো করে। কিন্তু তার সামনের রাস্তা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাওয়ায় ঠাকুর

অর্থ কমিশনের বরাদ্দই সার

দেখতে আসা লোকজন তো সমস্যায় পড়বেনই, মণ্ডপে ঠাকুর ঢোকানো ও বিসর্জনের জন্য তা বের করাও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। পুজো কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা রাহুল নাগ বলেন, 'মহালয়ার দিন আমরা ঠাকুর নিয়ে এসেছি। প্রতিমার যাতে কোনও খুঁত না হয়, তার জন্য রাস্তার গর্তগুলি আমরা মাটি দিয়ে ভরিয়েছিলাম। কিন্তু বৃষ্টির জন্য সেটাও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই ঠাকুর দেখতে আসা লোকজন সমস্যায় পড়বেন।' হাওড়ার আমতার ভাটোরায় বেশ কয়েকটি সর্বজনীন পুজো হয়। কিন্তু এবারের বন্যা পরিস্থিতির কারণে সেখানে রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। একটি পুজো কমিটির উদ্যোক্তা স্নেহাশিস পাল বলেন, 'এমনিতেই জল জমে রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। তারপর দীর্ঘদিন মেরামত হয়নি। আমাদের নিত্য যাতায়াত করতেই সমস্যা হচ্ছে।'

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর ছুটি শুরু হওয়ার আগেই রাস্তা মেরামতির টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করে দিতে পূর্ত দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়া জলের পাইপলাইন বসানোর জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর যে রাস্তাগুলি খুঁড়েছিল, সেগুলি তাদেরই মেরামত করতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতো জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর কাজ শুরুও করেছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, 'বর্ষার জন্য আমরা কাজ শুরু করতে পারছিলাম না। বৃষ্টি একটু কমতেই যেখানে খোঁড়া হয়েছিল, সেখানে তাপ্পি দেওয়া শুরু হয়েছে।'

অভিনব দুর্গা।। *কলকাতা এয়ারপোর্টের হলিডে ইন এবং উডল্যান্ড হসপিটালের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দুর্গাপুজোর এবার অষ্টম বর্ষ। রাজারহাটের এই পুজোর এবছরের বিশেষ আকর্ষণ চকোলেটের তৈরি দুর্গা, যার আবরণ উন্মোচন হল শুক্রবার। এদিনের অনুষ্ঠানে কলকাতার আইএইচএম-এর অধ্যক্ষ রাজা সাখুখাঁ, সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে ছিলেন বি মুখোপাধ্যায়, উডল্যান্ড হসপিটালের তরফে সন্দীপন কর্মকার, রিত বসু, কলকাতা এয়ারপোর্টের হলিডে ইন-এর কর্ণধার শ্রেয়ানস জৈন ও জেনারেল ম্যানেজার শান্তনু গুহ রায়, সেলেব্রিটি শেফ রঞ্জন নিয়োগী। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হোপ ফাউন্ডেশনের ছেলেমেয়েরাও উপস্থিত ছিলেন। তথ্য ও ছবি : আবির চৌধুরী*

শরৎপল্লিতে ডাকের সাজে দুর্গা প্রতিমা। শুক্রবার মালদায় ছবিটি তুলেছেন স্বরূপ সাহা।

বাঁকুড়ার দুই শিল্প রায়গঞ্জ ও গঙ্গারামপুরে

টেরাকোটার শোভা বিপ্লবী ক্লাবে

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৪ অক্টোবর : রায়গঞ্জ শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম বিপ্লবী ক্লাবের পুজো। এবছর তাদের পুজো ৫৬তম বর্ষে পড়ল। বাঁকুড়ার টেরাকোটার শিল্পকে তাঁরা তুলে ধরতে চলেছে। টেরাকোটার বিভিন্ন আঙ্গিক, বিভিন্ন কলা ফুটে উঠবে মণ্ডপে। শহরের পশ্চিম বীরনগর এলাকার এই ক্লাবের পুজোর প্রতি শহরবাসীর বিশেষ আকর্ষণ থাকে। উদ্বোধন সাদামাঠাভাবে হলেও বিসর্জনের শোভাযাত্রায় বিশেষ চমক থাকবে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন। পুজো কমিটির সম্পাদক সানকিং দাস বলেন, 'বাঁকুড়ার টেরাকোটার শিল্প দেখে দর্শনার্থীরা অভিভূত হবেন। সঙ্গে রকমারি আলো দেখেও মুগ্ধ হবেন সকলে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সমগ্র মণ্ডপ চত্বর সিসিটিভিতে মোড়া থাকবে।'

অন্যদিকে, শহরের খ্যাতনামা পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম রবীন্দ্র ইনস্টিটিউশনের পুজো। শহরের মার্চেন্ট ক্লাব ময়দানে অনুষ্ঠিত এই পুজো এবছর ৫৫তম বর্ষে পড়ল। তারা এবছর রামধনুকে তুলে ধরতে চলেছে। সূর্যই যে পৃথিবীর মূল শক্তির উৎস তাই দেখানো হচ্ছে এবছর। আয়োজকদের তরফে মানস রায় জানান, 'পৃথিবীর মূল শক্তি হিসেবে যে সূর্য রয়েছে সেটাই আমরা দেখাতে চলেছি। তার সাথে সূর্যের মধ্যস্থিত সাতটি রং দিয়ে রামধনু তৈরি হয়, সেই বিষয়টিও দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরতে চলেছি।'

ডোকরার সাজ ফুটবল ক্লাবে

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ৪ অক্টোবর : পিতলের পাতের দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে এবার তাক লাগাতে চলেছেন শহরের ১৪নং ওয়ার্ডের গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাবের পুজো উদ্যোক্তারা। ২৫ লক্ষ টাকার বাজেটের এই পুজোয় প্যান্ডেলেও থাকছে অভিনবত্ব। বেত, বাঁশ এবং পিতল দিয়ে তৈরি হবে পুজোমণ্ডপ। ৪৭তম বর্ষে গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাবের দুর্গাপুজোয় এবারের থিম 'বাঁকুড়ার ডোকরা শিল্প'।

পুরো মণ্ডপজুড়ে থাকবে জনজাতির জীবনযাত্রার শিল্পকর্ম। পুজোমণ্ডপে ঢোকার মূলগেটের সামনে মডেল হিসেবে তুলে ধরা হবে জঙ্গলমহলের জনজাতির জীবনযাত্রা। প্রতিমা তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন কাঁথির শিল্পী জয়দেব বর। গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাবের দুর্গাপুজো কমিটির সম্পাদক গৌড় ঘোষ বলেন, 'এবছর আমাদের পুজোর থিম বাঁকুড়ার ডোকরা শিল্প। মূলত বেত, বাঁশ ও পিতলের মাধ্যমে মণ্ডপকে এবার ফুটিয়ে তুলে ধরার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রতিমাও তৈরি হচ্ছে পিতলের পাত দিয়ে। আমাদের এই পুজো রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ভার্চুয়াল মাধ্যমে উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও আমাদের ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র এবং আমাদের পুরপিতা প্রশান্ত মিত্র উপস্থিত থাকবেন। আমাদের পুজো এবার জেলার মধ্যে সেরা হবে এই আশা রাখছি।'

অনুদানের টাকায় এলাকায় সিসিটিভি

মালদা, ৪ অক্টোবর : প্রতিবাদ এবং তার ভাষা সব সময় ব্যাকরণ মেনে চলে না। কারও ক্ষেত্রে তা উত্তাল কলরব। কারওর আবার বুদ্ধিমত্তার লড়াই। এমনই এক শান্ত প্রতিবাদ দেখাল মালদা নেতাজি ক্লাব ও গ্রন্থাগার।

পুজো উপলক্ষ্যে আসা সরকারি অনুদান ফিরিয়ে দেয়নি তাঁরা। নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সেই অনুদান দিয়েই পুরো এলাকায় সিসি ক্যামেরা বসাচ্ছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। পঞ্চমীতে পুজো উদ্বোধনের পাশাপাশি সিসি ক্যামেরার উদ্বোধন করতে চলেছেন পুজো উদ্যোক্তারা।

কমিটির সম্পাদক অরিন্দম রায় জানান, 'আরজি কর মেডিকেলের ঘটনা সারা রাজ্যের মানুষকে নাড়িয়ে দিয়েছে। আমরাও সেই ঘটনার বিচার চাই। নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হোক। তাই এবার পুজোয় যে সরকারি অনুদান আমরা পেয়েছি, তা আমরা আমাদের এলাকায় নারী নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করতে চাইছি। আমরা যতটা পারছি নিজেদের এলাকাকে সিসি ক্যামেরাতে মুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। পঞ্চমীর সন্ধেয় পুজো উদ্বোধনের সঙ্গেই এই সিসি ক্যামেরারও উদ্বোধন করা হবে।' অরিন্দমবাবু আরও জানান, 'সাড়ে তিন লক্ষ টাকার বাজেটে আমাদের এ'বছরের থিম 'যাই ফিরে যাই মাটির বুকে, যাই চলো যাই মুক্তি সুখে। মণ্ডপসজ্জা ও প্রতিমার তৈরির দায়িত্ব পালন করছেন বিবেক দাস।'

নজর কাড়ল দুর্গা-অসুরের অভিনয়

মালদা, ৪ অক্টোবর : লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী, শিব-দুর্গা, কার্তিক সকলেই হাজির হয়েছে স্কুল প্রাঙ্গণে। সঙ্গে রয়েছে বাহনও। প্রত্যেকেই অস্ত্র, বাহন সহ স্বমহিমায় বিরাজমান। হ্যাঁ, শারদীয়া উৎসব উপলক্ষ্যে এমনই এক মহালয়ার কাহিনী পরিবেশন করল মালদার রামকৃষ্ণপল্লির একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের খুদে পড়ুয়ারা। অবিকল দেবদেবীর সাজে খুদেদের অভিনয় সকলের প্রশংসা কুড়ায়। বিশেষভাবে নজর কেড়েছে দুষ্টু মেজাজের অসুর।

প্রতিষ্ঠানের সেন্টার ইনচার্জ শিবানী সাহা জানালেন, 'এই অনুষ্ঠান শুধু বিনোদন নয়, বরং শিক্ষামূলকও ছিল। এর মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে শারদীয়া উৎসবের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা তাদের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে দেবদেবীর কাহিনি সম্পর্কে বেশ কিছু জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। সঙ্গে শিশুরা সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশ করতে পারবে।'

ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদাকে স্বাগত

কোনও ভাষার ইতিহাস বা প্রাপ্ত নথির বয়স যদি ১,৫০০ থেকে ২০০০ বছর হয়, আদি ভাষা এবং সাহিত্যের সঙ্গে বর্তমানের ভাষা এবং সাহিত্যের ফারাক যদি স্পষ্ট হয়, তবেই সেই ভাষাকে ধ্রুপদির স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই স্বীকৃতি পেলে সেই ভাষা নিয়ে গবেষণা এবং সাহিত্যচর্চার জন্য বিশেষ অনুদান দেয় কেন্দ্র। এই হচ্ছে মোদের গরব মোদের আশার প্রাপ্তি। কেন্দ্রের অনুমোদনে আমাদের এই নতুন প্রাপ্তিযোগকে কীভাবে দেখছেন গৌড়বঙ্গের বিশিষ্টরা, তা জানার চেষ্টা করেছে **উত্তরবঙ্গ সংবাদ**।

অর্পিতা রায়চৌধুরী
অধ্যাপিকা, রায়গঞ্জ

আমার ভাষা ধ্রুপদি ভাষার তকমা পাওয়ারই যোগ্য। চর্যাপদের আমল থেকে অন্য কোনও আঞ্চলিক ভাষার উপস্থিতি সেই অর্থে আমরা দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলামের মতো কবি যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের লেখনীর বাংলা ভাষা হৃদয় ছুঁয়ে যায় এবং সেই সমস্ত কবিতা, উপন্যাস, গল্প বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে। তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলা ভাষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই বাংলা ভাষা আজ অনেক উন্নত জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে।

অমর পাল
ভাষা গবেষক, গঙ্গারামপুর

একজন বাঙালি হিসেবে পেলব সুখানুভূতি ও শ্লাঘাবোধ হচ্ছে। বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালির যে সচেতন অমর্যাদা, অশ্রদ্ধা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল তা এইবার হ্রাস পাবে প্রত্যাশা করি। সরকারি সমস্ত কাজকর্মে এইবার বাংলা ভাষা ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে এই রাজ্যের সমস্ত দোকানের নামে, কোম্পানির নামে, প্রতিষ্ঠানের নামে বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা উচিত।

সম্রাট দে
কবি, কালিয়াগঞ্জ

বাঙালি হিসাবে আমরা গর্বিত। ধ্রুপদি তকমায় ভূষিত বাংলা ভাষাকে আমার নতমস্তকে প্রণাম। তবে, বাংলা ভাষার সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া কিছু বাংলা শব্দকেও সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত দেওয়া উচিত। কথোপকথনের ক্ষেত্রে নিজেদের অজান্তে প্রচুর ইংরেজি শব্দ আমরা ব্যবহার করে ফেলি। এই প্রাচীন ভাষাকে সংরক্ষণ এবং আক্ষরিক অর্থে ব্যবহারের দিক নিয়ে আমাদের ভাবনাচিন্তার সময় এসে গিয়েছে। আগামী প্রজন্মের কাছে এই ভাষার গুরুত্ব বোঝাতে আমাদেরকেই দায়িত্ব নিতে হবে বলে আমি মনে করি।

শুভদীপ আইচ
কবি, বালুরঘাট

বাংলা ভাষাকে অনেক আগেই ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা দেওয়া উচিত ছিল। ভারতের অনেক ভাষাকে এর আগে ধ্রুপদি ভাষা স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবু দেরি হলেও আমাদের মাতৃভাষা এই সম্মান পাওয়ায় আমরা গর্বিত। কারণ, এই ভাষা ভারত ও বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত। পৃথিবীতে বাংলাই একমাত্র ভাষা যাকে ঘিরে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল পার্শ্ববর্তী দেশে। যাকে সম্মান জানাতে ইউনেসকো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলা ভাষার ঐতিহ্য ও সম্ভ্রম রক্ষা করার দায়িত্ব সকল বাঙালির।

ডঃ রমাতোষ সরকার
সহকারী অধ্যাপক, বুনিয়াদপুর

বাংলা ভারতীয় ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা পাওয়ায় আমি অত্যন্ত গর্বিত। ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য তরুণ প্রজন্মকে যদি গবেষণা, সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করা যায়, তাহলে বাংলা ভাষা স্বীয়শক্তি অক্ষুণ্ণ রেখে আরও বহুদূর এগোবে বলে আমার বিশ্বাস। এজন্য সকল বাংলা ভাষাভাষিকে এগিয়ে আসতে হবে।

দুর্গা-অসুর সাজে খুদেরা। মালদার একটি বেসরকারি স্কুলে ছবিটি তুলেছেন সৌরভ ঘোষ।

পাঠক কমলেও কমতি নেই পুজো সংখ্যার প্রকাশে

গঙ্গারামপুর, ৪ অক্টোবর : দুর্গাপুজো মানেই নতুন পোশাক পরে প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে খাওয়াদাওয়া। পুজোর সঙ্গে আরও একটি বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে। তা হল শারদীয়া। মুঠোফোনের যুগে পাঠাভ্যাসে অনেকটা বদল ঘটলেও পুজোসংখ্যার প্রকাশনা বন্ধ হয়নি। শুধু পাঠকের সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে। আগের মতো পুজোসংখ্যা নিয়ে তেমন উন্মাদনা লক্ষ করা যায় না। জেলাকেন্দ্রিক পুজোসংখ্যার অধিকাংশই আজ বন্ধ। যারা এখনও পুজোসংখ্যা প্রকাশ করে, পাঠকের অভাবে সেগুলিও প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে। বেশ কিছু সাহিত্যগোষ্ঠী অত্যন্ত পরিশ্রম করে আজও শারদসংখ্যা প্রকাশ করে চলেছেন। তবে বিক্রি বা পাঠক কমে যাওয়ায় আক্ষেপ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কবি-সাহিত্যিকরা।

সাহিত্যিক ডঃ গোবিন্দ পাল জানান, 'আট ও নয়ের দশকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় অসংখ্য ভালো ভালো পুজোসংখ্যা প্রকাশিত হত। পুজোয় নতুন জামাকাপড় কেনার আগেই সেইসব পুজোসংখ্যা সংগ্রহ করতাম। কলকাতার নামী লেখকদের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন লেখক-লেখিকাদের লেখা থাকত। পড়তে ভীষণ ভালো লাগত। উদ্যোগ এবং পাঠকের অভাবে এখন সেসব পুজোসংখ্যার সিংহভাগই প্রকাশিত হয় না।'

পয়ার সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক তথা জেলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুবোধ দে জানান, 'এখন সিংহভাগ পুজোসংখ্যা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পাঠক তুলনামূলকভাবে অনকেটাই কমেছে। আমরা গত প্রায় ১০ বছর ধরে জেলায় নতুন লেখক ও পাঠক তৈরির জন্য পুজোসংখ্যা প্রকাশ করে চলেছি। এক প্রকার দানবীয় পরিশ্রম করে শারদীয়া প্রকাশ করতে হয়। জানি না কতদিন এভাবে চলবে বা চালাতে পারব।'

এসঙ্গে সাহিত্যিক প্রতিমা রানি জানান, 'এখনকার ছেলেমেয়েরা বই বা সাহিত্য খুব একটা পড়তে চায় না বলে পুজোসংখ্যার চাহিদা ক্রমশ কমছে।'

ফের বিক্ষোভের মুখে মেডিসিনের প্রধান

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৪ অক্টোবর : ফের কাজে যোগদান না করেই ফিরতে হল আরজি কর মেডিকেলের চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অরুণাভ দত্ত চৌধুরীকে। প্রবল পড়ুয়া বিক্ষোভে প্রথমবার মালদায় এসে কাজে যোগ না দিয়েই কলকাতা ফিরতে হয়েছিল তাঁকে। শুক্রবার দুপুরে ফের তিনি মালদা মেডিকেলে যোগদান করতে আসেন। সেই খবর কানে যেতেই প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন মালদা মেডিকেলের চিকিৎসক পড়ুয়ারা। বিক্ষোভের জেরে এদিনও তিনি কাজে যোগ দিতে পারেননি। শেষপর্যন্ত অরুণাভবাবু ও চিকিৎসক পড়ুয়াদের নিয়ে বৈঠক করে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। তবে এতে কোনও কাজের কাজ হয়নি।

মালদা মেডিকেলের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় জানান, 'আজ অরুণাভ আমাদের এখানে কাজে যোগ দিতে এসেছিলেন। তবে চিকিৎসক পড়ুয়াদের প্রতিবাদে আজও তিনি যোগদান করতে পারেননি। দু'পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে। চিকিৎসক পড়ুয়ারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাবেন। তারপরেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'

পড়ুয়াদের প্রতিবাদ মালদা মেডিকেলে

উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশিকা পেয়ে গত ২৯ অগাস্ট মালদা মেডিকেলে কাজে যোগ দিতে এসেছিলেন অরুণাভবাবু। কিন্তু এখানকার চিকিৎসক পড়ুয়ারা জানিয়ে দিয়েছিলেন, মালদা মেডিকেল কোনও আবর্জনার স্তূপ নয়। ক্লিনচিট না পাওয়া পর্যন্ত আরজি কর মেডিকেলের কোনও অধ্যাপককে এখানে যোগদান করতে দেওয়া হবে না। সেদিন অরুণাভবাবু কাজে যোগদান করার আগে অধ্যক্ষের ঘরে ঢুকতেই পড়ুয়াদের হাতে ঘেরাও হয়ে যান।

পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ

বালুরঘাট, ৪ অক্টোবর : দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে বালুরঘাট শহরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে তৎপর প্রশাসন। শহরের পুজোমণ্ডপগুলি যাতে দর্শনার্থীরা নির্বিঘ্নে পরিদর্শন করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে শুক্রবার দুপুরে বালুরঘাট শহরের পুজো গাইড ম্যাপ প্রকাশ করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ।

উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা প্রমুখ। চিন্ময় মিত্তাল জানান, 'দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে রোড গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হয়েছে। পুজোয় বালুরঘাট শহরের বড় পুজোমণ্ডপগুলোতে যাতায়াতের রাস্তা দেখে, সেইমতো পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে দর্শনার্থীরা নির্বিঘ্নে পুজো দেখতে পারে।'

রং ও সাজে বাধা পড়ছে আবহাওয়ায়

বুনিয়াদপুর, ৪ অক্টোবর : স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে দুর্গা প্রতিমার রং এবং সাজের কাজ চলছে বুনিয়াদপুরের কুমোরটুলিতে। হাতে মাত্র আর কয়টা দিন। সপ্তাহখানেক পর থেকেই বিভিন্ন মন্দির এবং প্যান্ডেলে প্রতিমা যাওয়ার কাজ শুরু হবে। সেজন্যে মৃৎশিল্পীদের নাওয়াখাওয়া মাথায় উঠেছে। তাদের একমাত্র চিন্তা, এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও কীভাবে প্রতিমা ডেলিভারি দেওয়া যায়।

মৃৎশিল্পী উৎপল পাল বলেন, 'গতবার বেশি প্রতিমা তৈরি করেছিলাম। কিন্তু অনেক প্রতিমা বিক্রি হয়নি। এবার কেবল আগাম বায়না নেওয়া ২১টি প্রতিমা তৈরি করছি। তবে,কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টি এবং হালে হালকা বৃষ্টিপাতের কারণে প্রতিমা রং করার পর শুকোতে দেরি হচ্ছে। সেজন্য ফ্যান এবং বিদ্যুতের সাহায্য নিতে হচ্ছে।'

অন্যদিকে, মৃৎশিল্পী তাপস পাল এবং গৌরাঙ্গ মহন্তেরও একই বক্তব্য। তাপস পাল বলেন, 'প্রতিমার রং করতে আমি সহ আটজন কর্মচারী প্রচণ্ড পরিশ্রম করছি। কিন্তু স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার কারণে প্রতিমার রং শুকোতে প্রচণ্ড দেরি হচ্ছে। সেজন্য ফ্যান এবং ইলেক্ট্রিক মেশিন দ্বারা প্রতিমার রং শুকোতে হচ্ছে।' গৌরাঙ্গ পাল বলেন, 'বয়সজনিত কারণে আমি মাত্র ৬টি প্রতিমা গড়েছি। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে প্রতিমাকে রং করার পর শুকাতে দেরি হচ্ছে। এখন আমাদের কাজের খুব চাপ। গভীর রাত পর্যন্ত প্রতিমার রং এবং সাজসজ্জার কাজ করতে হচ্ছে।'

কার্নিভাল

রায়গঞ্জ, ৪ অক্টোবর : উত্তর দিনাজপুরে পুজোর কার্নিভাল হবে আগামী ১৪ অক্টোবর। বৃহস্পতিবার কর্ণজোড়ার প্রশাসনিক ভবনে জেলার দুর্গাপুজো কমিটিগুলো নিয়ে কার্নিভাল সংক্রান্ত বৈঠক হয়। এবছর কার্নিভাল হবে রায়গঞ্জ ও ইসলামপুরে। সভাধিপতি, জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার ছাড়াও মহকুমা শাসক, চার পুরপ্রধান ও বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী ছিলেন। জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল বলেন, 'এবছর প্রাথমিকভাবে ১৬টি পুজো কমিটি পুজোর থিম নিয়ে কার্নিভালে অংশগ্রহণ করবেন। তবে প্রয়োজনে আরও পুজো কমিটি কার্নিভালে অংশ নিতে পারেন।'

অ্যাফিডেভিট

আমি Md Nurul Hasan, পিতা Md Islam Ali, গ্রাম + পোঃ- বামনগ্রাম, থানা-কালিয়াচক, জেলা-মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমান পত্রে যার (রেজি নং 8194, তাং 18/08/2009) মেয়ে ও আমার নাম ভুল থাকায় গত 25/07/24 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ে Mst. Najmin Nishat থেকে Najmin Nishat ও আমার নাম Nurul Hasan থেকে Md Nurul Hasan করা হইল।
(M-112518)

আমি Mala Pramanik Karmakar, স্বামী Bhabesh Karmakar, গ্রাম-ভালুকা বাজার কালিতলা, পোঃ ভালুকা বাজার, থানা-হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা। আমার আধার, ভোটার ও প্যান কার্ডে Mala Pramanik Karmakar নাম থাকায় গত 22/08/24 তারিখে মালদা চাঁচল E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Mala Pramanik Karmakar থেকে Mala Dasi করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
(M-112519)

এলইডি আলোয় ভাসছে বালুরঘাটের চকভৃগু

অসামাজিক কাজকর্ম এড়াতে পুরসভার উদ্যোগ

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৪ অক্টোবর : পুজোর আগেই এলইডি আলোতে সেজে উঠল বালুরঘাটের চকভৃগু। গ্রীন সিটি প্রকল্পের প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৬৫টি এলইডি পথবাতি বসিয়ে শহরকে নতুনভাবে সাজাচ্ছে বালুরঘাট পুরসভা। বুধবার রাতে গ্রাম থেকে পুরসভায় নতুন অন্তর্ভুক্ত ১৩, ১৪ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। যেখানে চেয়ারম্যান ছাড়াও ছিলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত এমসিআইসি বিপুলকান্তি ঘোষ, ওই ওয়ার্ডগুলির কাউন্সিলার সহ শহরের অন্য ওয়ার্ডের একাধিক কাউন্সিলার ও বিশিষ্টরা।

ওই এলাকা আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ছিল। গত পুরসভা ভোটে তা শহরের আওতায় এসেছে। লিখিতভাবে শহর ঘোষিত হলেও আলো, নিকাশি ব্যবস্থা ও পাকা রাস্তার অভাব ছিল বিস্তীর্ণ এলাকায়। তাই পুরসভার নতুন বোর্ড ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সেখানে এই নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার পথে হাঁটতে শুরু করে পুরসভা। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় পাকা রাস্তা ও নর্দমা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু আত্রেয়ী নদীর পশ্চিম প্রান্তের ওই তিনটি ওয়ার্ডের পথবাতির সমস্যা ছিল।

বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি, রাস্তার পাশে চলাচলের সুবিধার জন্যে পথবাতির ব্যবস্থা করা হয়। ওই এলাকা আগে সন্ধ্যার পর অনেক জায়গায় অন্ধকারে ঢেকে থাকত। রাতের অন্ধকারে শুধু চলাফেরার সমস্যা নয়, অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে এলাকায় নানা অসামাজিক কাজকর্মও বাড়ছিল। এখন রাস্তা আলোকিত হওয়ায় নিরাপত্তার অনুভূতি অনেকটাই বাড়বে বলে মত বাসিন্দাদের। মূল রাস্তার পাশাপাশি আত্রেয়ী নদীর তীর সংলগ্ন এলাকাতেও এই ট্রাই কালার এলইডি বাতি বসানো হয়েছে। পুজোর আগে ঝলমলে পরিবেশ পেয়ে খুশির কথা জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে অশোক মিত্র জানান, 'ট্রাই কালার এলইডি লাইট দিয়ে পুরো এলাকা সাজিয়ে পুজোর উপহার হিসেবে বাসিন্দাদের তুলে দিলাম।

নব প্রভাত সংঘ থেকে চকভৃগু শ্মশান পর্যন্ত আলোতে সাজানো হবে। শহরকে পরিবেশবান্ধব ও আরও আলোকিত করতে এলইডি আলো বসানো হয়েছে। যা বিদ্যুতের খরচ কমাবে ও নিরাপত্তা বাড়াবে।'

মহমেডানের বিপক্ষে তিন পয়েন্ট লক্ষ্য বাগানের

শুরু থেকে জেমি, এলেন ফ্লোরেন্ত

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : ইন্ডিয়ান সুপার লিগের তরফ থেকে এদিন সামাজিক মাধ্যমে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা ও আন্দ্রেই চেরনিশভের ছবি দিয়ে সমর্থকদের উসকে দেওয়া হয়েছে 'প্রেডিক্ট দ্য স্কোর,' বলে।

নীচের মন্তব্যের জায়গায় দুই তরফে অন্যান্য নানা বিষয়ে গোলযোগ বেঁধে গেলেও একটা ব্যাপারে বেশ মিল। বেশিরভাগ সমর্থকই কেন যেন ম্যাচটা ড্র হতে পারে বলে মনে করছেন। শতাব্দী প্রাচীন দুই ক্লাবের সমর্থকদের গরিষ্ঠ অংশ সম্ভবত মনে করছেন, ঝুঁকিহীন ফুটবল খেলবে তাঁদের দল। কর্তাদের মধ্যে আবার সাদা-কালোর বেলাল আহমেদ খান যদিও বা, 'আমরা তো আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নিজেদের দমে আইএসএল খেলছি, ওরা তো মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট' বলে খানিক হাওয়া গরম করলেও মোহনবাগানে সব স্পিকটি নট। কারণ তাদের হেভিওয়েট দল এখনও মাঠে খাবি না খেলেও চাপেই আছে। এই অবস্থায় যদি ফের হারে দল তাহলে তাঁকেও যে স্পেনের বিমান ধরতে হতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা এদিন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বেশ কয়েকবার মোলিনা শুনলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। মোলিনা হেসে উড়িয়ে দিলেও জেসন কামিংস একটু বিরক্তি নিয়ে বললেন,

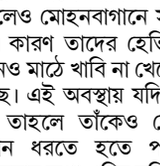

'এখানে সমর্থকরা তাড়াতাড়ি অধৈর্য হন। মরশুম তো এখনও অনেক বাকি।'

কামিংসের মতো ধৈর্য সমর্থকদের নেই। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে হারতে হলে নিশ্চিতভাবেই শনিবারের বারবেলায় উত্তাল হবে সবুজ-মেরুন গ্যালারি। তাই একমাত্র লক্ষ্য যে তিন পয়েন্ট সেটা বলতে দ্বিধা করেন না মোলিনা, 'ওরা প্রথম তিন ম্যাচে সত্যিই খুব ভাল খেলছে। তবে আমাদের তিন পয়েন্ট পেতেই হবে এই ম্যাচে। ছেলেদের পরিশ্রমে আমি খুশি। আরও খুশি হব

তিন পয়েন্ট পেলে।' তিনি নিজেও জানেন, তাঁর দলে ডিফেন্সের হাল তো খারাপই কিন্তু যাঁদের উপর ভরসা ছিল সেই আক্রমণভাগই মূলত ডোবাচ্ছে দলকে। কামিংস-দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা গোলের সামনে একেবারে সাদামাটা। একমাত্র গ্রেগ স্টুয়ার্টের মধ্যেই খানিক চেষ্টা আছে। সম্ভবত সেই কারণেই মরশুমের প্রথম ডার্বিতে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে দুই বিদেশি ডিফেন্ডার আলবার্তো রডরিগেজ ও টম আলড্রেডকে নামাচ্ছেন বলেই সামনে প্রথম থেকে নামাতে চলেছেন জেমি ম্যাকলারেনকে। স্টুয়ার্ট-দিমি-কামিংসকে হয়তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলাবেন। আশিক কুরুনিয়ন ফিট হয়ে গেলেও অনুশীলনেই পরিষ্কার, মনবীর সিংয়ের সমস্যা আছে। তবু দুইজনকেই হয়তো ১৮ জনের দলে দেখা যাবে সাহাল আব্দুল সামাদ না থাকায়।

ডুরান্ড কাপ ছাড়া সম্প্রতি মহমেডান খুব একটা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলেনি। তবু চেরনিশভ বলে গেলেন, 'ওরা বড় দল, অনেক নামী-দামি ফুটবলার দলে। এরকম একটা দলের বিরুদ্ধে যখন খেলবে তখন যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি হতে হবে। আসল হল নিজেদের উপর আস্থা। ওদের শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি, ম্যাচ ৫০-৫০।' আত্মবিশ্বাসী হওয়ার অন্যতম কারণ, শেষ ম্যাচে চেন্নাইয়ান এফসি-কে তাদের মাঠে গিয়ে বধ করে আসা। অ্যালেক্সিস গোমেজ সহ প্রায় সবারই ফর্মে থাকা। সেখানে সদ্য বেঙ্গালুরুতে গিয়ে ৩ গোলের লজ্জা নিয়ে ফিরেছেন কামিন্সরা। সাবধানী চেরনিশভ তবু বললেন, 'ওই জয়ে আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কিন্তু হেরে যাওয়ায় মোহনবাগান বাড়তি তাগিদ দেখাবে, বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।' তাঁর দলে এদিনই যোগ দিয়েছেন নতুন ডিফেন্ডার ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের। খেলবেন কিনা তা পরিষ্কার নয়।

সমর্থকরা যাই বলুন না কেন, দুই দলই যে খানিকটা মরিয়া চেষ্টা করবে, তার আভাস থাকছেই। এখন দেখা শেষ হাসি কারা হাসতে পারে!

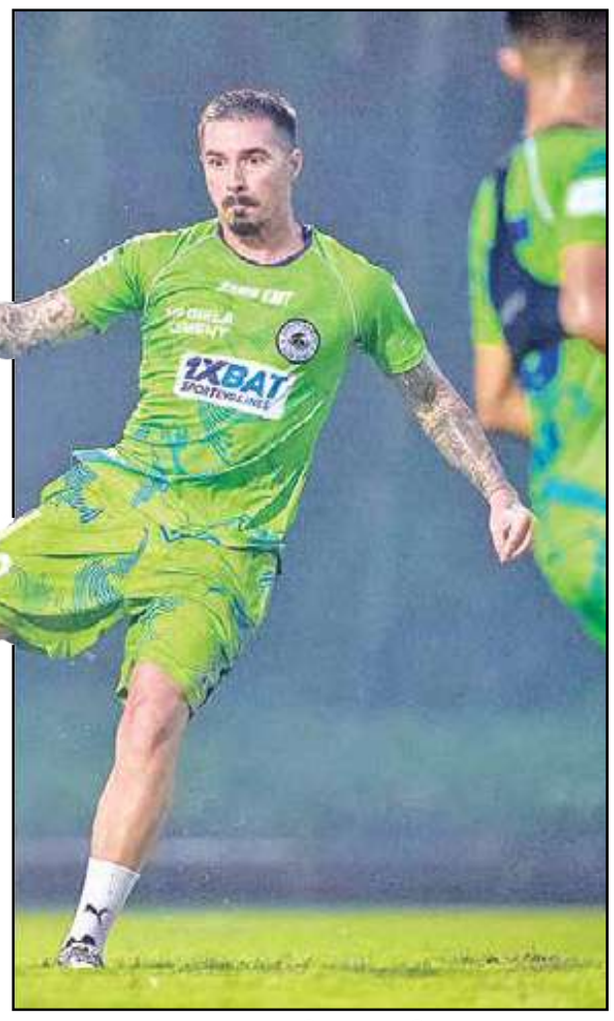

আপফ্রন্টে ছাপ রাখতে তৈরি হচ্ছেন জেমি ম্যাকলারেন।

অ্যালেক্সিস গোমেজ, মিরজালোল কাশিমভের ভরসায় স্বপ্ন দেখছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ছবি : ডি মণ্ডল

আত্মবিশ্বাসই মূলধন মহমেডানের

চাপমুক্ত থাকতে চায় সবুজ-মেরুন

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অক্টোবর : মেগা ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগে দুই শিবিরের ছবিটা একটুও বদলাল না। পাশাপাশি দুই মাঠে অনুশীলন করলেও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট আর মহমেডান সুপার জায়েন্টের মাঝে মাইলখানেকের দূরত্বটা যেন থেকেই গেল।

মোহনবাগানের মুখোমুখি হওয়ার আগে ফুরফুরে মেজাজে মহমেডান শিবির। সেটাই স্বাভাবিক। মহমেডানের অনুশীলন তখন সবে শেষ হয়েছে। একে একে ফুটবলাররা মাঠ ছাড়ছেন। আন্দ্রেই চেরনিশভের দলের গেম মেকার মিরজালোল কাশিমভ সমর্থকদের ভালোবাসা গায়ে মেখে টিম বাসে উঠে গেলেন। একই ছবি দেখা গেল অ্যালেক্সিস গোমেজ, কার্লোসি ফ্র্যাঙ্কা, অমরজিৎ সিং কিয়ামদের মাঠ ছাড়ার সময়ও। তার আগে অনুশীলনের সময় মাঠের ধারে উপস্থিত জনা পঞ্চাশেক সাদা-কালো সমর্থক বেশ কয়েকবার স্লোগান তুললেন, জান জান মহমেডান। দিল দিল মহেমডান। তাতেই আরও খানিকটা উজ্জীবিত মহমেডানের ফুটবালাররা। এই টুকরো টুকরো ছবিগুলোই বলে দিচ্ছে মহমেডান শিবিরের ছবিটা।

উলটোদিকে মোহনবাগান শিবিরের পরিবেশ বেশ গুরুগম্ভীর। সমর্থকদের মধ্যে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা। তবুও ফুটবলারদের তাতাতে উপস্থিত হয়েছিলেন একঝাঁক সমর্থক। হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা মাঠ ছাড়ার সময় সবুজ-মেরুন জনতার কাতর আর্জি, মহমেডানকে হারাতেই হবে। স্প্যানিশ কোচ যদিও মুখে কিছু বললেন না। ফুটবলারদের চোখেমুখেও চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। এসবের মাঝেও জেসন কামিংস যেন অন্য দ্বীপের বাসিন্দা। চলতি মরশুমে মাঠে এখনও তাঁকে চেনা ছন্দে দেখা যায়নি ঠিকই। তবে মাঠের বাইরে একইরকম আছেন কামিংস। মহমেডান ম্যাচের আগে তাঁর মুখে সেই চেনা হাসি।

আইএসএলে আজ

জামশেদপুর এফসি
বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : বিকেল ৫টা
স্থান : জামশেদপুর

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট
বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী, কলকাতা

সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ ও জিও সিনেমায়

গতবার ভারতে আসার পর মানিয়ে নিতে বেশ খানিকটা সময় নিয়েছিলেন কামিংস। তবে আইএসএলে ১২টা গোল করে গোল মেশিনের তকমা আদায় করে নেন। এবার সেই ফর্মের ধারেকাছেও নেই তিনি। কামিংস যদিও একেবারেই চিন্তিত নন। সাংবাদিক বৈঠকে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন, 'নতুন কোচ, নতুন ফুটবলারদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগছে।' নিজে গোল না পাওয়া নিয়েও চিন্তিত নন এই অজি ফুটবলার। বলেছেন, 'জানি আমাদের নিয়ে অনেক প্রত্যাশা আছে। আমি তো প্রতি ম্যাচেই গোল করতে চাই। কিন্তু বাস্তবে তো তা সম্ভব নয়। তবে আমার বিশ্বাস আমরা ছন্দে ফিরে যাব। এটা সময়ের অপেক্ষা।' একই সঙ্গে দলের গোল হজমের রোগ সারাতে হবে বলেও মনে করছেন কামিংস। প্রতিপক্ষ মহমেডানকে নিয়েও সমীহের সুর অজি ফুটবলারের গলায়। বলেছেন, 'আইএসএলে এটা ওদের প্রথম মরশুম। স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি উদ্দীপনা কাজ করছে। ওদের থামানোই আমাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য।'

সাংবাদিক বৈঠকে আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা গেল মহমেডান ফুটবলার আদিঙ্গার মুখেও। তিনি বলেন, 'আমরা প্রস্তুত। কঠিন পরিশ্রম করেছি। মোহনবাগানের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে তৈরি।' সবুজ-মেরুনকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে নারাজ সাদা-কালোর বাকি ফুটবলাররাও। বাগানের তারকাখচিত আক্রমণভাগে থামতে বদ্ধপরিকর ভানলালজুইডিকা চাকচুয়াক, গৌরব বোরারা। গত মরশুমের আই লিগ থেকে ধারাবাহিকভাবে নজর কাড়ছেন মহমেডানের গোলরক্ষক পদম ছেত্রী। ডার্বির ২৪ ঘণ্টা আগে তিনিও প্রতিপক্ষ শিবিরের উদ্দেশ্যে রীতিমতো হুংকার ছুড়ে দিয়ে বলেন বলেন, 'আমি মোহনবাগানের আক্রমণের থেকে দ্বিগুণ শক্তিশালী।' অন্যদিকে জয়ের ধারা বজায় রেখে আরও একবার তিন পয়েন্ট ঘরে তুলতে মরিয়া সাদা-কালো শিবির।

আইএসএলে আজ দুই ভারতীয় কোচের লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অক্টোবর : পিছিয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গল সবসময় ভয়ংকর।

ময়দানের বহুল প্রচলিত প্রবাদ। সেটা কি আরও একবার প্রমাণ করবেন বিনো জর্জের ছেলেরা। সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচ হেরেছে লাল-হলুদ। এখান থেকে পিছোনোর আর কোনও জায়গা নেই তাদের। ঘুরে দাঁড়াতে গেলে ম্যাচ জিততে হবে ক্লেইটন সিলভাদের। তাই জামশেদপুরের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ হলেও 'হোম ম্যাচ' মনে করে ছেলেদের খেলতে নামার কথা বলছেন অন্তর্বর্তীকালীন কোচ বিনো জর্জ। আসলে জামশেদপুরে প্রচুর বাঙালি রয়েছেন। তার ওপর কলকাতা ও জামশেদপুরের দূরত্ব কম হওয়ার দরুন প্রচুর লাল-হলুদ সমর্থক শনিবার খেলা দেখতে জামশেদপুরে উপস্থিত থাকবেন। এই বিষয়টিও মাথায় রয়েছে বিনোর। তিনি বলেছেন, 'জামশেদপুর আমাদের ঘরের মাঠ। কলকাতা থেকে দূরত্বও খুব বেশি নয়। তাই প্রচুর সমর্থক মাঠে থাকবেন। এই ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট পেতেই হবে।'

আইএসএলে প্রথম তিন ম্যাচে পরাজিত হয়েছে লাল-হলুদ। হারার কারণ হিসেবে বিনো বলেছেন, 'ছোট ছোট ভুলের জন্য আমাদের তিনটি ম্যাচ হারতে হয়েছে। অনুশীলনে ছেলেদের সেই ভুল শুধরে দিয়েছি। ওদের ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমরা নিজেদের খেলার স্টাইলে কোনও পরিবর্তন আনব না।' আসলে লাল-হলুদের রিজার্ভ দল নিয়ে দারুণ সাফল্য পেয়েছেন বিনো। তাই আইএসএলের আগেও তাঁকে বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে।

গোলে দেবজিৎ মজুমদারের ওপরেই ভরসা রাখছেন বিনো। রক্ষণে হেক্টর ইউস্তে-আনোয়ার আলি জুটি খেলবেন। যদিও আনোয়ারের পারফরমেন্স নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। তবে বিনো অবশ্য আনোয়ারকে ঘিরেই পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন। দলে সাইডব্যাক নিয়ে মরশুমের শুরু থেকেই সমস্যা রয়েছে। শনিবার দুই সাইডব্যাকে হয়তো প্রভাত লাকড়া ও লালচুংনুঙ্গাকে দেখা যেতে পারে। মাঝমাঠে সাউল-সৌভিক-তালাল জুটি শুরু করতে পারেন। আপফ্রন্টে নন্দকুমার শেখর ও মহেশের সঙ্গে অভিজ্ঞ ক্লেইটন।

অতীতে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে একবার জোড়া গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে জিতিয়েছিলেন ক্লেইটন। সেই প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেছেন, 'পুরোনো কথা মনে করলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। শনিবার কঠিন ম্যাচ হলেও ৩ পয়েন্ট পাওয়াই লক্ষ্য।'

শনিবার দুই ভারতীয় কোচের মগজাস্ত্রের লড়াই দেখতে মুখিয়ে রয়েছে ভারতীয় ফুটবল মহল। একদা ইস্টবেঙ্গলে কোচিং করানো খালিদ জামিলের প্রশিক্ষণে লিগ তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছে জামশেদপুর। শুধু কোচ নয়, ইস্পাতনগরীর দলে জাভিয়ের সিভেরিও, মোবাশির রহমানের মতো লাল-হলুদ প্রাক্তনীরা রয়েছেন। জাভি হার্নান্ডেজ, জর্ডন মারের মতো ছন্দে থাকা বিদেশিরা ইস্টবেঙ্গলের চিন্তার কারণ হতে পারেন। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে নামার আগে খালিদ বলেছেন, 'আগের ম্যাচে হেরেছি। এই ম্যাচ থেকে ফের জয়ের সরণিতে ফিরতে চাই। ঘরের মাঠে নিজেদের সেরাটা দিয়ে ৩ পয়েন্ট পাওয়াই লক্ষ্য।'

এদিকে, আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের কোচ হিসেবে আগামীকালই সম্ভবত শেষবার ডাগআউটে বসতে চলেছেন বিনো। এদিন, রাতে ইস্টবেঙ্গলের তরফে অস্কার ব্রুজোঁর সঙ্গে কথা বলা হয়েছে।

আগের ম্যাচে হেরেছি। এই ম্যাচ থেকে ফের জয়ের সরণিতে ফিরতে চাই। ঘরের মাঠে নিজেদের সেরাটা দিয়ে ৩ পয়েন্ট পাওয়াই লক্ষ্য।

খালিদ জামিল

জামশেদপুর আমাদের ঘরের মাঠ। কলকাতা থেকে দূরত্বও খুব বেশি নয়। তাই প্রচুর সমর্থক মাঠে থাকবেন। এই ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট পেতেই হবে।

বিনো জর্জ

অনুশীলনের মাঝে রিঙ্কু সিংয়ের সঙ্গে খুনশুটিতে অর্শদীপ সিং। শুক্রবার।

শেষ মুহূর্তে গোল করে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে সমতায় ফেরালেন হ্যারি ম্যাগুয়ের। পোর্তোয়।

মরকেলের ক্লাসে অলরাউন্ডার হার্দিক

গোয়ালিয়ার, ৪ অক্টোবর : কানপুর থেকে গোয়ালিয়র। উত্তরপ্রদেশের পর এবার মধ্যপ্রদেশ। টেস্টের পর এবার টি২০।

ভারতের মাটিতে বাংলাদেশ দলকে নিয়ে একইরকম রাজনৈতিক সমস্যা চলছেই। নেপথ্যে হিন্দু মহাসভা। যারা বাংলাদেশকে কানপুরের পর এবার গোয়ালিয়রের মাঠেও খেলতে দিতে নারাজ। তাই রবিবার ভারত বনাম বাংলাদেশের প্রথম টি২০ ম্যাচের দিন আচমকা বনধ ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হিন্দু মহাসভা। তাদের এমন সিদ্ধান্তের পর গোয়ালিয়রের প্রশাসন বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে। বিশেষ করে সমাজমাধ্যমে বিতর্কিত ও স্পর্শকাতর কিছু পোস্টের দিকে রাখা হচ্ছে নজরদারি। রবিবার ম্যাচের দিন তো বটেই, ভারত বনাম বাংলাদেশের টি২০ ম্যাচ আয়োজনকে কেন্দ্র করে সোমবারও গোয়ালিয়রে জারি থাকছে নানা নিষেধাজ্ঞা।

উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই আজ গোয়ালিয়রে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন শুরু হয়ে গিয়েছে। টেস্ট দলে থাকা প্রায় কোনও ক্রিকেটারই নেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০-র স্কোয়াডে। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে কুড়ির ক্রিকেটে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর আগে আজ দীর্ঘসময় অনুশীলন করেছে টিম ইন্ডিয়া। মূলত জোর দেওয়া হয়েছে ফিল্ডিংয়ের দিকে। ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ পুরো দলকে নিয়ে ক্যাচিং অনুশীলনের পাশে ফিটনেসের উপরও জোর দিয়েছেন। পাশাপাশি মাধব রাও সিন্ধিয়া স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে আজ কোচ গৌতম গম্ভীর সঞ্জু স্যামসনকে নিয়ে দীর্ঘসময় কাটিয়েছেন নেটে। সঞ্জুকে বারবার নানা পরামর্শও দিতে দেখা গিয়েছে গম্ভীরকে। মনে করা হচ্ছে, সঞ্জুকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজে নতুনভাবে সুযোগ দেওয়া হবে। সফল হলে একরকম। কিন্তু সঞ্জু ব্যর্থ হলে তাঁর টি২০ কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হতে পারে অনিশ্চয়তা।

মায়াঙ্ক যাদবকেও আজ ভারতীয় দলের নেটে চনমনে দেখিয়েছে। অনেকটা সময় ধরে বোলিং করেছেন তিনি। যদিও আজ মাধব রাও সিন্ধিয়া স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার মূল আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিলেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। বোলিং কোচ মরনি মরকেলের ক্লাসে দীর্ঘসময় কাটিয়েছেন তিনি। টেস্ট সিরিজে না থাকলেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে দলে ফিরছেন হার্দিক। তাঁকে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যাওয়ার জোরদার ভাবনাও রয়েছে ভারতীয় দলের অন্দরে। তার আগে আজ কোচ গম্ভীরের নির্দেশে হার্দিককে নিয়ে আলাদাভাবে ক্লাস করেছেন মরকেল। রানআপ থেকে হার্দিকের ডেলিভারি রিলিজ— সব বিষয়েই টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মরকেল বারবার কথা বলছিলেন হার্দিকের সঙ্গে। তিনি ঠিক কী চাইছেন, সেটাও বারকয়েক হাত ঘুরিয়ে হার্দিককে দেখিয়ে দেন মরকেল। অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা ও মায়াঙ্ককেও বাড়তি সময় দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ। কিন্তু তারপরও হার্দিকের প্রতি তাঁর বিশেষ নজরদারি কারোর নজর এড়ায়নি।

আসলে ফিট হার্দিককে নিয়ে যে গম্ভীরের টিম ইন্ডিয়ার বৃহত্তর ভাবনা রয়েছে।

মরনি মরকেলের নজরদারিতে বোলিং অনুশীলনে হার্দিক পান্ডিয়া। শুক্রবার।

রবিবার বনধ, প্রস্তুতি শুরু সূর্যদের

জয় ইস্টবেঙ্গল লিখে দেশে ফিরলেন কোয়াদ্রাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অক্টোবর : ইস্টবেঙ্গল নামটার সঙ্গে মাত্র একটা মরশুমেই যে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন, তা আবারও একবার বুঝিয়ে দিলেন চলে যাওয়ার সময় নিজের সামাজিক মাধ্যমে ক্লাব ও সমর্থকদের জন্য এক আবেগঘন পোস্টের মাধ্যমে।

লাল-হলুদ জনতার প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। সাফল্য ও আনন্দে ভরে উঠুক আপনাদের আগামী দিনগুলি। কর্তৃপক্ষ, কর্মী ও ফুটবলারদের ধন্যবাদ।

কার্লোস কোয়াদ্রাত

গত ২৭ সেপ্টেম্বর এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে গোয়ার মাটিতে হারের পরই দেওয়াল লিখন পড়ে ফেলতে অসুবিধা হয়নি কার্লোস কোয়াদ্রাতের। তিনদিনের মধ্যে কোনওরকম দাবিদাওয়া ছাড়াই নিজে সরে দাঁড়ান কোচের পদ থেকে। শেষপর্যন্ত বৃহস্পতিবার মাঝরাতে কলকাতা ছেড়ে নিজের শহর বার্সেলোনায় ফিরে গেলেন তিনি। যাওয়ার আগে লাল-হলুদ বাহিনীর সাফল্য কামনার পাশাপাশি সমর্থকদের জন্য দিয়ে গেলেন এক বার্তা। নিজের সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, 'যে বিশেষ মুহূর্তগুলি আমরা ক্লাবে একসঙ্গে কাটিয়েছি তার জন্য ইস্টবেঙ্গল এফসিকে ধন্যবাদ। এরকম একটা মহান ও ঐতিহ্যশালী ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করতে পারাটা সম্মান ও গর্বের।'

এরপর তিনি ক্লাবের সঙ্গে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে লেখেন, 'লাল-হলুদ জনতার প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। সাফল্য ও আনন্দে ভরে উঠুক আপনাদের আগামী দিনগুলি। কর্তৃপক্ষ, কর্মী ও ফুটবলারদের ধন্যবাদ।' গত মরশুমে তাঁর কোচিংয়ে ১২ বছর পর ইস্টবেঙ্গল সুপার কাপ জিতে ট্রফি খরা কাটায়। বেঙ্গালুরু এফসি ও ইস্টবেঙ্গল, দুই দলের সাফল্যের উল্লেখ করে তিনি আরও লেখেন, 'বেঙ্গালুরু এফসি-কে আইএসএল শিল্ড ও কাপ এবং ২০২৪ সালে ইস্টবেঙ্গলকে সুপার কাপ জেতানোর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি ভারতীয় ফুটবলের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমার সব সহকারীকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের চেষ্টা, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা ছাড়া এসব কিছুই সম্ভব হত না।' সবশেষে 'জয় ইস্টবেঙ্গল' লিখে তিনি নিজের বার্তা শেষ করেন।

ইউরোপাতেও আটকাল ইউনাইটেড

পোর্তো ও লন্ডন, ৪ অক্টোবর : ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের খারাপ সময় যেন শেষই হচ্ছে না। ইউরোপা লিগে এফসি পোর্তোর বিপক্ষে এদিন কোনওক্রমে হার বাঁচাল এরিক টেন হ্যাগের দল। সেই সঙ্গে অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্ডেজ পরপর দুই ম্যাচে লাল কার্ড দেখলেন। যদিও বিপক্ষের

জয় চেলসি, টটেনহ্যামের

মাঠে শুরুটা ভালোই করেছিল ইউনাইটেড। মার্কাস র‍্যাশফোর্ড ও রাসমুস হোজলুন্ডের গোলে ২০ মিনিটের মধ্যেই ২ গোলে এগিয়ে যায় তারা। তারপরই শুরু হয় ডিফেন্সের ভরাডুবি। ৭ মিনিটের মধ্যেই দুই গোল শোধ করে দেয় পোর্তো। গোলস্কোরার পেপে ও সামু ওমোরোদিওন। সামু ৫০ মিনিটে আবার গোল করে এগিয়ে দেন পোর্তোকে। হ্যারি ম্যাগুয়ের অতিরিক্ত সময়ের গোলে দলের সম্মান বাঁচান। অন্য ম্যাচে টটেনহ্যাম হটস্পার ২-১ গোলে হারিয়েছে ফেরেঙ্কভারোসকে। উয়েফা কনফারেন্স লিগের ম্যাচে চেলসি ৪-২ গোলে জিতেছে জেন্টের বিপক্ষে।

২০০ হাতছাড়ায় মেজাজ হারালেন ঈশ্বরণ

মুম্বই : ৫৩৭ ও ১৫৩/৬
অবশিষ্ট একাদশ : ৪১৬

উত্তেজক পরিণতির পথে ইরানি ট্রফি

লখনউ, ৪ অক্টোবর : চোখধাঁধানো ইনিংস।

মরিয়া প্রচেষ্টা। মুম্বইয়ের রানের পাহাড়ের পালটা জবাবে দলকে লড়াইয়ে রাখার তাগিদ। সব কিছুর পরও দ্বিশতরান হাতছাড়ার আক্ষেপ নিয়ে ফিরলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। টপ অর্ডারের ব্যর্থতার মাঝে গতকাল একাই প্রতিরোধ গড়েছিলেন।

শুক্রবার ম্যাচের চতুর্থদিনের সকালেও সেই প্রতিরোধ ছিল ঈশ্বরণের ব্যাটে। ধ্রুব জুরেলকে নিয়ে পঞ্চম উইকেটে ১৬৫ রানের জুটিতে চিন্তা বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন আজিঙ্কা রাহানের নেতৃত্বাধীন মুম্বইয়ের। একসময় অবশিষ্ট একাদশের স্কোর ছিল ৩৯৩/৪। কিন্তু ১৩ বলের ব্যবধানে ধ্রুব জুরেল, ঈশ্বরণ আউট হতেই ইনিংসে ধস। ৪১৬-তেই গুটিয়ে যায় অবশিষ্ট দল।

ভারতীয় টেস্ট দলে দ্বিতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের দাবি এদিন আরও জোরাল করলেও ৭ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া করেন জুরেল। শামস মুলানির বলে গ্লাভস ছুঁয়ে ক্যাচ। রিভিউ নিয়েও সিদ্ধান্ত বদলাতে পারেননি জুরেল। কয়েক মিনিট বাদে প্যাভিলিয়নে ঈশ্বরণ। দ্বিশতরান থেকে তখন মাত্র ৯ রান দূরে। জুরেলের মতো লেগস্টাম্পের বাইরের বল সুইপ করতে গিয়ে ক্যাচ তোলেন। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আউট হয়ে মেজাজও হারান ঈশ্বরণ।

৫৩৭-র জবাবে অবশিষ্ট একাদশ ৪১৬। তিনটি করে উইকেট নেন শামস মুলানি ও তনুশ কোটিয়ান। ১২১ রানে লিড নিয়ে খেলতে নেমে মুম্বইয়ের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু থেকেই নড়বড়ে। অবশিষ্ট একাদশের দুই স্পিনার সারাংশ জৈন (৬৭/৪), মানব সুথারের (৪০/২) সামনে পৃথ্বী শ (৭৬) ছাড়া কোনও মুম্বই ব্যাটার এদিন দাঁড়াতে পারেননি। চতুর্থ দিনের শেষে মুম্বইয়ের স্কোর ১৫৩/৬।

সবমিলিয়ে ২৭৪ রানে এগিয়ে রনজি ট্রফিজয়ী মুম্বই। আগামীকাল শেষদিন। কিছুটা হলেও সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে এই মুহূর্তে মুম্বই। তবে শনিবার মুম্বই ইনিংস দ্রুত গুটিয়ে দিতে পারলে জয়ের সুযোগ অবশিষ্ট ভারতীয় দলের সামনেও। সবমিলিয়ে উত্তেজক পরিণতির সম্ভাবনা।

গতকালের পর শুক্রবারও দলকে টানলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ।

লেবাননের সঙ্গে ম্যাচ বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অক্টোবর : ভিয়েতনামে হচ্ছে না ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতা। তার পরিবর্তে আয়োজকের দেশের বিরুদ্ধে ১২ অক্টোবর মাত্র একটাই ম্যাচ খেলবে ভারতীয় ফুটবল দল। ফিফা উইন্ডোতে ত্রিদেশীয় কাপ খেলার কথা থাকলেও বর্তমান রাজনৈতির পরিস্থিতি ও যুদ্ধ শুরু হওয়ায় লেবানন নাম তুলে নেয়। ১২ অক্টোবর ভারত-লেবানন ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। তারা আসছে না জানার পর এআইএফএফ ভিয়েতনামকে ওই তারিখেই প্রীতি ম্যাচটি খেলার অনুরোধ জানালে তারা রাজি হয়ে যায়। ৬ তারিখ একদিন কলকাতায় প্রস্তুতি নিয়ে ৭ অক্টোবর ভিয়েতনামের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে দল।

KHOSLA ELECTRONICS

পুজোতে সবার মুখে হাসি
কারণ KHOSLA- তে অফার রাশি রাশি

CELEBRATE
THE BIGGEST INDIAN FESTIVAL with BIGGEST OFFERS

" বহু বছর ধরে
আমার ভরসার দোকান
KHOSLA ELECTRONICS "

88% DISCOUNT | 32% CASH BACK

40% EXCHANGE OFFER

2 EMI OFF

0 DOWN PAYMENT | ₹888 EMI STARTS

FREE GIFTS
CAR | LED | BIKE | REF
WASHING MACHINE | MICROWAVE OVEN | SOUND BAR | MOBILE
MIXI | COFFEE MUG | IRON | UTENSILS
& MANY MORE

iPhone 16 128GB ₹ 73,900 EMI ₹ 3,329
iPhone 15 128GB ₹ 63,900 EMI ₹ 2,912

SAMSUNG
S24 Ultra 256GB ₹1,09,900* EMI ₹4,870
A 15 6/128 GB ₹14,999* EMI ₹1,667
FREE Adapter/ Laptop Bag

vivo
V40E 8/256 ₹27,999* EMI ₹1,823
Y 58 8/128 GB ₹18,499* EMI ₹1,849

oppo
Reno12 256 GB ₹29,999* EMI ₹2,199
A 3 PRO 8/ 128GB ₹14,700* EMI ₹1,200

mi
14 CIVI 8/256 ₹36,799* EMI ₹4,089
NOTE 13 PRO 8/128 ₹18,999* EMI ₹1,900

motorola
G 85 8/128 ₹15,999* EMI ₹1,500
Edge 50 Fusion 12/ 256 ₹21,999* EMI ₹2,500

LG SONY SAMSUNG JBL
PARTY BOX ₹18,990 EMI ₹1,187

DISCOUNT Upto 62% on selected models

BIG TV FESTIVAL
Big Offers. Big Savings. Big Celebrations.

3 years comprensive warranty* | Up to 36 month EMI* | Up to 20% cashback*

Free* 65/55 Neo QLED worth ₹ 3,29,900 worth ₹ 1,84,900
Free* 55/43 UHD worth ₹ 68,900 worth ₹ 51,400
Free* 43/32 Smart worth ₹ 35,900 worth ₹ 23,400

SAMSUNG
Neo QLED 8K: 75 Neo QLED 8K EMI ₹ 16,480 FREE* 65 Neo QLED | 65 Neo QLED 8K EMI ₹ 7,540

SAMSUNG
OLED: 77 OLED EMI ₹ 10,847 | 65 OLED EMI ₹ 5,104 FREE* 43 Smart | 55 OLED EMI ₹ 4,835 FREE* 43 Smart

SAMSUNG
Neo QLED: 65 Neo QLED EMI ₹ 4,465 FREE* 43 Smart | 55 Neo QLED EMI ₹ 3,398 FREE* 43 Smart

SAMSUNG
QLED: 98 QLED EMI ₹ 20,640 FREE* 55 Neo QLED | 65 QLED EMI ₹ 2,980 | 55 QLED EMI ₹ 2,378

SAMSUNG
Crystal UHD: 98 UHD EMI ₹ 11,780 FREE* 55 UHD | 85 UHD EMI ₹ 7,528 FREE* 43 UHD | 75 UHD EMI ₹ 3,600 FREE* 32 Smart | 65 UHD EMI ₹ 2,631 | 55 UHD EMI ₹ 1,800

SAMSUNG
SOUND BAR EMI ₹ 899

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative.

UP TO 15% INSTANT DISCOUNT* SBI card
#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹7,500 per card. Also valid on EMI Trxn. Validity: 02 Oct - 13 Oct 2024. T&C Apply.

BUY 24 x7 khoslaonline.com | CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC | AXIS BANK | SBI | HSBC | standard chartered | citibank | ICICI Bank | kotak | Bank of Baroda

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount.

Scan to locate your nearest Khosla store

RAIGANJ: MOHONBATI BAZAR, NETAJIPALLY opp. North Dinajpur District Court Ph : 91473 93600
ALIPURDUAR: SHAMUKTALA ROAD opp Menaka Cinema Hall Ph : 98742 87232
SILIGURI: SEVOKE ROAD, 2nd Miles, Near ITI More Ph: 98742 41685
BALURGHAT: HILI MORE Ph: 98742 33392
MALDAH: 15/1, PRANTH PALLY Rathbari Ph: 98742 49132

মঙ্গলবার লখনউ যাচ্ছেন অনুষ্টুপরা

রনজি স্কোয়াডে উত্তরের বিবেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অক্টোবর : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। তারপরই ১১ অক্টোবর থেকে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফি অভিযান শুরু করছে বাংলা। আগামী মঙ্গলবার অনুষ্টুপ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন দল লখনউ রওনা হবে। তার আগে আজ বাংলার দল নিয়ে বৈঠক হয়ে গেল সিএবিতে। জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে মহম্মদ সামিকে পাচ্ছে না টিম বাংলা। আকাশ দীপকে ১৯ জনের স্কোয়াডে রাখা হলেও তাঁকে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। কারণ, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের দলেও তাঁর থাকার কথা। ছন্দ হারিয়ে ফেলা ঈশান পোড়েলও নেই বাংলার মূল স্কোয়াডে। তাঁর জায়গা হয়েছে স্ট্যান্ডবাইয়ের তালিকায়। যদিও মুকেশ কুমারকে পাওয়া যাবে। সঙ্গে বাংলার উদীয়মান তারকা যুধাজিৎ গুহ প্রথমবার সিনিয়ার দলে সুযোগ পেয়েছেন। দলে রয়েছেন জলপাইগুড়ির ঋষভ বিবেকও। ঋদ্ধিমান সাহা প্রত্যাশিতভাবেই দলে ফিরেছেন।

জলপাইগুড়ির ঋষভ বিবেক বাংলা দলে প্রথমবার সুযোগ পেলেন।

বাংলার দল ঘোষণার পর স্পষ্ট, দলের বোলিং নিয়ে উদ্বেগ থাকছে। এখনও ফিট না হওয়া সামি ও জাতীয় দলে থাকা আকাশের অভাব কীভাবে পূরণ হবে, কারোর জানা নেই। রাতের দিকে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'যারা রয়েছে, তাদের নিয়েই কাজ চালাতে হবে। দেখা যাক কী হয়।' অতীতে বাংলার হয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে নেতৃত্ব দিলেও এই প্রথমবার লাল বলের রনজিতে অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার। তাঁর নেতৃত্বে টিম বাংলা নয়া শুরু চাইছে। উল্লেখ্য, ১১ অক্টোবর থেকে লখনউয়ে উত্তরপ্রদেশ ও ১৮ অক্টোবর থেকে ইডেনে বিহারের বিরুদ্ধে প্রথম দুই ম্যাচের দল ঘোষণা হয়েছে আজ।

ভারতে টেস্ট জয় বাকিদের কাছে স্বপ্ন : রামিজ

ব্রিসবেন ও লাহোর, ৪ অক্টোবর : ভারতের মাটিতে টেস্টে দ্বৈরথে ভারত বধ।

সফরকারী দলগুলির কাছে যা স্বপ্ন। আর যে স্বপ্নপূরণ করা এই মুহূর্তে কঠিন চ্যালেঞ্জ যে কোনও প্রতিপক্ষের কাছে। ভারতীয় দলের প্রশংসায় এমনই দাবি রামিজ রাজার। ইউটিউব চ্যানেলে প্রাক্তন পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, 'গত টেস্ট সিরিজে অনায়াসে বাংলাদেশকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারত। ঘরের মাঠে বর্তমানে সবথেকে শক্তিশালী ভারতই। ভারতে গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে টেস্ট জেতা যে কোনও দলের কাছে স্বপ্ন। যে স্বপ্নপূরণের ক্ষমতা ছিল না বাংলাদেশের।'

ব্র্যাড হাডিন আবার মুগ্ধ কানপুরের গ্রিন পার্কে রোহিত জয় ভারতের। প্রাক্তন অজি উইকেটকিপার-ব্যাটার নভেম্বরে শুরু বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতেও কানপুরের পুনরাবৃত্তি উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

অজি সিরিজেও 'কানপুর' দেখছেন হাডিন

ব্রিগেডের আগ্রাসী ক্রিকেটে। প্রথম তিনদিনে বৃষ্টি, ভেজা আউটফিল্ডের কারণে মাত্র ৩৫ ওভার খেলা হয়। কিন্তু শেষ দুইদিনে প্রায় নিশ্চিত ড্র ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে অবাক

এক পডকাস্ট শোয়ে হাডিন জানান, নিজেদের জন্য জয়ের রাস্তা বের করে নিয়েছিল ভারত। রান, স্কোর নয়, বাংলাদেশ-বধের জন্য যথেষ্ট সময় বের করাই মূল লক্ষ্য

> গ্রিন পার্ক টেস্টের দিকে তাকান। ম্যাচ ড্র হলেও ভারতের জন্য বড় ধাক্কা হত। আর রোহিতদের হারের সম্ভাবনাও ছিল না। অন্যরা হলে হয়তো প্র্যাকটিস সেশন হিসেবে ধরে নিয়ে ড্রয়ের খেলা খেলত। সবমিলিয়ে উপভোগ্য ক্রিকেট, দুর্দান্ত জয়।
>
> **ব্র্যাড হাডিন**

ছিল। লক্ষ্য পূরণে অসাধারণ ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। হাডিনের আরও সংযোজন, 'জয়ের জন্য যেভাবে ঝাঁপিয়েছে, এর জন্য কুর্নিশ ভারতীয় দলের সাপোর্ট স্টাফ, রোহিত শর্মাদের। ও এমন অধিনায়ক, যে জয়কে সবার আগে রাখে। কেউ ভাবেনি ওই ম্যাচের ফয়সালা হবে। কিন্তু রোহিতদের ইতিবাচক মানসিকতা ঠিক রাস্তা খুঁজে নিয়েছে। টেস্ট ক্রিকেটে ১০ রান প্রতি ওভার! কুর্নিশ ভারতীয় দলকে।'

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেও কি কানপুরের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে? আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না প্যাট কামিন্সদের পূর্বসূরি। হাডিনের যুক্তি, পরিস্থিতি যদি এক হয়, তাহলে ভারতীয় দল ফের একইভাবে ঝাঁপানোর রাস্তায় হাঁটবে। সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আরও বলেন, 'গ্রিন পার্ক টেস্টের ফলাফলের দিকে তাকান। ম্যাচ ড্র হলেও ভারতের জন্য বড় ধাক্কা হত। আর রোহিতদের হারের সম্ভাবনাও ছিল না। অন্যরা হলে হয়তো প্র্যাকটিস সেশন হিসেবে ধরে নিয়ে ড্রয়ের খেলা খেলত। সবমিলিয়ে উপভোগ্য ক্রিকেট, দুর্দান্ত জয়।'

কিউয়িদের বিরুদ্ধে চাপে ভারত

দুবাই, ৪ অক্টোবর : টি২০ বিশ্বকাপ নিজেদের প্রথম ম্যাচে কিউয়ি অধিনায়ক সোফি ডিভাইনের (৩৬ বলে অপরাজিত ৫৭) আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে চাপে ভারতীয় দল। টসে জিতে নিউজিল্যান্ড ৪ উইকেটে ১৬০ রান করে। দুই ওপেনার জর্জিয়া প্লিমার (৩৪) ও সুজি বেটস (২৭) ওপেনিং জুটিতে তাদের ৬৭ রান এনে দিয়েছিলেন। জবাবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ভারত ৮.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৫৫ রান তুলেছে। আউট হয়েছেন শেফালি ভার্মা (২), স্মৃতি মান্ধানা (১২) ও হরমনপ্রীত কাউর (১৫)। ক্রিজে জেমিমা রডরিগেজ (১৩) ও রিচা ঘোষ (২)।